# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## ঢাকা বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার কে?**
ক বরাহ খ বামন গ পরশুরাম ঘ নৃসিংহ

২. **ঈশ্বরকে কয়টি গুণের জন্য ভগবান বলা হয়?**
ক ৬ খ ৪ গ ৫ ঘ ৮

৩. **কোন গ্রন্থকে আদি কাব্য বলা হয়?**
ক শ্রী গীতা খ রামায়ণ গ মহাভারত ঘ বেদ

□ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পাঁচদিন ব্যাপি একজন দেবীর পূজা শেষে সকল সনাতনী ভক্তবৃন্দ আজ একত্রিত হয়েছে। মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি করে দেবীর কপালে সিদুর পরিয়ে বিদায় জানাচ্ছে।

৪. **উদ্দীপকে কোন দিনের পূজার কথা বলা হয়েছে?**
ক অষ্টমী খ নবমী গ দশমী ঘ কুমারী

৫. **উক্ত পূজার তাৎপর্য হলো—**
i. বিজয় উৎসব পালন
ii. অশুভ শক্তি দূর করা
iii. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **পাঠ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার অনুষ্ঠানকে কী বলে?**
ক সমাবর্তন খ উপনয়ন গ প্রত্যাবর্তন ঘ সীমান্তোন্নয়ন

৭. **অযাচক বৃত্তি হলো—**
ক কারও কাছে যা খুশি চাওয়া
খ চাপ দিয়ে দান আদায় করা
গ ভিক্ষা বৃত্তি করা
ঘ কেউ ইচ্ছা বা দয়া করে কিছু দান করা

□ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
গণেশ বাবু সরকারি চাকুরি থেকে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বড় ছেলের হাতে সংসারের সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মন্দিরে-মন্দিরে সময় কাটান। অপরদিকে দিনেশ বাবুর বয়স ৭৫ বছর। তিনি সকল জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে পরম প্রাপ্তি কামনায় কেবল ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

৮. **গণেশ বাবু জীবনের কোন আশ্রমে অবস্থান করছেন?**
ক ব্রহ্মচর্য খ সন্ন্যাস গ বানপ্রস্থ ঘ গার্হস্থ্য

৯. **দিনেশ বাবু জীবন ধারণ করবেন—**
i. তিন বেলা আহার করে
ii. দুপুরের আহার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করে
iii. মন্দিরে অনেক দিন অবস্থান করে
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **বিবাহের মূল পর্ব কোনটি?**
ক মালাবদল খ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ গ গাত্রহরিদ্রা ঘ সম্প্রদান

১১. **অতিথি সেবাকে বলা হয়—**
ক নৃযজ্ঞ খ দৈবযজ্ঞ গ ভূতযজ্ঞ ঘ ঋষিযজ্ঞ

১২. **অষ্টাঙ্গ যোগের প্রবর্তক কে?**
ক মহর্ষি ব্যাসদেব খ প্রাজ্ঞভীম গ যাজ্ঞ বল্ক্য ঘ মহর্ষি পতঞ্জলি

১৩. **আদ্যশ্রাদ্ধে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠের বিধান রয়েছে?**
ক শ্রীগীতা খ রামায়ণ
গ শ্রী চণ্ডী ঘ শ্রীমদ্ভগবতগীতা

১৪. **অষ্টাঙ্গ যোগের প্রভাবে মন হয়—**
ক অশান্ত খ শান্ত গ অতৃপ্ত ঘ আনন্দময়

১৫. **কোন দেবীর মধ্যে কোমল ও কঠোর রূপ পরিলক্ষিত হয়?**
ক শীতলা খ দুর্গা গ মনসা ঘ কালী

১৬. **'ঠাকুরাণি জাগরণী' নামে পরিচিত কোন দেবী?**
ক কালি খ লক্ষ্মী গ দুর্গা ঘ শীতলা

১৭. **হজম শক্তি বাড়ে কোন আসনে?**
ক বৃক্ষাসন খ অর্ধকূর্মাসন গ হলাসন ঘ গরুড়াসন

□ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নরেশ বাবু সি.এন.জি করে বিদ্যালয়ে যান। তিনি ভুলক্রমে হাতের টাকার ব্যাগটি সি.এন.জিতে ফেলে আসেন। কিছু সময় পর তার ব্যাগটি নিয়ে চালক তপন বিদ্যালয়ে আসেন এবং গাড়িতে রেখে আসা ব্যাগটি নরেশ বাবুকে ফেরত দেয়। ব্যাগটি হাতে পেয়ে তিনি তপনকে ধন্যবাদান্তে কিছু টাকা বকসিস দেন।

১৮. **সি.এন.জি চালক তপনের কোন নৈতিক মূল্যবোধটি প্রকাশিত হয়েছে?**
ক মানবতা খ শিষ্টাচার গ সততা ঘ পরমত সহিষ্ণুতা

১৯. **তপনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়—**
i. আত্মসংযম
ii. লোভ
iii. কর্তব্য নিষ্ঠা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. **গৌর-নিতাই কি দিয়ে জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করেন?**
ক কর্ম খ জ্ঞান গ প্রেম ভক্তি ঘ ভক্তি

২১. **মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করলে—**
ক সজ্ঞাদানকারি পাপী হয়
খ সামাজিকতা বজায় থাকে
গ ঐ পরিবারের উন্নতি হয়
ঘ মাদকাসক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও মন ভালো থাকে

□ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সমীর ও সীমা পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

২২. **সমীর ও সীমা যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, সে সংস্কারটির মাধ্যমে—**
i. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
ii. স্ত্রী হয় স্বামীর সহধর্মিণী
iii. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. **কাকে 'ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক' বলা হয়?**
ক চরক খ সুশ্রুত গ বিশ্বামিত্র ঘ চ্যাবন

২৪. **বৃক্ষাসনের প্রভাবে—**
i. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়
ii. মাথা শান্ত হয়
iii. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় কোন দেবতার পূজা করা হয়?**
ক শ্রীকৃষ্ণ খ ভূমিদেবতা গ গণেশ ঘ কার্তিক

২৬. **নামযজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়—**
ক সামাজিক বন্ধন খ শিষ্টাচার গ ধর্মাচার ঘ ধর্মচর্চা

২৭. **জীবাত্মাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না কী লাভ হলে?**
ক স্বর্গ খ মুক্তি গ সান্নিধ্য ঘ মোক্ষ

২৮. **দেব সেনাপতি কে?**
ক কার্তিক খ ইন্দ্র গ বরুণ ঘ মহাদেব

২৯. **'একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— এর অর্থ হলো—**
i. ব্রহ্ম এক
ii. তিনি অখণ্ড ও চিরন্তন
iii. জ্ঞাণীগণ তাঁকে বহুনামে বর্ণনা করেন।
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **পুরাকালে মুনিঋষিগণের শরীর সুস্থ রাখার মাধ্যম ছিল—**
ক ধ্যান খ জ্ঞান গ তপস্যা ঘ যোগ সাধনা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# ঢাকা বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

**[দ্রষ্টব্য :**ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আনন্দ অত্যন্ত ধর্মানুরাগী। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে। সে নিত্য গীতা পাঠ করে। সে ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে আরও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করে। সে এসব পড়ে জানতে পারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

ক. ভগবান কে? ১

খ. "ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনন্দ স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে কী জেনেছিল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আনন্দ স্রষ্টা অবতাররূপে যে পৃথিবীতে নেমে আসতেন তার কারণ জানতে পারল, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। লাবণ্য প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন। পূজা শেষে প্রতিদিন গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। অন্যদিকে তার স্বামী অতনু বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। তাঁরা উভয়েই মনে করেন "মানব জীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।"

ক. উপাসনা কাকে বলে? ১

খ. সাকার উপাসনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. অতনু বাবুর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মানব জীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"–মন্তব্যটি উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। চঞ্চল কুমার মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিজের জমিতে গড়ে তুলেছেন পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল। এ ছাড়াও তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য তার সম্পদের বিশাল একটি অংশ ব্যয় করেন। তিনি মনে করেন, "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর"।

ক. ঈশ্বরকে কখন ভগবান বলা হয়? ১

খ. 'বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা' একথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে চঞ্চল কুমারের যে গুণটি ফুটে উঠেছে, পাঠের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর"—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪।

ক. কবি জয়দেব রচিত কৃষ্ণপ্রস্তুতিমূলক কাব্যগ্রন্থের নাম কী? ১

খ. ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রদর্শিত ছবিটি কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত তা বর্ণনার কর। ৩

ঘ. "চিত্রে প্রদর্শিত আশ্রম ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য আশ্রমের কথা উল্লেখ আছে"—তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৫।

ক. মানুষের আত্মানুসন্ধানে যোগের আটটি ধাপ কে নির্দেশ করেছেন? ১

খ. যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. প্রদর্শিত ছবিটির ধারণা ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. প্রদর্শিত ছবিটি নিয়মিত অনুশীলন করলে মানব জীবনে এর কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। সৌগত রায় একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। প্রতিবেশী মিতালি সবেমাত্র এম,এ পাশ করে চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। মিতালির বাবা উপযুক্ত বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গেলেন পাত্রপক্ষ অনেক টাকা যৌতুক দাবি করলে দরিদ্র পিতার পক্ষে তা সম্ভব না হওয়ায় বিয়ে ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় সৌগত রায় বিনা পণে মিতালিকে বিবাহ করে। সৌগত রায় মনে করে, "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ।"

ক. পুরকপিণ্ড কাকে বলে? ১

খ. সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? ২

গ. সৌগত রায় এবং মিতালির বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ"—সৌগত রায়ের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৭। বিমল বাবু পরলোকগমন করলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিৎ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী সৎকার এবং অশৌচ পালন শেষে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিমলবাবুর পরলোকগত আত্মার সকল কর্ম তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পালন করেন।

ক. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম কী? ১

খ. বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় কেন? ২

গ. বিমলবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. বিমলবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। শ্যামল খুব মেধাবী এবং ভালো ছাত্র ছিল। সে অসৎ সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে অর্থ জোগাড় করার জন্য সে চুরি এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে থাকে। তার বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে শ্যামলকে মাদকদ্রব্য নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেন।

ক. নমস্কার কত প্রকার? ১

খ. মাদক গ্রহণ কেন অধর্ম? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শ্যামলের এই অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়গুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'অসৎ সঙ্গের দৌরাত্ম্যে মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে'—পাঠ্যপুস্তক এবং শ্যামলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। মাধব ঈশ্বর লাভের ইচ্ছায় রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাধব পরবর্তীতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং সারা বিশ্বে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। তিনি বেদান্ত সমিতি গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠাসহ নারীশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করেন।

ক. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. 'সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বর লাভ'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. "উদ্দীপকের মাধব তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন জীবন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি"—আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মাধব যে চরিত্রের প্রতিচ্ছবি তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করে গেছেন"।—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপন কর। ৪

১০। হৃদয় বাবু একজন ধার্মিক প্রজ্ঞাবান ও নৈতিক মূল্যবোধে বলীয়ান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তিনি ক্ষমাশীল, ক্ষমতার দম্ভ তাঁর একেবারেই নেই। অপরপক্ষে একই অফিসে একই পদে চাকুরী করে দীপক বাবু সব সময় অনৈতিক উপায়ে মানুষের কাছে অর্থ আদায় করে অফিসে সবার কাছে দীপক বাবু একজন অসৎ, ঠগ, প্রতারক হিসেবে পরিচিত।

ক. ধর্মের বাহ্যলক্ষণ কয়টি? ১

খ. "নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের এক নিবিড় সম্পর্ক"—কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের হৃদয় বাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ধার্মিকের স্বরূপ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের হৃদয় বাবুর ও দীপক বাবুর শেষ পরিণতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক, যাক, যাক
এসো এসো।

ক. চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কী? ১

খ. জামাইষষ্ঠী কেন পালন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে যে ধর্মাচারের কথা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মাচার ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য ধর্মাচারের কথাও উল্লেখ আছে।"—মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | N | ২ | K | ৩ | L | ৪ | M | ৫ | N | ৬ | K | ৭ | N | ৮ | M | ৯ | K | ১০ | N | ১১ | K | ১২ | N | ১৩ | K | ১৪ | L | ১৫ | N |
| | ১৬ | N | ১৭ | L | ১৮ | M | ১৯ | L | ২০ | M | ২১ | K | ২২ | N | ২৩ | K | ২৪ | L | ২৫ | L | ২৬ | K | ২৭ | N | ২৮ | K | ২৯ | N | ৩০ | N |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** আনন্দ অত্যন্ত ধর্মানুরাগী। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে। সে নিত্য গীতা পাঠ করে। সে ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে আরও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করে। সে এসব পড়ে জানতে পারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

ক. ভগবান কে? ১

খ. "ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনন্দ স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে কী জেনেছিল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আনন্দ স্রষ্টা অবতাররূপে যে পৃথিবীতে নেমে আসতেন তার কারণ জানতে পারল, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন তিনিই ভগবান।

**খ** হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছে ভগবান স্বয়ং। 'ধর্মমূলো হি ভগবান, সর্ববেদময়ো হরিঃ।' ঈশ্বর আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা। সবকিছুই তার থেকে সৃষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস।

**গ** আনন্দ ঈশ্বররূপে স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে জেনেছিল।
ব্রহ্ম যখন জীব জগতের উপর প্রভুত্ব করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। এই জন্য তাঁকে পরমেশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। তিনি অনন্তরূপী; জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরামাত্মা এবং ভক্তের কাছে তিনি ভগবান। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ঈশ্বর অনন্ত অসীম। তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি শাশ্বত, তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। তিনি সকল কর্মের ফলদাতা। যে যে রকম কর্ম করে তিনি তাকে সে রকম ফল দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর নিরাকার। প্রয়োজনে তিনি সাকার হতে পারেন। কারণ অনন্ত তাঁর শক্তি। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। ঋগবেদ অনুসারে তিনি পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র, মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। এ কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতাই বোঝানো হয়েছে। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন।
সুতরাং বলা যায়, আনন্দ স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে উপরিউক্ত বিষয়গুলো জেনেছিল।

**ঘ** আনন্দ স্রষ্টা অবতাররূপে যে পৃথিবীতে নেমে আসতেন তার কারণ জানতে পারল, পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো– হিন্দুধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝানো হয়। এই সকল 'অবতার' সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। 'অবতার' শব্দটি তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবরূপে মর্ত্যে ঈশ্বরের অবতরণ। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন। যেমন– নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরম সত্তা বা পরমেশ্বর থেকে উদ্ভূত সকল অবতারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু অনেকবার অবতার হিসেবে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। বিভিন্ন যুগে ভগবান বিষ্ণু নয়বার অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের শেষে তিনি কল্কিরূপে দশম অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হবেন। পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীতে যখন অত্যাচার, অনাচার বিরাজ করে তখন ঈশ্বর অবতাররূপে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মর্তে নেমে আসেন এবং দুষ্টের দমন করেন।

**প্রশ্ন ▶ ০২** লাবণ্য প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন। পূজা শেষে প্রতিদিন গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। অন্যদিকে তার স্বামী অতনু বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। তাঁরা উভয়েই মনে করেন "মানব জীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।"

ক. উপাসনা কাকে বলে? ১

খ. সাকার উপাসনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. অতনু বাবুর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মানব জীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"–মন্তব্যটি উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকে উপাসনা বলে।

**খ** ঈশ্বরের কোনো গুণ বা আকারের উপাসনা করার পদ্ধতিকে সাকার উপাসনা বলে।
মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করেই করা হয়। প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রকৃতিতে প্রকাশিত। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**গ** অতনু বাবুর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে নিরাকার উপাসনা বলা হয়।
'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপে ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাঁকে উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনা করা হয়। হিন্দুধর্মালম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, অতনু বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। যা নিরাকার উপাসনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, অতনু বাবুর আরাধনার পদ্ধতিকে নিরাকার উপাসনা বলে।

**ঘ** "মানব জীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"– উক্তিটির যথার্থতা রয়েছে।
দৈনন্দিন জীবনে উপাসনার গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। উপাসনা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং মনে সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে। উপাসনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে আমরা যেকোনো

ভাবাবেগ দ্বারা সহজেই তাড়িত হই না। এছাড়া উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে এক অনাবিল চেতনার সৃষ্টি হয়।

উপাসনার মধ্য দিয়ে শুধু যে ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয় তা নয়। উপাসনার মধ্য দিয়ে মানুষ সত্য পথে পরিচালিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে অহং, আমিত্ব ভাব ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। অপরদিকে উপাসনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মোক্ষলাভ করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির চিরমুক্তি ঘটে। তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

তাই সার্বিক আলোচনা অন্তে বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত উপাসনা করতে হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** চঞ্চল কুমার মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিজের জমিতে গড়ে তুলেছেন পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল। এ ছাড়াও তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য তার সম্পদের বিশাল একটি অংশ ব্যয় করেন। তিনি মনে করেন, "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর"।

ক. ঈশ্বরকে কখন ভগবান বলা হয়? ১
খ. 'বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা' একথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে চঞ্চল কুমারের যে গুণটি ফুটে উঠেছে, পাঠের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর"—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাকে ভগবান বলা হয়।

**খ** বিষ্ণু হলেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা। বিশ্বে যা কিছু আছে ভগবান বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা।

**গ** উদ্দীপকের চঞ্চল কুমারের কর্মকাণ্ডকে ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবার গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঈশ্বর নিরাকার এজন্য আমরা সরাসরি তাঁর সেবা করতে পারি না। তিনি জীবের মাঝে অবস্থান করেন বলে জীবসেবা করলে তাঁর সেবা করা হয়। তাই আমাদের সবার উচিত জীবের সেবা করা। চঞ্চল কুমার মানুষের সেবা করার জন্য নিজের জমিতে গড়ে তুলেছেন পঞ্চাশ শয্যার হাসপাতাল। এছাড়াও তিনি সব সময় নানাভাবে জীবের কল্যাণ করার চেষ্টা করেন। চঞ্চলের এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম ব্রত হিসেবে পরিচিত। কেননা ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। চঞ্চলের কর্মকাণ্ডে এ বিষয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

তাই বলা যায়, চঞ্চলের মাঝে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার গুণটিই ফুটে উঠেছে।

**ঘ** "জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজমান এবং সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর"– উক্তিটি যথার্থ।

সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন– অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এ ছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

> 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
> জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

**প্রশ্ন ▶ ০৪**

ক. কবি জয়দেব রচিত কৃষ্ণপ্রস্তুতিমূলক কাব্যগ্রন্থের নাম কী? ১
খ. ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রদর্শিত ছবিটি কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত তা বর্ণনার কর। ৩
ঘ. "চিত্রে প্রদর্শিত আশ্রম ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য আশ্রমের কথা উল্লেখ আছে"—তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কবি জয়দেব রচিত কৃষ্ণপ্রস্তুতিমূলক কাব্যগ্রন্থের নাম হলো– 'গীতগোবিন্দ'।

**খ** শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের জীবনের চারটি স্তর বা আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রমটি হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

প্রতিটি মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমেই গুরুর নির্দেশে শিষ্য বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং গুরুর কাছ থেকে আত্মসংযমী, পরিশ্রমী ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে।

**গ** প্রদর্শিত ছবিটি গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

**ঘ** 'চিত্রে প্রদর্শিত আশ্রম ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য আশ্রমের উল্লেখ আছে'– উক্তিটি যথার্থ। আমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো– স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবিত থাকার সময় ধরা হয় একশত বৎসর। এই শতবর্ষের জীবনকে চারটি স্তরে বা আশ্রমে বিভক্ত করা হয়। একে বলা হয় চতুরাশ্রম। চিত্রে প্রদর্শিত আশ্রমটি হলো গার্হস্থ্য আশ্রম। এছাড়াও অন্যান্য আশ্রম হলো–

**ব্রহ্মচর্য আশ্রম :** শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের জীবনের চারটি স্তর বা আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রমটি হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

প্রতিটি মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমেই গুরুর নির্দেশে শিষ্য বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং গুরুর কাছ থেকে আত্মসংযমী, পরিশ্রমী ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে।

**বানপ্রস্থ আশ্রম :** বানপ্রস্থ আশ্রম জীবনের তৃতীয় স্তর।

বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ সংসারের দায়-দায়িত্ব সন্তানের উপর ন্যস্ত করে নির্জন পরিবেশে অবসর জীবনযাপন করে। এখানে সংসার জীবনের সঙ্গী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারেন তবে তাঁদের জীবনচর্চায় সংযম, ত্যাগ, নির্লোভ আচরণের বিধান থাকে। বানপ্রস্থে বনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ বনবাসী না হয়ে গৃহত্যাগ করে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সেবা বা পূজা-অর্চনার মাধ্যমে বৈরাগ্যময় জীবনযাপন করতে পারে। এ পর্যায়ে ভজন, পূজন, কীর্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মীয় কর্মে মগ্ন থেকে বানপ্রস্থের জীবনস্তর কাটানো যায়।

**সন্ন্যাস আশ্রম :** আশ্রম জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যখন ব্যক্তি একাকী জীবনধারণ করেন। এ সময় ব্যক্তি জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। তাই সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। তাই বলা যায়, গার্হস্থ্য আশ্রম ছাড়াও আরও তিনটি আশ্রম রয়েছে।

**প্রশ্ন ▸ ০৫**

ক. মানুষের আত্মানুসন্ধানে যোগের আটটি ধাপ কে নির্দেশ করেছেন? ১
খ. যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. প্রদর্শিত ছবিটির ধারণা ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রদর্শিত ছবিটি নিয়মিত অনুশীলন করলে মানব জীবনে এর কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**৫নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানুষের আত্মানুসন্ধানে যোগের আটটি ধাপ মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দেশ করেছেন।

**খ** আসনে শরীরে দৃঢ়তা আসে, শরীর নীরোগ ও লঘুভার হয়। একটা স্থির ও সুখকর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আসনে শরীরে ও মনের সমন্বয় ঘটে। যোগী আসনে দেহকে জয় করে তাকে আত্মার বাহন হিসেবে গড়ে তোলেন। আসন নানা প্রকার। যেমন– পদ্মাসন, সুখাসন, গোমুখাসন, হলাসন ইত্যাদি। এই আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগীপুরুষ নিজ দেহ ও মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করেন। যোগসাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

**গ** প্রদর্শিত ছবিটিতে অর্ধকূর্মাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো–

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।

হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

**ঘ** অর্ধকূর্মাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে।

অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়, মেরুদণ্ড সতেজ হয়, পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়। যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয়। হজমশক্তি বাড়ে। পেটে বায়ু থাকলে তার প্রকোপ কমে। হাঁপানি ও ডায়াবেটিসের উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেটের ও নিতম্বের চর্বি কমে। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়।

অর্ধকূর্মাসনের কারণে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। শারীরিক সুস্থতার কারণে মানসিক শান্তিও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই আসন অনুশীলনে মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ সমানভাবে গ্রহণ করার উপযোগিতা অর্জন করে। এ আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আসনকারী আস্তে আস্তে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়, ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অর্ধকূর্মাসনের সঠিক অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▸ ০৬** সৌগত রায় একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। প্রতিবেশী মিতালি সবেমাত্র এম,এ পাশ করে চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। মিতালির বাবা উপযুক্ত বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গেলেন পাত্রপক্ষ অনেক টাকা যৌতুক দাবি করলে দরিদ্র পিতার পক্ষে তা সম্ভব না হওয়ায় বিয়ে ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় সৌগত রায় বিনা পণে মিতালিকে বিবাহ করে। সৌগত রায় মনে করে, "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ।"

ক. পূরকপিণ্ড কাকে বলে? ১
খ. সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? ২
গ. সৌগত রায় এবং মিতালির বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ"—সৌগত রায়ের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

**৬নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এই পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড।

**খ** বিশেষত শিক্ষাজীবনের পরবর্তী সময়ে নিজেকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শিক্ষক বা গুরুর উপদেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা শিক্ষার্থীকে ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা যেসব মূল্যবান উপদেশ দেন তা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনাস্বরূপ। তাই সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয়।

**গ** সৌগত রায় এবং মিতালির বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা করা হলো–

হিন্দু বিবাহের কিছু বিধিবিধান শাস্ত্রীয়, কিছু অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচার। হিন্দুবিবাহ কোনো চুক্তি নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারমূলক অধ্যায়। শুভলগ্নে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে সাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় যজ্ঞ এবং কতগুলো লোকাচারের মাধ্যমে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন- আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন, সপ্তপদীগমন, বাসি বিয়ে, অষ্টমঙ্গালা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্রীয়, আর কিছু অঞ্চলভেদে লোকাচার।

**ঘ** "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ"– সৌগত রায়ের উক্তিটি যথার্থ।

যৌতুক প্রথা বহুকাল ধরে সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ওপর এই অমানবিক নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ প্রথার ফলে অনেক পরিবারের সুখ-শান্তি চিরতরে হারিয়ে যায়।

যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর কারণে এখনও অনেক পরিবারে নারীদের ওপর চালানো হয় বিভিন্ন নিপীড়ন ও মানসিক নির্যাতন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে চাইলে কনের বাবাকে পাত্রের বাবার সকল চাহিদা মেটাতে হয়। পণের অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে অনেক সময় কনের বাবা তার সর্বস্ব বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। বিয়ের পরও এ প্রথার অবসান হয় না। বরং বিয়ের পরও বউকে বাবার বাড়ি থেকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অর্থ-সম্পদ আনতে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের জন্য বউয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়ে থাকে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ পণপ্রথা নিন্দনীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যৌতুক প্রথা এক ধরনের সামাজিক সমস্যা। তাই এ সমস্যা নির্মূলের জন্য প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ এবং নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** বিমল বাবু পরলোকগমন করলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিৎ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী সৎকার এবং অশৌচ পালন শেষে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিমলবাবুর পরলোকগত আত্মার সকল কর্ম তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পালন করেন।

ক. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম কী? ১

খ. বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় কেন? ২

গ. বিমলবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. বিমলবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

**খ** বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুভক্ষণে ঈশ্বরের যে শুভদৃষ্টি নিপতিত হয়েছিল তা হিন্দু বিবাহে আজও প্রচলিত। একটি বিশেষ মুহূর্তে একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময় করে এবং মনে মনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করে। আর যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দুজনের মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দেওয়া হয়। এ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাধা হয়ে থাকে। তাই হিন্দুদের বিয়েতে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়।

**গ** বিমল বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শাস্ত্রীয় বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছিল।

শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়।

তারপর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাঠ দিয়ে সহজে দাহকার্য সম্পন্ন করে।

**ঘ** বিমল বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–

আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেউ মারা গেল পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করেন। এতে সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে আত্মা পবিত্র হয়। সকলের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মন তৈরি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বলা যায়, বিমল বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব/তাৎপর্য অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▸ ০৮** শ্যামল খুব মেধাবী এবং ভালো ছাত্র ছিল। সে অসৎ সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে অর্থ জোগাড় করার জন্য সে চুরি এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে থাকে। তার বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে শ্যামলকে মাদকদ্রব্য নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেন।

ক. নমস্কার কত প্রকার? ১

খ. মাদক গ্রহণ কেন অধর্ম? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শ্যামলের এই অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়গুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'অসৎ সঙ্গের দৌরাত্ম্যে মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে'—পাঠ্যপুস্তক এবং শ্যামলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নমস্কার তিন প্রকার।

**খ** মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিসাধন করে– এসব কারণে মাদক গ্রহণ অধর্ম।

মাদকদ্রব্য গ্রহণে শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। ফলে মানুষ নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাদকের টাকা যোগাড় করতে গিয়ে অনেকে অসৎ উপায় অবলম্বন করে। মাদক গ্রহণকারীরা পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। এসব অন্যায়ের কারণে মাদক গ্রহণ অধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়।

**গ** ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে শ্যামলের মাদকাসক্তি প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও

নৈতিক মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য শ্যামলের পরিবারের সকল সদস্যকে বোঝাতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। তাই কোনোভাবেই দেহকে অপবিত্র করা যাবে না। হিন্দু ধর্মানুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপসমূহের অন্যতম। এ সব ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করে মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

শ্যামলকে শুধু শাসন নয়, সচেতনও করতে হবে। তাকে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে জীবন পবিত্র হয়। তাই বলা যায়, এ সব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শ্যামলের মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সম্ভব।

**ঘ** মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে অসৎ সঙ্গীদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

আমরা জানি, মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ। কারণ মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দেখে অনেকেই এর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কেননা মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গী-সাথিদের অত্যধিক প্রভাব রয়েছে।

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্তমান সমাজের অনেক তরুণ অসৎ সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ঘৃণ্য বিষয়টির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত মানুষের জীবনে সঙ্গীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। একটি প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' এ কারণে কেউ যদি বন্ধু হিসেবে খারাপ চরিত্রের কাউকে বেছে নেয় তবে আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রকট আকার ধারণ করে। কেউ মাদকাসক্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করলে তারও মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা বেড়ে যায়। অনেক সময় মাদকাসক্ত সঙ্গীকে দেখে কৌতূহলবশত তার বন্ধুরা মাদক গ্রহণ করতে পারে যা শেষ পর্যন্ত আসক্তিতে পরিণত হয়। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট যে, মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে অসৎ সঙ্গীদের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এর ফলে একজন অন্যজনকে মাদকাসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যার দৃষ্টান্ত আমরা শ্যামলের জীবনে দেখতে পাই।

**প্রশ্ন ▸ ০৯** মাধব ঈশ্বর লাভের ইচ্ছায় রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাধব পরবর্তীতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং সারা বিশ্বে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। তিনি বেদান্ত সমিতি গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠাসহ নারীশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করেন।

ক. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. 'সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বর লাভ'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. "উদ্দীপকের মাধব তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন জীবন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি"—আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মাধব যে চরিত্রের প্রতিচ্ছবি তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করে গেছেন"।—মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপন কর। ৪

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

**খ** ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়ত; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।

**গ** "উদ্দীপকের মাধব আমার পাঠ্যবইয়ের স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।"

পৃথিবীতে যে সকল মনীষী তাদের অমিয় বাণী ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছেন তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা তার মনকে আন্দোলিত করে। এরই মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা পান এবং তার মাধ্যমে বিবেকানন্দ নিজের সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। এরপর বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। এরপর তিনি দেশ বিদেশের বহু স্থানে গমন করে তার ধর্মজ্ঞান প্রচার করেন এবং তার অসাধারণ বাগ্মীতার জন্য সবাই তাকে সাদরে গ্রহণ করে। বিবেকানন্দ মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সবসময়। বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতার বিশ্বাসী ছিলেন। নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন– সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষা লাভ করতে পারে তাহলে এ যুগের নারীরা পারবে না কেন? তার মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। 'নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না।' এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাবেদীর পরিচালনায় নারীদের একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

উদ্দীপকের মাধব ঈশ্বর লাভের ইচ্ছায় রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং সারা বিশ্বে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

যা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের মাধব স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। তিনি নারী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করে গেছেন।

বিবেকানন্দ নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এজন্য নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষালাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরাও পারবে। তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে না। এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

বিবেকানন্দ দেশের উন্নতির জন্য সমাজ সংস্কারের কথাও ভাবতেন। তিনি বলতেন– দেশের উন্নতি করতে হলে সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন প্রয়োজন। তিনি সমাজের নীচু স্তরের মানুষদের প্রতি উঁচু স্তরের মানুষের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। সারা দেশ ঘুরে তিনি শ্রমিক শ্রেণির মানুষের অবস্থা দেখেছেন। তাঁদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এক সময় এঁরাই ভারতবর্ষ শাসন করবেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাধব বেদান্ত সমিতি গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠাসহ নারী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করেন। মাধবের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

**প্রশ্ন ▸ ১০** হৃদয় বাবু একজন ধার্মিক প্রজ্ঞাবান ও নৈতিক মূল্যবোধে বলীয়ান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তিনি ক্ষমাশীল, ক্ষমতার দম্ভ তাঁর একেবারেই নেই। অপরপক্ষে একই অফিসে একই পদে চাকুরী করে দীপক বাবু সব সময় অনৈতিক উপায়ে মানুষের কাছে অর্থ আদায় করে অফিসে সবার কাছে দীপক বাবু একজন অসৎ, ঠগ, প্রতারক হিসেবে পরিচিত।

ক. ধর্মের বাহ্যলক্ষণ কয়টি? ১
খ. "নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের এক নিবিড় সম্পর্ক"—কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের হৃদয় বাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ধার্মিকের স্বরূপ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের হৃদয় বাবুর ও দীপক বাবুর শেষ পরিণতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**১০নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ধর্মের বাহ্যলক্ষণ দশটি।

**খ** কোনটা ভালো কাজ বা কল্যাণকর কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ, অকল্যাণকর কাজ, তা বিচার করার যে বোধ বা বিবেচনাশক্তি, তাকেই বলে নৈতিক মূল্যবোধ। আবার ভালো কাজ করা ধর্ম এবং মন্দ কাজ করা অধর্ম। অন্য কথায়, নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

**গ** উদ্দীপকের হৃদয়বাবু একজন আদর্শ ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি তার জীবনে ধর্মের সকল দিক মেনে চলেন।
ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ, প্রভৃতি) যাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন।
যিনি ধার্মিক, তিনি কাম– ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছায় চলেন না। বরং ইন্দ্রিয়কেই সংযত করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে চালাতে পারেন।
ধার্মিক ব্যক্তি ধী-শক্তিসম্পন্ন। তাঁর প্রজ্ঞা তাকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্য শক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী এবং বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনও সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না, দুঃখে ভেঙে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ।

**ঘ** উদ্দীপকের হৃদয়বাবুর কার্যকলাপে ধার্মিকের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দীপক বাবুর কার্যকলাপে অধার্মিকের পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো–
ধার্মিক সদা সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সদানন্দ, সদা হাস্যময় ও সদা প্রফুল্ল। প্রাপ্তি তাকে অহংকারী করে না ও অপ্রাপ্তি তাঁকে বিষণ্ণ করে না। তিনি তার ধর্মকে ঈশ্বরের কর্ম বলে বিবেচনা করেন এবং সকল কর্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগ করে আনন্দ পান। সেবা করে তৃপ্ত হন। তার কর্ম জ্ঞান দ্বারা পরিস্রুত এবং ভক্তি দ্বারা বিশোধিত। ধর্মগ্রন্থে আছে, ধার্মিক ইহলোকে শান্তি পান এবং পরলোকে তার স্বর্গ লাভ হয়। ধার্মিক ধার্মিকতার চরম অবস্থায় ব্রহ্ম লাভ করেন, তার জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় এবং ধার্মিক মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করেন।
অন্যদিকে অধার্মিক সবসময় অতৃপ্ত থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ণ থাকেন। কাম তাকে তাড়িত করে, ক্রোধ তাকে উত্তেজিত করে, লোভ, তাকে আকর্ষণ করে ও তার অধঃপতন ঘটায়। ইহলোকে তিনি কুকর্মে লিপ্ত থাকেন। কখনো কখনো কৃত কুকর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ড ভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কুকর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।
পরিশেষে বলা যায়, হৃদয় বাবুর কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বর্গলাভ করবে এবং দীপক বাবুর কার্যকলাপে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।

**প্রশ্ন ▶ ১১** এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক, যাক, যাক
এসো এসো।

ক. চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কী? ১
খ. জামাইষষ্ঠী কেন পালন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে যে ধর্মাচারের কথা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মাচার ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য ধর্মাচারের কথাও উল্লেখ আছে।"—মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

**১১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব হলো শিব পূজা।

**খ** মেয়ে-জামাইয়ের মঙ্গল কামনার জন্য জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আয়োজন করা হয়। জামাইকে নতুন জামা-কাপড় দেওয়া হয়। এদিন মূলত জামাই-শাশুড়ির দিন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ষবরণ ধর্মাচারের কথা বলা হয়েছে।
বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মধ্য দিয়ে বর্ষবরণের উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিনটি আমাদের সামনে হাজির হয় নতুনের বার্তা ও আশার আলো নিয়ে, তাই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে এ দিনটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।
বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ ও বহু জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি শান্তির দেশ। এখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব। এগুলোর অধিকাংশই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আনন্দ অনুষঙ্গ বলে স্বীকৃত। কিন্তু পহেলা বৈশাখই একমাত্র উৎসব যা কোনো ধর্মের বা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা গোটা জাতির তথা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অখণ্ড বাঙালি জাতির উৎসব। বাংলাদেশের প্রতিটি বাঙালি বর্ষবরণের উৎসবে নিজেকে অখণ্ড সত্তারূপে ভাবে। ফলে এ উৎসবের মধ্যদিয়ে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

**ঘ** 'উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মাচার ছাড়াও হিন্দুধর্মে অন্যান্য ধর্মাচারের কথাও উল্লেখ আছে।' –উক্তিটি যথার্থ। হিন্দুধর্মের অন্যান্য ধর্মাচার সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো–
**সংক্রান্তি :** বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। এ দিনে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্রান্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব হয়।
**গৃহপ্রবেশ :** নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করার সময় মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমিদেবতা এবং গৃহপতির অভীষ্ট দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয়।
**জামাইষষ্ঠী :** জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাই ষষ্ঠী অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জামাইকে শ্বশুড় বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়।
**রাখীবন্ধন :** রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয়।
**ভ্রাতৃদ্বিতীয়া :** কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এ উৎসব পালন করা হয়। বোনেরা তাদের ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনায় কপালে ফোঁটা দিয়ে এ উৎসব পালন করে থাকে।
**দীপাবলি :** কালিপূজার দিন দীপাবলি উৎসব হয়। এ দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়।
**হাতেখড়ি :** সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হাতেখড়ি অনুষ্ঠান।
**নবান্ন :** হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গালিক উৎসব হয়– তারই নাম নবান্ন।

# রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

## হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

**১. উপাসনা কয় ধরনের?**
ক) দুই খ) চার গ) ছয় ঘ) আট

**২. সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী কে?**
ক) সরস্বতী খ) লক্ষ্মী গ) কালী ঘ) শীতল

**৩. অতিথিদের সেবা-যত্নের মাধ্যমে পালন করা হয় —**
ক) নৃযজ্ঞ খ) দৈবযজ্ঞ গ) ঋষিযজ্ঞ ঘ) ভূতযজ্ঞ

**৪. মিতু নিজে অভুক্ত থেকে অন্যদের মাঝে তার খাবার বিলিয়ে দেয়। মিতুর কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে —**
ক) সহনশীলতা খ) সততা গ) সাহসিকতা ঘ) মানবতা

**৫. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহ শুদ্ধিকরণ হয়?**
ক) অধিবাস খ) যজ্ঞানুষ্ঠান গ) সম্প্রদান ঘ) গায়ে হলুদ

**৬. হল কর্ষণ করে পৃথিবীকে অমৃতময় করেন কে?**
ক) বলরাম খ) পরশুরাম গ) রাম ঘ) বুদ্ধ

**৭. দেবী শীতলার পূজা করা হয় —**
ক) গ্রীষ্ম ঋতুতে খ) বর্ষা ঋতুতে
গ) শরৎ ঋতুতে ঘ) হেমন্ত ঋতুতে

**□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিক্ষক নবীন বাবু শিক্ষার্থীদের সুনামগঞ্জের একটি তীর্থস্থান সম্পর্কে ধারণা দেন। যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একটি নির্দিষ্ট তিথিতে উপস্থিত হন।

**৮. নবীন বাবু কোন তীর্থস্থানের ধারণা দিয়েছিলেন?**
ক) লাঙ্গলবন্দ খ) সীতাকুণ্ড গ) পণাতীর্থ ঘ) যুগলটিলা

**৯. উক্ত স্থান ভ্রমণের ফলে —**
i. জ্ঞান লাভ হয়
ii. পুণ্যলাভ হয়
iii. পরকালে সদ্‌গতি লাভ হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**১০. কোন যুগে হিন্দুধর্মে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়?**
ক) কলি খ) বৈদিক গ) দ্বাপর ঘ) পৌরাণিক

**১১. কোন মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালন করা হয়?**
ক) ভাদ্র খ) আশ্বিন গ) কার্তিক ঘ) অগ্রহায়ণ

**১২. বিবাহের মূল পর্ব —**
ক) আশীর্বাদ খ) শুভদৃষ্টি গ) সম্প্রদান ঘ) গায়ে হলুদ

**১৩. কাউকে কষ্ট না দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় —**
ক) অহিংসা খ) অস্তেয় গ) অপরিগ্রহ ঘ) স্বাধ্যায়

**১৪. সজিব ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার জন্য অধ্যয়ন করবে —**
ক) মহাভারত খ) চরক সংহিতা
গ) মনুসংহিতা ঘ) পুরাণ

**১৫. প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো —**
ক) পুরাণ খ) বেদ গ) চণ্ডী ঘ) উপনিষদ

**১৬. অসুর বিনাশে ভয়ংকরী কে?**
ক) দেবী শীতলা খ) দেবী লক্ষ্মী গ) দেবী কালী ঘ) দেবী মনসা

**১৭. কাঠুরিয়ার দারিদ্র্য দূর হওয়ার মূল কারণ —**
ক) পরিশ্রম খ) সততা গ) সহিষ্ণুতা ঘ) সাহসিকতা

**□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিপ্রদাস বাবু ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটি সভা স্থাপন করেন। যে সভার উদ্দেশ্য ছিল-যিনি যা সত্য বলে বুঝবেন, তিনি তা প্রাণপণে কার্যে পরিণত করবেন।

**১৮. বিপ্রদাস বাবুর মধ্যে কোন মহাপুরুষের আদর্শ কাজ করেছে?**
ক) শ্রীরামকৃষ্ণ খ) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ
গ) স্বামী বিবেকানন্দ ঘ) শ্রীশঙ্করাচার্য

**১৯. উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে —**
i. পরনিন্দা করা থেকে বিরত থাকা যায়
ii. নিরহংকারী হওয়া যায়
iii. দয়াশীল হওয়া যায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**২০. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি?**
ক) দুই খ) চার গ) ছয় ঘ) আট

**২১. তরণীসেনের পিতার নাম —**
ক) বিভীষণ খ) রাবণ গ) রন্তিবর্মা ঘ) দশরথ

**২২. সুমিত্রার পুত্রদের নাম —**
ক) লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন খ) রাম ও লক্ষ্মণ
গ) ভরত ও শত্রুঘ্ন ঘ) রাম ও ভরত

**২৩. রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক?**
ক) মনু সংহিতা খ) সুশ্রুত সংহিতা
গ) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ঘ) পরাশর সংহিতা

**২৪. প্রণয় বাবু মেয়ের মুখে প্রথমে ভাত তুলে দেওয়ার জন্য কোন বিষয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন?**
ক) সীমন্তোন্নয়ন খ) জাতকর্ম গ) অন্নপ্রাসন ঘ) চূড়াকরণ

**২৫. ধার্মিক ব্যক্তিরা সব সময় —**
i. হাস্যময় থাকেন
ii. অতৃপ্ত থাকেন
iii. আনন্দময় থাকেন
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**২৬. শ্রীমা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক) লন্ডনে খ) পন্ডিচেরীতে
গ) নিউইয়র্কে ঘ) প্যারিসে

**২৭. শিশুরা সাধারণত কোন পূজার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে?**
ক) দেবী কালীর খ) দেবী দুর্গার
গ) দেবী লক্ষ্মীর ঘ) দেবী সরস্বতীর

**□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তমাল অসৎ বন্ধুদের সাথে মিশে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে প্রায়ই গভীর রাতে বাড়িতে ফেরে। মাঝে মধ্যে সে পরিবারে অশান্তিও সৃষ্টি করে। এহেন আচরণে তার বাবা-মা ভীষণভাবে চিন্তিত।

**২৮. তমালের কৃতকর্মের ফলে হতে পারে —**
ক) ফুসফুসে ক্যান্সার খ) জন্ডিস
গ) এইডস ঘ) আমাশয়

**২৯. তমালকে সঠিকপথে ফিরিয়ে আনতে বাবা-মায়ের করণীয় —**
i. প্রচণ্ড প্রহার করা
ii. মাদকের কু-ফল সম্পর্কে জানানো
iii. ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**৩০. যোগের আটটি ধাপ নির্দেশ করেছেন কে?**
ক) মহর্ষি যাতাবল্ক্য খ) মহর্ষি ব্যাসদেব
গ) মহর্ষি পতঞ্জলি ঘ) মহাপ্রাজ্ঞা ভীষ্ম

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

**সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট** **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমানজ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মৌমিতা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে তার আরাধ্য দেবতার পূজা করেন। যিনি পালনের দেবতা হিসেবে পরিচিত। যাঁর নাম নিলে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় এবং মনে শান্তি আসে। অন্যদিকে শিল্পী দেবীও ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। যিনি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও শান্তির দেবী হিসেবে পরিচিত। একারণেই শিল্পী দেবী সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন।
- ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১
- খ. 'ভগ' বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের কোন শক্তির পূজা করেন? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. শিল্পী দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২। রঞ্জন বাবু একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি সবাইকে চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের মঙ্গলজনক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অন্যদিকে বলাই বাবুও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সংগঠনের সদস্যরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন পরিচালনা করেন। তারা আদর্শ সংসারি হওয়ার চেষ্টা করেন।
- ক. ভক্তি কাকে বলে? ১
- খ. ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. বলাই বাবু কোন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. যে মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে রঞ্জন বাবুর সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। শুভ্রা বর্ষাকালের পূর্ণিমা তিথিতে একটি ধর্মাচারের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানটিতে সে ভাইয়ের হাতে ভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসার প্রতীক বেঁধে দেয়। অন্যদিকে সুমনাদের বাড়িতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মূলত বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। অনুষ্ঠানটিতে একে অপরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। এ উপলক্ষ্যে বাড়িতে অনেক আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটে।
- ক. বাংলার বাইরে 'দোলযাত্রা' কী নামে পরিচিত? ১
- খ. 'দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান'— বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. শুভ্রা কোন ধর্মাচার পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুমনার পালনকৃত অনুষ্ঠানটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। সুধীর বাবুর পিতার মৃত্যুতে পনেরো দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেন। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী পরবর্তী কার্য সম্পাদন করেন। অন্যদিকে সুকেশ বাবুর বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে বারোদিন কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করেন।
- ক. শ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১
- খ. অনুপ্রাশন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সুধীর বাবু কোন বর্ণের লোক? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. সুধীর বাবু ও সুকেশ বাবু কি একই বর্ণের লোক? পাঠের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৫। শিবু দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মন্দিরে একটি মেয়ের পূজা করছে। সে বিষয়টি পুরোহিত মহাশয়ের কাছে জানতে চাইলে পুরোহিত মহাশয় তাকে বুঝিয়ে বলেন। অন্যদিকে সুভাষও দুর্গাপূজার কোনো কোনো একদিন লক্ষ করল মায়েরা দেবী দুর্গাকে সিঁদুর পরাচ্ছেন। পরস্পর আলিঙ্গন করছেন, মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। এ উপলক্ষ্যে মেলারও আয়োজন করা হয়েছে।
- ক. পূজা কাকে বলে? ১
- খ. 'নবপত্রিকা' পূজার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. শিবু দুর্গাপূজার যে বিশেষ তিথিটি লক্ষ করেছিল তার বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. সুভাষ দুর্গাপূজার যে তিথিটির আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করেছিল তার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। নিখিল বাবু নিয়মিত একটি যোগাসন অনুশীলন করেন। আসনটি অনুশীলনের সময় তার শরীর অনেকটা লাঙলের মতো দেখায়। তার পা ও মাথা একই পাশে অবস্থান করে। তাছাড়া আসনটির অন্যান্য নিয়ম-কানুনগুলোও তিনি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন। এর ফলে তার থাইরয়েড ও টনসিলের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতাও বজায় রয়েছে।
- ক. পূরক কাকে বলে? ১
- খ. অহিংসা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. নিখিল বাবু কীভাবে আসনটি অনুশীলন করেন? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. পাঠ্যের আলোকে নিখিল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। পার্থ বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। কোনো সমস্যায় পড়লেই তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাতেও সমাধান না পেলে পর্যায়ক্রমে স্মৃতিশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করেন। অন্যদিকে হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্মসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।
- ক. ধর্ম কাকে বলে? ১
- খ. হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
- গ. হৃদয়বাবু কোন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'পার্থবাবুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কাজ করেছে'—মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮। নরেশ পাশের বাড়ির অসুস্থ একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। সে ছেলেটির সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে। তাকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। অন্যদিকে নিলয়বাবু নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি দেশ ও জাতির অহংকার।
- ক. রাবণ সীতাকে কোন বনে বন্দি করে রেখেছিলেন? ১
- খ. শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কেন? ২
- গ. নরেশের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে নিলয়বাবুর মতো লোক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৯। নিষ্কৃতি প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পূর্ব দিকে মুখ করে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি পাঠ করে প্রণাম জানায়। সে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। সে ছোটো বা সমবয়সিদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করে। কেউ তার ব্যবহারে কষ্ট পায় এমন কাজ সে কখনো করে না। এ কারণে সমাজ তথা প্রতিবেশীদের কাছে নিষ্কৃতি খুবই প্রিয়।
- ক. অষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে? ১
- খ. 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'—ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. নিষ্কৃতির আচরণে পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়টি লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিষ্কৃতির কাজের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। ডা. আদিত্য বাবু এমন একজন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন যিনি ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং শতাধিক অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে ডা. অর্ণব বাবুও একজন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন যাঁকে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি ভাবতে বলেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ আমাদের বিশেষ মঙ্গল সাধন করছে।
- ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১
- খ. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন? ২
- গ. ডা. আদিত্য বাবু কোন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ডা. অর্ণবের অনুসরণীয় চিকিৎসকের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১১। শুভজিত মেডিকেলের একজন মেধাবী ছাত্র। সে লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত। মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় তার সংগঠন থেকে ধর্মপ্রচারণার কাজে ডাক পেল। সে মেডিকেলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ধর্ম প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করে। অন্য দিকে সুমন বাবু এরাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এলাকার নারীদের জন্য একটি কুটির শিল্পও প্রতিষ্ঠা করেন।
- ক. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পিতার নাম কী? ১
- খ. 'সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি'—বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. শুভজিতের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'নারী জাগরণে সুমন বাবুর অবদান স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের অনরূপ'—মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | K | ২ | L | ৩ | K | ৪ | N | ৫ | N | ৬ | K | ৭ | L | ৮ | M | ৯ | N | ১০ | N | ১১ | M | ১২ | M | ১৩ | K | ১৪ | K | ১৫ | L |
| | ১৬ | M | ১৭ | L | ১৮ | L | ১৯ | N | ২০ | L | ২১ | K | ২২ | K | ২৩ | L | ২৪ | M | ২৫ | L | ২৬ | N | ২৭ | N | ২৮ | K | ২৯ | M | ৩০ | M |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** মৌমিতা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে তার আরাধ্য দেবতার পূজা করেন। যিনি পালনের দেবতা হিসেবে পরিচিত। যাঁর নাম নিলে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় এবং মনে শান্তি আসে। অন্যদিকে শিল্পী দেবীও ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। যিনি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও শান্তির দেবী হিসেবে পরিচিত। একারণেই শিল্পী দেবী সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১

খ. 'ভগ' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের কোন শক্তির পূজা করেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শিল্পী দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়।

**খ** হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে– যিনি ভুতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

**গ** মৌমিতা দেবী বিষ্ণু দেবতার পূজা করেন।

সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের বেদতা। এ বিশ্বে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিপদে পড়লে বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে অবতারূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে।

উদ্দীপকে মৌমিতা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে তার আরাধ্য দেবতার পূজা করেন। যিনি পালনের দেবতা হিসেবে পরিচিত। যাঁর নাম নিলে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় এবং মনে শান্তি আসে। যা বিষ্ণু দেবতার বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, মৌমিতা দেবী বিষ্ণু দেবতার পূজা করেন।

**ঘ** শিল্পী দেবী শীতলা দেবীর পূজা করেন। শীতলা পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্দীপকে শিল্পী দেবী ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। যিনি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও শান্তির দেবী হিসেবে পরিচিত। একারণেই শিল্পী দেবী সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন। যা শীতলা দেবীর সাথে মিল রয়েছে।

১. শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন।

২. দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য বিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।

৩. দেবী শীতলার দুই হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে শীতল করেন। আমরাও বসন্তে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করে তাদের শীতল করব। শীতলা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা এ ধরনের সেবামূলক কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম বৃক্ষ রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। আমরা বাড়ির আঙিনায় রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম গাছ রোপণ করতে পারি।

**প্রশ্ন ▶ ০২** রঞ্জন বাবু একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি সবাইকে চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের মঙ্গলজনক কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। অন্যদিকে বলাই বাবুও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সংগঠনের সদস্যরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন পরিচালনা করেন। তারা আদর্শ সংসারি হওয়ার চেষ্টা করেন।

ক. ভক্তি কাকে বলে? ১

খ. ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বলাই বাবু কোন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. যে মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে রঞ্জন বাবুর সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে।

**খ** ব্রহ্ম যখন জীব জগতের উপর প্রভুত্ব করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। এই জন্য তাঁকে পরমেশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। তিনি অনন্তরূপী; জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরামাত্মা এবং ভক্তের কাছে তিনি ভগবান। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ঈশ্বর অনন্ত অসীম। তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি শাশ্বত, তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। তিনি সকল কর্মের ফলদাতা। যে যে রকম কর্ম করে তিনি তাকে সে রকম ফল দিয়ে থাকেন।

**গ** বলাই বাবু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে অনুরণ করেন।

আত্মিক উন্নয়নে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অবদান অপরিসীম। মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে ও সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনার হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন 'সৎসঙ্গ' আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তার অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে দলে লোক তাকে গুরু মেনে এই সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ধর্মের সাথে কর্মের সংযোগ ঘটান। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এই সঙ্গের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সঙ্ঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তার ছড়া, কবিতা, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন গান এগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক। তার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নন্দিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে বলাই বাবু একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিা করেন। তার সংগঠনের সদস্যরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন পরিচালনা করেন। তারা আদর্শ সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেন। যা ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, বলাই বাবু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে অনুসরণ করেন।

**ঘ** স্বামী স্বরূপানন্দের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে রঞ্জন বাবুর সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হলো –

অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ। অযাচক অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ না চাওয়া। এটাই এই সংগঠনের আদর্শ। এর মাধ্যমে চরিত্র গঠন হয়। কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই নিজের দায়িত্বভার নেয়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার ওপর জোর দেয়া হয়। যা উদ্দীপকের রনির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এইভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের জন্য কাজ করাই এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চরিত্র গঠন, সমাজসংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা ও জগতের কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর সারকথা হলো নিজে ভালো মানুষ হওয়া এবং অপরকে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে এর মাধ্যমে। মানুষের প্রধান লক্ষ্য মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের জন্য নিজের পাশাপাশি জগতের কল্যাণ সাধন করা দরকার। সবার ভালো ও সহায়তায় একটা ভালো সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। অযাচক আশ্রম তথা স্বরূপানন্দের মতাদর্শ এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তাঁর এই সংগঠনে যোগদানের মধ্য দিয়ে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য, সমাজসংস্কার ও জগতের কল্যাণ সম্ভব।

অযাচক আশ্রমের আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি দেশ ও সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারে ভূমিকা রাখতে পারে, তাই সঠিক উন্নয়নের জন্য তাঁর মতাদর্শ অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** শুভ্রা বর্ষাকালের পূর্ণিমা তিথিতে একটি ধর্মাচারের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানটিতে সে ভাইয়ের হাতে ভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসার প্রতীক বেঁধে দেয়। অন্যদিকে সুমনাদের বাড়িতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মূলত বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। অনুষ্ঠানটিতে একে অপরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। এ উপলক্ষ্যে বাড়িতে অনেক আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটে।

ক. বাংলার বাইরে 'দোলযাত্রা' কী নামে পরিচিত? ১

খ. 'দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. শুভ্রা কোন ধর্মাচার পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুমনার পালনকৃত অনুষ্ঠানটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** বাংলার বাইরে 'দোলযাত্রা' হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

**খ** দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। আবার, আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব হয়। দেহহীন আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মাহীন দেহ জড়। অর্থাৎ জড় বস্তুর আত্মা নেই তাই নিশ্চল, প্রাণহীন ও ক্রিয়াহীন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে জানা যায়- আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চির নতুন। মানুষ পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে যেমন নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। আত্মার এই দেহ পরিবর্তনকে জন্ম ও মৃত্যু বলে। তাই দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

**গ** শুভ্রা রাখীবন্ধন ধর্মাচার পালন করেন।

'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এ দিনটি রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

উদ্দীপকে শুভ্রা বর্ষাকালের পূর্ণিমা তিথিতে একটি ধর্মাচারের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানটিতে সে ভাইয়ের হাতে ভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসার প্রতীক বেঁধে দেয়। যা পাঠ্যবইয়ের রাখীবন্ধনের মিল রয়েছে, তাই বলা যায়, শুভ্রা রাখীবন্ধন ধর্মাচার পালন করেন।

**ঘ** পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুমনার পালনকৃত দোলযাত্রা অনুষ্ঠানটির প্রভাব অপরিসীম।

ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন এ উৎসব পালন করা হয়। এ দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তারপর গৃহের সকলে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে আনন্দ করে। এতে পরিবারের বিদ্যমান যেকোনো দ্বন্দ্ব একে অপরকে আবীর দিয়ে রাঙানোর মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। তারপর গৃহের আবীর খেলা শেষ হলে বাড়ির বাইরে সকলে বের হয় রং খেলার জন্য।

এ দিন সকল আত্মীয়-স্বজনরা রং খেলার (হোলি) জন্য বাড়িতে জড়ো হয়। অনেক ক্ষেত্রে পাড়াপড়শীরাও রং খেলার জন্য অন্য সকলের সাথে যোগ দেয়। এছাড়া ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গালকে দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়।

দোলযাত্রা উৎসব সকল ভেদাভেদ ভুলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। আমাদের চারপাশকে উৎসবের রঙে রাঙিয়ে তোলে। এ উৎসবের দিন সকলে শত্রু-মিত্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন রং খেলায় মত্ত হয়ে সকল বিভেদ ভুলে যায়। সকলেই হয়ে যায় একাত্ম। এটাই দোল উৎসবের সর্বজনীনতা।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** সুধীর বাবুর পিতার মৃত্যুতে পনেরো দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেন। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী পরবর্তী কার্য সম্পাদন করেন। অন্যদিকে সুকেশ বাবুর বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে বারোদিন কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করেন।

ক. শ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. অন্নপ্রাশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুধীর বাবু কোন বর্ণের লোক? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুধীর বাবু ও সুকেশ বাবু কি একই বর্ণের লোক? পাঠের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

**৪নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** শ্রদ্ধার সাথে যা দান করা হয়, তাকে শ্রাদ্ধ বলে।

**খ** অন্নপ্রাশন অতি পরিচিত একটি হিন্দুধর্মীয় সংস্কার। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অস্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাশন।

**গ** সুধীর বাবু বৈশ্য বর্ণের লোক।

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ কালে হাবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এসময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়।

অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এই পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড। পূরক পিণ্ড দিতে হয় মোট দশটি। অশৌচান্তে মস্তক মুণ্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে হয় শ্রাদ্ধ। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যা বেশি। বৈশ্যের পনেরোদিন অশৌচ পালনের বিধান আছে। তবে বর্তমানে প্রায় সকল বর্ণের বা গোত্রের মানুষ দশ দিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে, কেউ কেউ পনের দিন অশৌচ পালন করে ষোড়শ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকেন।

উদ্দীপকে সুধীর বাবুর পিতার মৃত্যুতে পনেরো দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেন। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী পরবর্তী কার্য সম্পাদন করেন। যা পাঠ্য বইয়ের বৈশ্য বর্ণের অশৌচ পালনের মিল রয়েছে। তাই বলা যায় সুধীর বাবু বৈশ্য বর্ণের লোক।

**ঘ** সুধীর বাবু ও সুকেশ বাবু একই বর্ণের লোক নয়। সুধীর বাবু বৈশ্য বর্ণ এবং সুকেশ বাবু ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক।

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ কালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এসময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়।

অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এই পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড। পূরক পিণ্ড দিতে হয় মোট দশটি। অশৌচান্তে মস্তক মুণ্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে হয় শ্রাদ্ধ। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌছ পালনের দিবস সংখ্যা বেশি। ক্ষত্রিয়দের বারো দিন এবং বৈশ্যের পনেরো দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে। সুতরাং বলা যায় যে, সুধীর বাবু ও সুকেশ বাবু একই বর্ণের লোক না।

**প্রশ্ন ▸ ০৫** শিবু দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মন্দিরে একটি মেয়ের পূজা করছে। সে বিষয়টি পুরোহিত মহাশয়ের কাছে জানতে চাইলে পুরোহিত মহাশয় তাকে বুঝিয়ে বলেন। অন্যদিকে সুভাষও দুর্গাপূজার কোনো কোনো একদিন লক্ষ করল মায়েরা দেবী দুর্গাকে সিঁদুর পরাচ্ছেন। পরস্পর আলিঙ্গান করছেন, মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। এ উপলক্ষ্যে মেলারও আয়োজন করা হয়েছে।

ক. পূজা কাকে বলে? ১

খ. 'নবপত্রিকা' পূজার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শিবু দুর্গাপূজার যে বিশেষ তিথিটি লক্ষ করেছিল তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. সুভাষ দুর্গাপূজার যে তিথিটির আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করেছিল তার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** দেব-দেবীর সন্তুস্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে পূজা বলে।

**খ** নবপত্রিকার মধ্যে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ননামে অধিষ্ঠিত। মূলত নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী বৃক্ষকে পূজা করি। বৃক্ষকে সংরক্ষণ করি। আর এই বৃক্ষের মধ্যে আছে ঈশ্বরের শক্তি, দেবীর শক্তি। নবপত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা দেবী দুর্গাকেই পূজা করি।

**গ** শিবু দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিটি লক্ষ করেছিলেন।

অষ্টমী পূজার দিন কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

উদ্দীপকে শিবু দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মন্দিরে একটি মেয়ের পূজা করছে। সে বিষয়টি পুরোহিত মহাশয়ের কাছে জানতে চাইলে পুরোহিত মহাশয় তাকে বুঝিয়ে বলেন। যা পাঠ্যবইয়ের অষ্টমী তিথির সাথে মিল রয়েছে। এ তিথিতে কুমারী পূজা করা হয়। তাই বলা যায়, শিবু দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিটি লক্ষ করেছিলেন।

**ঘ** সুভাষ দুর্গাপূজার দশমী তিথিটির আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করেছিল। এ তিথিটি প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

উদ্দীপকে সুভাষ দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মায়েরা দেবী দুর্গাকে সিঁদুর পরাচ্ছেন। পরস্পর আলিঙ্গন করছেন, মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। এ উপলক্ষ্যে মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। যা পাঠ্য বইয়ের দশমী তিথিটির আনুষ্ঠানিকতার সাথে মিল রয়েছে।

দুর্গাপূজার প্রভাবে অন্যায়-বিচারকে প্রতিহত করার শক্তি জাগ্রত হয়। সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। দুর্গাপূজাকে অবলম্বন করে পত্র-পত্রিকায় পূজাসংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পূজাসংগঠন শারদীয় পূজার স্মরণিকা প্রকাশ করে। পূজামণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পূজামণ্ডপ এবং প্রতিমায় নানা নান্দনিক রূপকল্পনার প্রতিফলন হয়। সার্বিকভাবে দুর্গাপূজা এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

**প্রশ্ন ▸ ০৬** নিখিল বাবু নিয়মিত একটি যোগাসন অনুশীলন করেন। আসনটি অনুশীলনের সময় তার শরীর অনেকটা লাঙলের মতো দেখায়। তার পা ও মাথা একই পাশে অবস্থান করে। তাছাড়া আসনটির অন্যান্য নিয়ম-কানুনগুলোও তিনি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন। এর ফলে তার থাইরয়েড ও টনসিলের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতাও বজায় রয়েছে।

ক. পূরক কাকে বলে? ১

খ. অহিংসা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নিখিল বাবু কীভাবে আসনটি অনুশীলন করেন? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. পাঠ্যের আলোকে নিখিল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৬নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** শ্বাস গ্রহণকে বলে পূরক।

**খ** অহিংসা শব্দটার অর্থ হচ্ছে কোনো প্রাণীকে মন, কথা এবং কর্ম দ্বারা কষ্ট না দেওয়া। মনে মনেও কারও অনিষ্ট না ভাবা। কাউকে কটু কথা ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট না দেওয়া এবং কর্ম দ্বারা কোনো অবস্থাতে কোনো স্থানে, কোনো দিন কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা ভাব প্রদর্শন না করা। এক কথায় ভালোবাসা। শুধু জীবের প্রতি ভালোবাসা নয়, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে অহিংসা।

**গ** নিখিল বাবু হলাসন অনুশীলন করে। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো –

'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হল অর্থাৎ লাঙ্গলের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। এ আসনটি অনুশীলন পদ্ধতি হলো– পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু পাশে রাখতে হবে। এবার নিশ্বাস ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদূর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিন বার অনুশীলন করতে হবে।

**ঘ** নিয়মিত হলাসন অনুশীলনে নিখিলের শারীরিক সমস্যা দূর হবে এবং সে সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

হলাসন অনুশীলনের ফলে আমাদের মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে। এ ছাড়া ডায়াবেটিস, বাত ও সায়টিকার ব্যথা, পেটের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে বা দূর হয়।

উদ্দীপকের বর্ণিত নিখিল নিয়মিত যদি হলাসন অনুশীলন করে তবে তার মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় হবে এবং স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এর ফলে মেরুদণ্ড সংলগ্ন স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হবে। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল ইত্যাদি গ্রন্থি সবল ও সক্রিয় হবে। এ ছাড়াও হলাসন অনুশীলনে অনিন্দ্যের পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমে দেহ সুঠাম ও সুন্দর হবে। পিঠে ব্যথা থাকলে তাও দূর হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষকের পরামর্শ মতো নিয়মিত হলাসন অনুশীলন করলে নিখিল শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে। পাশাপাশি তার মন সতেজ থাকবে এবং সে কাজ-কর্মে বাড়তি উৎসাহ পাবে।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** পার্থ বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। কোনো সমস্যায় পড়লেই তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাতেও সমাধান না পেলে পর্যায়ক্রমে স্মৃতিশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করেন। অন্যদিকে হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্মসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।

ক. ধর্ম কাকে বলে? ১

খ. হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২

গ. হৃদয়বাবু কোন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'পার্থবাবুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কাজ করেছে'—মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

### ৭নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে তাকেই বলে ধর্ম।

**খ** বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

হিন্দুধর্মের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। মনুসংহিতায় বেদকে হিন্দুধর্মের মূল বলা হয়েছে। প্রথম দিকে বেদ লিখিত রূপে ছিল না। পরবর্তীতে বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। বেদ ঈশ্বরের বাণী। বেদকে কেন্দ্র করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে। এজন্য হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়।

**গ** হৃদয় বাবু বেদ অধ্যয়ন করেন।

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। এটি হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হলো বেদ। এটি একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। বেদ পাঠ করলে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। ঈশ্বরের শক্তি, রূপ ও গুণ সম্পর্কে জানতে পারি। সামবেদ অধ্যয়ন করলে সংগীতের রীতি এবং সুর দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করার উপায় জানা যায়। যজুর্বেদে আছে যজ্ঞের বিভিন্ন নিয়ম-রীতি সম্পর্কে ধারণা। বর্ষপঞ্জিকার উদ্ভাবন হয়েছে যজুর্বেদ থেকেই। অথর্ববেদে বলা হয়েছে বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির কথা। বেদ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ থেকে মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর মধ্যে বেদের প্রতিফলন রয়েছে।
উদ্দীপকে হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম কর্মসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। যা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদকে নির্দেশ করে।
তাই বলা যায়, হৃদয় বাবু বেদ অধ্যয়ন করেন।

**ঘ** "পার্থ বাবুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কাজ করছে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে পবিত্র বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার-আচরণ এবং বিবেকের বাণী এ চারটিকে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজস্ব বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়। যে কাজ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে এবং সামষ্টিক অমঙ্গল ডেকে আনে, বিবেক সে কাজকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে। তাই কোনো কাজ করার আগে ভাবতে হবে কাজটি ধর্ম হবে, না অর্ধম হবে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।
উদ্দীপকের পার্থ বাবু কখনও অসৎ কাজ করে না। অর্থাৎ সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। সে তার বিবেক দিয়ে বুঝতে পেরেছে অসৎ কাজ করলে অধর্ম হয়। এটি মানুষের অমঙ্গল ডেকে আনে। কেউ যদি তার উপর রাগ করে সে কখনো কোনো কথা বলে না; বরং সে তার সাথে বিপরীত আচরণ করে। অর্থাৎ কেউ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও সে ভালো ব্যবহার করে। সে জানে কারো খারাপ আচরণ পরিবর্তন করতে হলে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাহলে সে বুঝতে পারবে খারাপ আচরণ করা ভালো না, এটি অধর্ম।

**প্রশ্ন ▶ ০৮** নরেশ পাশের বাড়ির অসুস্থ একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। সে ছেলেটির সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে। তাকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। অন্যদিকে নিলয়বাবু নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গালের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি দেশ ও জাতির অহংকার।

ক. রাবণ সীতাকে কোন বনে বন্দি করে রেখেছিলেন? ১
খ. শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কেন? ২
গ. নরেশের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নিলয়বাবুর মতো লোক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

### ৮নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কার অশোক বনে বন্দি করেন।

**খ** তরণীসেনকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন রামচন্দ্র। বাণ তরণীর পক্ষে বিন্ধ হলো। তরণী 'জয়রাম, জয়রাম' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিভীষণ তরণীর প্রাণহীন দেহ কোলে তুলে 'হা পুত্র তরণীসেন', বলে কেঁদে উঠলেন। এতক্ষণে রাম বুঝতে পারলেন এ বীর বালক আর কেউ নয়, মিত্র বিভীষণের পুত্র তরণীসেন। রাম মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করলেন। শেষে তরণীর মস্তকে হস্ত রেখে রাম তাকে আশীর্বাদ করলেন। তরণী রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেল।

**গ** নরেশের মধ্যে মানবতা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

মানবতা মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং এটি ধর্মের অঙ্গা। মহত্ত্বের উৎসই হচ্ছে মানবতা। মানবতার কারণেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা। অসহায়কে সাহায্য করা, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। এসব কাজের মাধ্যমে মানবতা নামক গুণের প্রকাশ পায়। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যারা এ নৈতিক গুণের অধিকারী তারা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন। তারা জানেন জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, ধর্ম সাধন হয়।
উদ্দীপকে নরেশ পাশের বাড়ির অসুস্থ একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। সে ছেলেটির সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে। তাকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। এতে মানবতা গুণটির প্রকাশ ঘটেছে।

**ঘ** হ্যাঁ, উদ্দীপকে নিলয় বাবুর মতো লোক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে।

তরণীসেন এক সৎসাহসী বারো বছরের বালক। সে ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে এবং এ যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনী পরাজিত হচ্ছে– এ খবর পেয়ে বালক তরণীসেন সাহস করে রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে। রণক্ষেত্রে তার বাণের আঘাতে রামের পক্ষের অনেক বানর সৈন্য আহত হয়।

তরণীসেনের এ সৎসাহস দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হন। এ কারণে রণক্ষেত্রে তরণীসেনের মৃত্যুর পর তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তরণীসেন রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তরণীসেন বালক হওয়া সত্ত্বেও যে সৎসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ইতিহাসে তা অম্লান। সে দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সৎসাহস নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় চিত্তে যুদ্ধ করে। বীরের মতো লড়ে তরণীসেন প্রাণ বিসর্জন দেয়।

উদ্দীপকে নিলয় বাবু নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি দেশ ও জাতির অহংকার। এক্ষেত্রে নিলয় বাবু সৎসাহস দেখিয়ে জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গলে অংশগ্রহণ করেন।

সুতরাং বলা যায়। নিলয় বাবুর মতো লোকবর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে।

**প্রশ্ন ▸ ০৯** নিষ্কৃতি প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পূর্ব দিকে মুখ করে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি পাঠ করে প্রণাম জানায়। সে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। সে ছোটো বা সমবয়সিদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করে। কেউ তার ব্যবহারে কষ্ট পায় এমন কাজ সে কখনো করে না। এ কারণে সমাজ তথা প্রতিবেশীদের কাছে নিষ্কৃতি খুবই প্রিয়।

ক. অষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে? ১

খ. 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিষ্কৃতির আচরণে পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়টি লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিষ্কৃতির কাজের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৯নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি– এ আটটি অঙ্গ ব্যবহার করে প্রণাম করলে তাকে অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

**খ** 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'-কথাটির অর্থ হচ্ছে, আমরা ধর্মপালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। ধর্মপথ হচ্ছে ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ, অহিংসা এবং কল্যাণের পথ। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে; 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ।' নিজের চিরমুক্তি, আর জগতের হিত অর্থাৎ কল্যাণসাধনের জন্য। জীবনের যে পথ অনুসরণ করলে নিজের মোক্ষ বা চিরমুক্তি ঘটে এবং সকলের কল্যাণ হয়, সে পথই ধর্মপথ।

**গ** নিষ্কৃতির আচরণে শিষ্টাচার লক্ষ করা যায়।

নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণকে শিষ্টাচার বলে। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ শিষ্টাচারের জন্যই মানুষ পশু-পাখি থেকে আলাদা। শিষ্টাচারের শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী ও ভদ্র করে। শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ কিংবা বিরাগ প্রদর্শন করে না। এছাড়াও গুরুজনদের পাশাপাশি সমবয়সিদের প্রতিও সে থাকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ।

উদ্দীপকে নিষ্কৃতি প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পূর্ব দিকে মুখ করে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি পাঠ করে প্রণাম জানায়। সে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। সে ছোট, বড় বা সমবয়সীদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করে। কেউ তার ব্যবহারে কষ্ট পায় এমন কাজ সে কখনো করে না। যা পাঠ্যবইয়ের শিষ্টাচারের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, নিস্কৃতির আচরণে শিষ্টাচার লক্ষ করা যায়।

**ঘ** সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিষ্কৃতির কাজের প্রভাব অপরিসীম।

সততার মতো শিষ্টাচারও আদর্শ জীবনের অঙ্গ। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শিষ্টাচার অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচারকে বলে শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ শিষ্টাচারের জন্যও মানুষ পশু-পাখি থেকে আলাদা। ধর্মপথে চলার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার অন্যতম পাথেয়। প্রথমে পরিবারের কথাই ধরা যাক। মাতা, পিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে আমরা প্রণাম জানাই। এই প্রণাম জানানোর মধ্যে দিয়ে যে শিষ্টাচার প্রকাশ পায়, তার নাম ভক্তি বা শ্রদ্ধা। আবার সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাই এবং ছোটদের স্নেহ করি। সবই শিষ্টাচারের রকমফের। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। দেবদেবীরা আমাদের নিজ নিজ শক্তি বা গুণ দিয়ে সহায়তা করেন।

তাই আমরা তাঁদের স্তব-স্তুতি করি, প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের প্রণাম জানাই। তাই ধর্মাচারের মধ্য দিয়েও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। শিষ্টাচার একটি নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মের অঙ্গ। শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি। সমাজজীবনে চলার পথে শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় গুণ বা নৈতিক মূল্যবোধ। কারও সঙ্গে দেখা হলে আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আমরা বড়দের প্রণাম করি বা নমস্কার জানাই। সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাই এবং ছোটদের আশীর্বাদ করি। এক্ষেত্রে প্রথাগত শিষ্টাচার হচ্ছে, বয়সে যে ছোট, সে প্রণাম বা নমস্কার জানাবে। বড়রা কল্যাণ হোক, দীর্ঘজীবী হও ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করবেন। এটাই রীতি।

**প্রশ্ন ▸ ১০** ডা. আদিত্য বাবু এমন একজন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন যিনি ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং শতাধিক অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে ডা. অর্ণব বাবুও একজন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন যাঁকে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি ভাবতে বলেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ আমাদের বিশেষ মঙ্গল সাধন করছে।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১
খ. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন? ২
গ. ডা. আদিত্য বাবু কোন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ডা. অর্ণবের অনুসরণীয় চিকিৎসকের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

**১০নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় পূর্ণাবতার।

**খ** শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন খুবই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। এদের অত্যাচারে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এদের বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন। দুষ্টের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর, সজ্জনের কাছে শান্তির সৌম্য কান্তিধারী, ভক্তের কাছে ভগবান।

**গ** ডা. আদিত্য বাবু মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ অনুসরণ করেন। সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য।

আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

উদ্দীপকে ডা. আদিত্য বাবু এমন একজন মহান চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন যিনি ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং শতাধিক অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। যা মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, ডা. আদিত্য বাবু মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ অনুসরণ করেন।

**ঘ** ডা. অর্নবের অনুসরণীয় চিকিৎসক হলেন চরক। চিকিৎসা শাস্ত্রে চরকের অবদান অপরিসীম।

চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে 'ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক' বলা হয়।

চরক মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পূর্বে আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রমুখ আরো চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা বৈদ্যক বা চিকিৎসা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। চরক সে-সবের সংস্কার ও সারাংশ গ্রহণ করে একখানা নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার নাম 'চরকসংহিতা'। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে এটি একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি আটটি ভাগে বিভক্ত– সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান।

চরকই প্রথম মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন – রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

চরক প্রজনন বিদ্যা সম্পর্কে জানতেন। এমনকি শিশুর লিঙ্গ নির্ণয়ের কারণসমূহও তিনি জানতেন। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি মানব দেহে দাঁতসহ ৩৬০টি অস্থির কথা বলেছেন। হৃৎপিণ্ডকে বলেছেন দেহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৩টি পথে এ কেন্দ্র সমগ্র শরীরের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান কালেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এ গ্রন্থের গুরুত্ব অনেক। চরকসংহিতা রচনা করে চরক সমগ্র মানব জাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

**প্রশ্ন ▶ ১১** শুভজিত মেডিকেলের একজন মেধাবী ছাত্র। সে লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত। মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় তার সংগঠন থেকে ধর্মপ্রচারণার কাজে ডাক পেল। সে মেডিকেলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ধর্ম প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করে। অন্য দিকে সুমন বাবু এরাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এলাকার নারীদের জন্য একটি কুটির শিল্পও প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পিতার নাম কী? ১
খ. 'সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি'—বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. শুভজিতের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'নারী জাগরণে সুমন বাবুর অবদান স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের অনরূপ'—মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

**১১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পিতার নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী।

**খ** বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। তিনি অথর্ববেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'অসত্য নয়, সত্যেরই জয় হয়; একমাত্র সত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভের পথ প্রসারিত হয়।' যে ব্যক্তি জগতের জন্য তার ক্ষুদ্র 'আমিকে' ত্যাগ করতে পারে, সে দেখে সমস্ত জগৎ তার। যে ব্যক্তি পবিত্র এবং সাহসী, সেই সব কিছু করতে পারে।

**গ** শুভজিতের মধ্যে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আচরণিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

ধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় যে সকল মনীষী স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়ার পর বিষয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের যোগাযোগ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তার মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষা যখন সামনে তখন ব্রাহ্মসমাজ থেকে ধর্ম প্রচারের ডাক এল। চিকিৎসক জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, খুলনা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। অনেককে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাও দেন।

ধর্মপ্রচারে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীক্ষেত্র পুরী গেলে স্থানীয় কিছু ধর্মব্যবসায়ী ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে বিষমিশ্রিত লাড্ডু খেতে দিয়ে হত্যা করে। তেমনি বিরাজ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাদেরকে ধর্মপথে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু অসৎ ধর্মব্যবসায়ীরা তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে তাকে সুকৌশলে হত্যা করে।

উদ্দীপকে শুভজিত মেডিকেলের একজন মেধাবী ছাত্র। সে লেখা-পড়ার পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত। মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় তার সংগঠন থেকে ধর্মপ্রচারণার কাজে ডাক পেল। সে মেডিকেলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ধর্ম প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করে। যা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, শুভজিতের মধ্যে শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আচরণিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

**ঘ** "নারী জাগরণে সুমন বাবুর অবদান স্বামী বিবেকানন্দের অনুরূপ"– মন্তব্যটি যথার্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারীশিক্ষাকে তিনি জোরের সঙ্গে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষা লাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরা তা পারবে না কেন?" তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। এমনকি আধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তাঁর জন্য তিনি সারদা দেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি বলেছেন, "ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।"

উদ্দীপকে সুমন বাবু এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এলাকার নারীদের জন্য একটি কুটির শিল্পও প্রতিষ্ঠা করেন। এসব কর্মকাণ্ড স্বামী বিবেকানন্দের সাথে মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, "নারী জাগরণে সুমন বাবুর অবদান স্বামী বিবেকানন্দের অনুরূপ"– উক্তিটি যথার্থ।

# কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

**সময় : ২৫ মিনিট** **পূর্ণমান : ২৫**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

**১. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরের স্থান কোনটি?**
ক ক্ষমা খ স্মৃতিশাস্ত্র গ সদাচার ঘ সহিষ্ণুতা

**২. মাদক গ্রহণের ফলে—**
ক হিতাহিত জ্ঞান থাকে না খ পাপ ক্ষয় হয়
গ সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ঘ মন পবিত্র হয়

**৩. শ্বেতকেতুর পিতার নাম কী?**
ক বরুনি খ বারুনি গ আরুণি ঘ অরুনি

**৪. বিজয়াদশমী কী শিক্ষা দেয়?**
ক অন্যায় প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা
খ বিদ্যা অর্জন করা
গ সন্তান প্রাপ্তির আশীর্বাদ লাভ করা
ঘ মঙ্গল বার্তা ছড়িয়ে দেয়

**৫. বিভীষণের পুত্রের নাম কী ছিল?**
ক তরণী সেন খ লক্ষ্মণ গ মেঘনাদ ঘ বালি

**৬. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজকে উৎসর্গ করার নামই—**
i. সৎসাহস ii. মানবতা iii. দেশপ্রেম
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

**৭. কোন আসনে মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়?**
ক অর্ধকুর্মাসন খ হলাসন গ বৃক্ষাসন ঘ গরুড়াসন

**৮. শীতলা দেবীর ডান হাতে কোনটি থাকে?**
ক কলস খ ত্রিশূল
গ শঙ্খ ঘ সম্মাজনী ধারনী

**৯. জ্ঞানযোগের ফল কোনটি?**
ক মানুষ ফলের আশা করে কাজ করে
খ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব জাগ্রত হয় না
গ জ্ঞানীর পাপ বিনষ্ট হয়
ঘ ঈশ্বরের প্রতি মন সমর্পিত হয় না

**১০. ভক্তের কাছে দেবী কালী কেমন?**
ক রাগী খ ভয়ংকরী
গ উদার ঘ স্নেহময়ী জননী

**১১. উপাসনার মাধ্যমে—**
i. অন্তর শুদ্ধ হয়
ii. ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ হয়
iii. পুনর্জন্ম লাভ হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**উদ্দীপকের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
উদয় বাবুর ছেলের জন্মের ষষ্ঠ মাসে আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান করেন। অপরদিকে তার ছোট ভাই বরু পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে একটি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।

**১২. উদয় বাবুর ছেলের অনুষ্ঠানটি কোন ধরনের ধর্মীয় সংস্কার?**
ক জাতকর্ম খ সমাবর্তন গ অন্ন প্রাশন ঘ নামকরণ

**১৩. বরুন যে সংস্কারের সাথে যুক্ত হয়েছেন সে সংস্কারটির মাধ্যমে—**
i. মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়
ii. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
iii. স্ত্রী, পুরুষের দেহ শুদ্ধি করা হয়ে থাকে
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**১৪. শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হন কোন তিথিতে?**
ক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী খ মাঘী পূর্ণিমা
গ কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে ঘ দোল পূর্ণিমা

**১৫. ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কী?**
ক সর্বোৎকৃষ্ট খ সর্ববৃহৎ গ সর্বব্যাপী ঘ সর্বজ্ঞানী

**১৬. ভাই-বোনের আজীবন ভালোবাসার প্রতীক কোনটি?**
ক রাখী বন্ধন খ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া
গ জামাই ষষ্ঠী ঘ সংক্রান্তী

**১৭. ভগবান বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করেছেন—**
i. শান্তি ii. সমতা iii. ন্যায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**১৮. আদি বলতে কী বোঝায়?**
ক জীব-জগতের উৎপত্তি খ স্থিতি
গ ক্ষয় ঘ বিনাশ

**১৯. ইষ্টি শব্দের অর্থ কী?**
ক যজ্ঞ খ মধ্য গ শেষ ঘ প্রান্ত

**উদ্দীপকের আলোকে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাখী প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রানাদি শেষ করে গীতা পাঠ করে। এ গ্রন্থ থেকে সে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, উষা প্রভৃতি দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারে।

**২০. রাখীর গীতা পাঠের উদ্দেশ্য কী?**
ক লেখাপড়ায় ভালো হওয়া খ ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা
গ বাবা-মাকে খুশি করা ঘ সমাজে সুনাম অর্জন

**২১. রাখী বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করলেও মূলত—**
i. এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ii. বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী
iii. অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

**২২. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম চন্দ্রের পূজা করা হয়?**
ক রথযাত্রা খ দীপাবলি গ নামযজ্ঞ ঘ রাখী বন্ধন

**২৩. দোলযাত্রা মূলত কাদের উৎসব?**
ক শৈব খ শূদ্র গ মতুয়া ঘ বৈষ্ণব

**২৪. বাংলাদেশের তীর্থ স্থানগুলো রয়েছে—**
i. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ii. পাবনার হিমাইতপুরে
iii. শ্রীহট্টের যুগল টিলায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**২৫. সংস্কার কী?**
ক মাঙ্গলিক কর্মকাণ্ড খ ধ্যান-ধারণা
গ বিশ্বাস-অনুভূতি ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য

**২৬. শ্রাদ্ধের প্রবর্তক কে?**
ক একলব্য খ বিশ্বামিত্র গ কপিল ঘ নিমি

**২৭. পিতা-মাতা বা জ্ঞাতির মৃত্যুতে আমরা কী পালন করি?**
ক শ্রাদ্ধ খ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
গ দাহ ক্রিয়া ঘ অশৌচ

**উদ্দীপকের আলোকে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রবীন তার শিক্ষাজীবন শেষে করেছে। তাকে বিদায় জানাতে প্রতিষ্ঠান একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

**২৮. হিন্দু সংস্কারে অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুষ্ঠানটিকে কী বলা হয়?**
ক পুংসধন খ সীমান্তোন্নয়ন
গ সমাবর্তন ঘ অনুপ্রাসন

**২৯. এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে—**
i. ছাত্ররা গৃহে ফিরে আসে ii. ছাত্ররা উপদেশ লাভ করে
iii. শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**৩০. ভগবানের পূর্ণ অবতার কে?**
ক শ্রী হরি খ শ্রী রামচন্দ্র গ শ্রী কৃষ্ণ ঘ শ্রী চৈতন্য

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমানজ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. ক্ষমতাবান মহান একজনের বিশেষ ছয়টি গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ নামে ডাকা হয়। তিনি ক্ষমতাবান হলেও ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা নিজেই বহন করেন। জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। অন্যদিকে, মেধা ও রোদেলা সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পূজা-অর্চনা করে। মেধা মূর্তির সামনে বসে পূজা উপকরণ দ্বারা পূজা সম্পন্ন করে। রোদেলা একাকী নির্জন স্থানে চোখ বুজে বসে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করে।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেন? ২

গ. ক্ষমতাবান মহান একজনকে বিশেষ গুণের জন্য তাঁকে যে নামে ডাকা হয়, তাঁর স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মেধা ও রোদেলার আরাধনার ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

২. দৃশ্যকল্প-১ : আশিষের বাবা গত রাতে মারা গেছে। আশিষ পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় কাঠ বাঁশের আটি বেঁধে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানকার সবকাজ সম্পন্ন করে সকলে বাড়ি ফিরে আসে।

দৃশ্যকল্প-২ : বলাইয়ের মা মারা গেছে। বলাই মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অনুষ্ঠানে পুরোহিত ডেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১

খ. বিবাহের উল্লেখযোগ্য পর্বের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ আশিষের বাবার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন কাজটির পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বলাইয়ের মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. ইজিবাইক চালক শিমুল হঠাৎ তার গাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ টাকাভর্তি ব্যাগ দেখতে পায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোনো লোকজন নেই। ব্যাগের গায়ে ঠিকানাসহ মোবাইল নম্বর লেখা দেখে। মালিককে মোবাইল না করে ব্যাগটি মালিকের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসে। গুরুত্বপূর্ণ কাগজসহ টাকার ব্যাগ পেয়ে মালিক খুশি হয়। অপরদিকে মেধাবী ছাত্র মিহির লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু বর্তমানে খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশার জগতে প্রবেশ করেছে। নেশা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে সে তার দাদা ও বাবার পকেট থেকে টাকা নেয়। অনেক রাত করে বাড়ি আসে। পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ আচরণ করে।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১

খ. ধর্ম ধার্মিককে কেন রক্ষা করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইজিবাইক চালক শিমুলের মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মিহিরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবার, সমাজ ও ধর্ম কী ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

৪. রবেন বাবু একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির নামের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগঠনের কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোনো টাকা-পয়সা চেয়ে নেওয়া যাবে না। আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে রমেশ বাবু কিছু ভালো লোকদের নিয়ে আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করে জীবন গঠন করা এ সংগঠনের কাজ।

ক. নৃ-যজ্ঞ কী? ১

খ. ভক্তিযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রবেন বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে কোন মহা-পুরুষের মিল আছে– তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রমেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান নীতিগুলোর মাধ্যমে কী আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব? স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫. মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ দেবীর পূজা অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাতে করা হয়। গলায় থাকে নরমুণ্ডুর মালা। তিনি ভয়ংকর চণ্ডা-মুণ্ডাকে বধ করেন। অপরদিকে ইমার বিবাহ হয়েছে অনেক বছর হলো। ইমার কোনো সন্তান হয়নি। তাই সে গুরুদেবের কথামতো এক বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তানলাভ করে। বর্তমানে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই বাস করছে।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. পুরোহিত কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য যে দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইমা যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তানলাভ করেছে উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.

চিত্র : ১

চিত্র : ২

ক. স্তেয় কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. চিত্র : ১ এর আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. চিত্র : ২ এর আসন অনুশীলনের মাধ্যমে মানবজীবনে কী কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. চয়নদের গ্রামের বাড়িতে মন্দিরের মাঠে কয়েক প্রহরব্যাপী চলছে একটি অনুষ্ঠান। অনেক দূর-দুরান্ত থেকে ভক্তগণ দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। অপরদিকে অজয় বাবু মনের শান্তির জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখেন। এতে তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তাঁর ঘুরে দেখা স্থানগুলো অধিকাংশই বড়ো বড়ো পাহাড়ের উপর, বড়ো গাছের নিচে বা নদীর ধারে হয়ে থাকে।
ক. ধর্মাচার কী? ১
খ. নতুন ধান দিয়ে পিঠা-পায়েশ তৈরির অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. চয়নদের গ্রামের মন্দিরের মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অজয় বাবু মনে শান্তির জন্য যে ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. কনক একজন মহান চিকিৎসক। তিনি মানব শরীরে কাটা-ছেঁড়া বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা দেন। ভেষজবিদ্যার চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে তিনি মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন। অন্যদিকে মানিকের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। মানিকের মা, ছেলের ভবিষ্যৎ জানার জন্য এক সন্ন্যাসীকে দিয়ে হাতের রেখা পরীক্ষা করান। এতে করে জানতে পারেন তার ছেলের আয়ু খুবই কম। তার ষোল অথবা বত্রিশ বছরে মৃত্যুর যোগ আছে। এ কথা শুনে মানিক বাকি জীবন ব্রহ্ম সাধনায় কাটাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. কুবেরের নাম কীভাবে নিত্যানন্দ হলো? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কনকের মধ্যে যে মহান চিকিৎসকের আদর্শ ফুঠে উঠেছে তা পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মানিকের মধ্যে যে মহাপুরুষের আদর্শ লুকায়িত আছে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯. কমল বাবু পরিবারের সবকিছু দেখাশুনা করেন। সন্তানের খাওয়া পরা, লেখা-পড়া ও মা-বাবার ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ বহন করেন। প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুশীলন করেন। সমাজের অন্য সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে সুবাস বাবু অনেক দিন হলো চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি পরকালের কথা ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মঠ-মন্দিরে রাত যাপন করেন। দুপুরের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। রাতে স্বল্প খাবার খান। সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থাকেন।
ক. ধারণা কাকে বলে? ১
খ. দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কমল বাবুর কার্যকলাপ মানবজীবনের কোন আশ্রমভুক্ত তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সুবাস বাবুর কর্মের মাধ্যমে কি ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব? পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০. শিক্ষক বিমল বাবু দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের লক্ষণসমূহের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝিয়ে শ্রেণিপাঠ সমাপ্ত করেন। অপরদিকে রহিত ছিল ন্যায়পরায়ণ। সে পিতাকে খুবই ভালোবাসত। পিতার সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। অন্যের সুখের জন্য নিজের প্রাণপ্রিয় কোনো কিছুকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না।
ক. ঋষি আরুণির পুত্রের নাম কী? ১
খ. উপনিষদ কে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষক বিমল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য যে লক্ষণসমূহের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রহিত পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের যে কাহিনি বর্ণিত আছে তার শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. অয়ন নৌকায় নদী পারাপারের সময় নৌকায় ভিড় ছিল। ভিড়ের মাঝে একটি শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে যায়। সকলে চিৎকার করলেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে কেউ আসেনি। অয়ন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরেয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুবই খুশি হয়। অপরদিকে তপন দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধে অংশ নেন। নিজের কথা না ভেবে প্রাণপণে যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে আসনে। কিন্তু যুদ্ধে তার একটি পা হারিয়ে যায়। এতে তাঁর কোনো কষ্ঠ হয়নি কারণ দেশ আজ স্বাধীন। এটি তাঁর গর্বের বিষয়।
ক. বীরের ধর্ম কী? ১
খ. বিভীষণ ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অয়নের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তপনের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | L | ২ | K | ৩ | M | ৪ | K | ৫ | K | ৬ | K | ৭ | M | ৮ | N | ৯ | M | ১০ | N | ১১ | K | ১২ | M | ১৩ | N | ১৪ | K | ১৫ | L |
| | ১৬ | K | ১৭ | L | ১৮ | K | ১৯ | K | ২০ | L | ২১ | M | ২২ | M | ২৩ | N | ২৪ | N | ২৫ | K | ২৬ | N | ২৭ | N | ২৮ | M | ২৯ | K | ৩০ | M |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** ক্ষমতাবান মহান একজনের বিশেষ ছয়টি গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ নামে ডাকা হয়। তিনি ক্ষমতাবান হলেও ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা নিজেই বহন করেন। জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। অন্যদিকে, মেধা ও রোদেলা সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পূজা-অর্চনা করে। মেধা মূর্তির সামনে বসে পূজা উপকরণ দ্বারা পূজা সম্পন্ন করে। রোদেলা একাকী নির্জন স্থানে চোখ বুজে বসে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করে।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেন? ২

গ. ক্ষমতাবান মহান একজনকে বিশেষ গুণের জন্য তাঁকে যে নামে ডাকা হয়, তাঁর স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মেধা ও রোদেলার আরাধনার ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলে।

**খ** দেবদেবীগণ পরিপূর্ণ ঈশ্বর না হলেও মহান ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত। কেননা, তাঁরা ঈশ্বরের এক বা একাধিক গুণ বা শক্তি ধারণ করে আছেন। এ কারণে ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পূজারীর অভীষ্ট পূরণ করেন।

**গ** ক্ষমতাবান মহান একজনকে বিশেষ গুণের জন্য তাকে ভগবান নামে ডাকা হয়। তার স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে– যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। (শ্রীমদ্‌ভাগবত পূরাণ, ৬। ৫। ৭৯)। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভগবান গুণময় এবং অশেষরূপের আধার। তিনি রসময়, আনন্দময় ও দয়াময়। তিনি তাঁর ভক্তদের বিভিন্নভাবে কৃপা করে থাকেন। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান যে-কোনো রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আবার ঈশ্বরাবেশে অপ্রাকৃত লীলা, দাবানল পান, একহাতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ, পাষণ্ড-দলন এবং কঠোর তপস্যা করে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং সকলের মঙ্গল করেন। সামান্য দেহধারী হয়ে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান তাঁর কাছে আসেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা তিনি বহন করেন। মোট কথা ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

উদ্দীপকে ক্ষমতাবান মহান একজনের বিশেষ ছয়টি গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ নামে ডাকা হয়। তিনি ক্ষমতাবান হলেও ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা নিজেই বহন করেন। জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। যা ভাগবানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ক্ষমতাবান মহান একজনকে বিশেষ গুণের জন্য তাকে ভগবান নামে ডাকা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে মেধার আরাধনায় সাকার উপাসনা এবং রোদেলার আরাধনায় নিরাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মেধা মূর্তির সামনে বসে পূজা উপকরণ দ্বারা পূজা সম্পন্ন করে। যার মাধ্যমে সাকার উপাসনাটি ফুটে উঠেছে। রোদেলা একাকী নির্জন স্থানে চোখ বুঝে বসে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করে। রোদেলা বাবুর আরাধনায় ঈশ্বরের নিরাকার উপাসনার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। মেধা ও রোদেলার আরাধনার প্রকৃতি ভিন্ন। কেননা মেধা সাকার উপাসনা করেন আর রোদেলা নিরাকার উপাসনা করেন। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে উপাসনা করা হয়। প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করে। এ সময় তিনি প্রকৃতিতে প্রকাশিত। অন্যদিকে রোদেলা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে নিরাকার উপাসনা করে। এ উপাসনায় ঈশ্বরের কোনো প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপে ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। তাকে উপলব্ধি করে নিরাকার উপাসনা করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে মেধা ও রোদেলার আরাধনার ধরন ভিন্ন।

**প্রশ্ন ▶ ০২** দৃশ্যকল্প-১ : আশিষের বাবা গত রাতে মারা গেছে। আশিষ পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় কাঠ বাঁশের আটি বেঁধে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানকার সবকাজ সম্পন্ন করে সকলে বাড়ি ফিরে আসে।

দৃশ্যকল্প-২ : বলাইয়ের মা মারা গেছে। বলাই মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অনুষ্ঠানে পুরোহিত ডেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১

খ. বিবাহের উল্লেখযোগ্য পর্বের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ আশিষের বাবার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন কাজটির পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বলাইয়ের মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

**খ** গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

**গ** দৃশ্যকল্প-১ এ আশিষের বাবার শবদাহ করার পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো-

শবদেহ দাহ করার জন্য প্রথমে মৃত দেহটিকে বস্ত্রাবৃত করে, মালা ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের ওপর শয়ন করানো হয়। এরপর দাহকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মাখিয়ে স্নান করান। স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ, এই সপ্তছিদ্রে স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। তারপর পিণ্ডদান করা হয়। এরপর আমকাঠ ও চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয় এবং দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ আশিষের বাবা গত রাতে মারা গেছে। আশিষ পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় কাঠ-বাঁশের আটি বেঁধে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানকার সবকাজ সম্পন্ন করে সকলে বাড়ি ফিরে আসে। যা শবদাহ কাজের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, আশিষ ধর্মীয় বিধান মেনে শবদাহ কাজটি সম্পন্ন করে।

**ঘ** দৃশ্যকল্প-২ এ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বলাইয়ের মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কেউ মারা গেলে পড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেক জনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ বলাইয়ের মা মারা গেছে। বলাই মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অনুষ্ঠানে পুরোহিত ডেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। যা পাঠ্যবইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধের সাথে মিল রয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** ইজিবাইক চালক শিমুল হঠাৎ তার গাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ টাকাভর্তি ব্যাগ দেখতে পায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোনো লোকজন নেই। ব্যাগের গায়ে ঠিকানাসহ মোবাইল নম্বর লেখা দেখে। মালিককে মোবাইল না করে ব্যাগটি মালিকের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসে। গুরুত্বপূর্ণ কাগজসহ টাকার ব্যাগ পেয়ে মালিক খুশি হয়। অপরদিকে মেধাবী ছাত্র মিহির লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু বর্তমানে খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশার জগতে প্রবেশ করেছে। নেশা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে সে তার দাদা ও বাবার পকেট থেকে টাকা নেয়। অনেক রাত করে বাড়ি আসে। পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ আচরণ করে।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১
খ. ধর্ম ধার্মিককে কেন রক্ষা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইজিবাইক চালক শিমুলের মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মিহিরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবার, সমাজ ও ধর্ম কী ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

### ৩নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

**খ** ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে যখন ধর্ম ধার্মিক দ্বারা রক্ষিত হয়।

ধার্মিক সদা সন্তুষ্ট থাকেন। প্রাপ্তি তাকে অহংকারী কিংবা অপ্রাপ্তি তাকে বিষণ্ন করে না। তিনি তার কর্মকে ঈশ্বরের কর্ম বলে মনে করেন এবং কর্মফল ঈশ্বরে কর্ম বলে মনে করেন এবং কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন। ত্যাগ করে আনন্দ এবং সেবা করে তৃপ্ত হন। আর এভাবেই ধার্মিক ধর্মকে রক্ষা করেন। এজন্য মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।

**গ** ইজিবাইক চালক শিমুলের মধ্যে সততার প্রতিফলন ঘটেছে।

সততা একটি ব্যক্তির গৌরবের মুকুট স্বরূপ। সৎ ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। অসৎ ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা যে দেশে হয়, সে দেশ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে ইজিবাইক চালক শিমুল হঠাৎ তার গাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ টাকা ভর্তি ব্যাগ দেখতে পায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কোনো লোকজন নেই। ব্যাগের গায়ে ঠিকানাসহ মোবাইল নম্বর লেখা দেখে। মালিককে মোবাইল না করে ব্যাগটি মালিকের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসে। গুরুত্বপূর্ণ কাগজসহ টাকার ব্যাগ পেয়ে মালিক খুশি হয়। যা পাঠ্যবইয়ের সততার সাথে মিল রয়েছে। উদ্দীপকের শিমুল সৎ হওয়ার কারণে লোভে পড়ে ব্যাগটি আত্মসাৎ করেনি। সৎ ব্যক্তিরা সততার কারণে নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

**ঘ** ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মিহিরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে বলে আমি মনে করি।

কিশোর মিহিরকে একমাত্র পরিবার ও ধর্মীয় বিধিবিধানই পারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে। কেননা পারিবারিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরিবারের। সন্তানদের কেবল শাসন নয় ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারকে এমন শিক্ষা পোষণ করতে হবে যাতে পরিবারের সকল সদস্য ধূমপান ও মাদক গ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে রাখতে পারে। কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এই দেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ কারণে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে দেহকে অপবিত্র করা যাবে না।

পরিবারের প্রত্যেকেরই একটা অঙ্গীকার থাকা উচিত- 'ধূমপান, মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ, চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।' কিশোর মিহিরকে উক্ত পারিবারিক অনুশাসন ও ধর্মীয় চেতনাই পারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে।

**প্রশ্ন ▶ ০৪** রবেন বাবু একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির নামের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগঠনের কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোনো টাকা-পয়সা চেয়ে নেওয়া যাবে না। আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে রমেশ বাবু কিছু ভালো লোকদের নিয়ে আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করে জীবন গঠন করা এ সংগঠনের কাজ।

ক. নৃ-যজ্ঞ কী? ১

খ. ভক্তিযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রবেন বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে কোন মহা-পুরুষের মিল আছে– তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রমেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান নীতিগুলোর মাধ্যমে কী আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব? স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ বলা হয়।

**খ** ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি। ভক্তির অশেষ শক্তি। এ শক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। অর্থাৎ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা করা হয় তাকে ভক্তিযোগ বলে।

**গ** রবেন বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের মিল আছে।

১৮৯৩ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে স্বামী স্বরূপানন্দ আবির্ভূত হন। তিনি 'অযাচক আশ্রম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। নামের মাঝেই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই সংগঠনটি নিজে উপযাচক হয়ে কারো কাছে কোনো সাহায্য প্রার্থনা করে না বা চায় না। এই সংগঠনে ব্যক্তি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি নিজে থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করে তাহলে তারা তা সাদরে গ্রহণ করে। এছাড়া এ সংগঠনের সদস্যগণ নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন ও চলতেন।

উদ্দীপকে রবেন বাবু একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির নামের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগঠনের কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোনো টাকা পয়সা চেয়ে নেওয়া যাবে না। আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। যা পাঠ্যবইয়ের স্বামী স্বরূপানন্দের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রবেন বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে স্বামী স্বরূপানন্দের মিল রয়েছে।

**ঘ** হ্যাঁ, উদ্দীপকের রমেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান নীতিগুলোর মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ১৮৮৮ সালে পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ সংঘের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে– যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তাঁর রচিত ছড়া, বাণী, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন গান এগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক। সৎসঙ্গের আদর্শ বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নন্দিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে রমেশ বাবু কিছু ভালো লোকদের নিয়ে আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করে জীবন গঠন করা এ সংগঠনে কাজ। এসব বৈশিষ্ট্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 'সৎসঙ্গ' সংগঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ 'সৎসঙ্গ' সংগঠনের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব।

সুতরাং বলা যায়, রমেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান নীতিগুলোর মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব।

**প্রশ্ন ▸ ০৫** মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ দেবীর পূজা অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাতে করা হয়। গলায় থাকে নরমুণ্ডুর মালা। তিনি ভয়ংকর চণ্ডা-মুণ্ডাকে বধ করেন। অপরদিকে ইমার বিবাহ হয়েছে অনেক বছর হলো। ইমার কোনো সন্তান হয়নি। তাই সে গুরুদেবের কথামতো এক বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তানলাভ করে। বর্তমানে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই বাস করছে।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. পুরোহিত কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য যে দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইমা যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তানলাভ করেছে উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** বেদে ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাদের পূজা করেন, তাদের বলা হয় লৌকিক দেবতা।

**খ** পুরোহিত শব্দটি 'পুরস্' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুরস্ শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং হিত শব্দের অর্থ অবস্থান। সম্মুখভাগে যিনি অবস্থান করেন তিনি পুরোহিত। সাধারণ অর্থে পুরোহিত বলতে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারীকে বোঝানো হয় এবং যিনি পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন। সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে।

**গ** মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য কালী দেবীর পূজা করে। কালী দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করা হলো– দেবী কালী দুর্গাদেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য দেবী কালী অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেন। কালী ভগবান শিবের সহধর্মিণী এবং বিশেষ শক্তি। তিনি কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কারণে তাকে শ্মশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়াও দেবী কালীর অনেক নাম রয়েছে। যেমন: ভদ্রকালী, দক্ষিণকালী, মা তারা, শ্যামা, মহাকালী ইত্যাদি।

দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নানা বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তাঁর- অম্বিকা ও কালিকা বা কালী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুণ্ডা।

উদ্দীপকে মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ দেবীর পূজা অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাতে করা হয়। গলায় থাকে নরমুণ্ডুর মালা। তিনি ভয়ংকর চণ্ডা মুণ্ডকে বধ করেন। যা কালী দেবীর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য কালী দেবীর পূজা করেন।

**ঘ** ইমা কার্তিক দেবতার পূজা করে সন্তানলাভ করেছে। কার্তিক দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

দম্পতিরা কার্তিক পূজা করেন সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তান লাভের জন্য। কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়। তিনি নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের। কিন্তু অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তাকে অনুসরণ করে আমরা বিনয়ী ও নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি একটি আদর্শ সমাজ। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ন্যায় প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল নির্দশন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায়, পৌরাণিক দেবতা কার্তিক সৌন্দর্যের প্রতীক ও দেবতাদের সেনাপতি। যিনি সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক। তাই বাস্তব জীবনে কার্তিক পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▸ ০৬**

**চিত্র : ১** **চিত্র : ২**

ক. স্তেয় কাকে বলে? ১

খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্র : ১ এর আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্র : ২ এর আসন অনুশীলনের মাধ্যমে মানবজীবনে কী কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্তেয় বা চুরি বলে।

**খ** প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া।

বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াকে যোগে প্রত্যাহার বলে। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয় আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। সংযমপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধি লাভকে যোগ বলা হয়। আর যোগসাধনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে প্রত্যাহার করতে পারে।

**গ** চিত্র-১ এর আসনটি হলো হলাসন। এ আসনটি অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো –

'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গাল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হল অর্থাৎ লাঙ্গালের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। এ আসনটি অনুশীলন পদ্ধতি হলো– পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঊরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু পাশে রাখতে হবে। এবার নিশ্বাস ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদূর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিন বার অনুশীলন করতে হবে।

**ঘ** চিত্র-২ এর আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসন অনুশীলনের মাধ্যমে মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবপড়ে।

বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। ঊরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আমরা এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করব।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** চয়নদের গ্রামের বাড়িতে মন্দিরের মাঠে কয়েক প্রহরব্যাপী চলছে একটি অনুষ্ঠান। অনেক দূর-দুরান্ত থেকে ভক্তগণ দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। অপরদিকে অজয় বাবু মনের শান্তির জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখেন। এতে তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তাঁর ঘুরে দেখা স্থানগুলো অধিকাংশই বড়ো বড়ো পাহাড়ের উপর, বড়ো গাছের নিচে বা নদীর ধারে হয়ে থাকে।

ক. ধর্মাচার কী? ১

খ. নতুন ধান দিয়ে পিঠা-পায়েশ তৈরির অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. চয়নদের গ্রামের মন্দিরের মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অজয় বাবু মনে শান্তির জন্য যে ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান ঘুরে দেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৭নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব মাঙ্গালিক আচার অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার

**খ** নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। নবান্ন বার মাসে তের পার্বণের একটি পার্বণ।

হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গালিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

**গ** চয়নদের গ্রামের মন্দিরের মাঠে নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। এই নামযজ্ঞ সামাজিক জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করে। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে সে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

উদ্দীপকে চয়নদের গ্রামের বাড়িতে মন্দিরের মাঠে কয়েক প্রহরব্যাপী চলছে একটি অনুষ্ঠান। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। যা পাঠ্যবইয়ের নাম যজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, চয়নদের গ্রামের বাড়িতে নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

**ঘ** অজয় বাবু মনে শান্তির জন্য তীর্থস্থান ঘুরে দেখেন। তীর্থস্থান দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুন্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দুর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে স্বস্তি। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

**প্রশ্ন ▶ ০৮** কনক একজন মহান চিকিৎসক। তিনি মানব শরীরে কাটা-ছেঁড়া বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা দেন। ভেষজবিদ্যার চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে তিনি মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন। অন্যদিকে মানিকের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। মানিকের মা, ছেলের ভবিষ্যৎ জানার জন্য এক সন্ন্যাসীকে দিয়ে হাতের রেখা পরীক্ষা করান। এতে করে জানতে পারেন তার ছেলের আয়ু খুবই কম। তার ষোল অথবা বত্রিশ বছরে মৃত্যুর যোগ আছে। এ কথা শুনে মানিক বাকি জীবন ব্রহ্ম সাধনায় কাটাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. কুবেরের নাম কীভাবে নিত্যানন্দ হলো? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কনকের মধ্যে যে মহান চিকিৎসকের আদর্শ ফুঠে উঠেছে তা পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মানিকের মধ্যে যে মহাপুরুষের আদর্শ লুকায়িত আছে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৮নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** ভগবানের অপূর্ণাঙ্গ অবতারকে অংশাবতার বলে।

**খ** নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কুবেরের নাম নিত্যানন্দ হলো। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুজন দুজনকে চিনতে পারেন, বুঝতে পারেন। তাঁরা দুয়ে মিলে যেন এক। জীবোদ্ধারের জন্য যেন দুই দেহে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। সেদিন থেকে কুবেরের নতুন নাম হলো নিত্যানন্দ।

**গ** কনকের মধ্যে ভারতের একজন মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ ফুটে উঠেছে।

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য। আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

উদ্দীপকে কনক একজন মহান চিকিৎসক। তিনি মানব শরীরে কাটা-ছেঁড়া বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা দেন। ভেষজবিদ্যার চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে তিনি মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন। যা পাঠ্যবইয়ের মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, কনকের মধ্যে ভারতের একজন মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের মানিকের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য মহাপুরুষের আদর্শ লুকায়িত আছে। নিচে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো –

যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যতম। পণ্ডিতেরা কোষ্ঠী দেখে তার স্বল্প আয়ুর কথা বললে তিনি ব্রহ্ম সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তার ধর্মের মূলকথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্কারচার্য তার অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** কমল বাবু পরিবারের সবকিছু দেখাশুনা করেন। সন্তানের খাওয়া পরা, লেখা-পড়া ও মা-বাবার ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ বহন করেন। প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুশীলন করেন। সমাজের অন্য সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে সুবাস বাবু অনেক দিন হলো চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি পরকালের কথা ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মঠ-মন্দিরে রাত যাপন করেন। দুপুরের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। রাতে স্বল্প খাবার খান। সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর থাকেন।

ক. ধারণা কাকে বলে? ১
খ. দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কমল বাবুর কার্যকলাপ মানবজীবনের কোন আশ্রমভুক্ত তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সুবাস বাবুর কর্মের মাধ্যমে কি ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব? পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৯নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** অদ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তুতে মনকে ধারণ বা স্থাপিত করার নাম ধারণা।

**খ** জীবনধারণের জন্য দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্মই জীবন। জীবনধারণের জন্য কর্ম করতেই হবে। দ্বাপর যুগে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। তার যারা মুক্তিলাভের আশায় জাগতিক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করেন, তারাও আধ্যাত্মিক কর্ম অনুশীলন করেন।

**গ** কমল বাবুর কার্যকলাপ মানবজীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমভুক্ত।

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে কমল বাবু পরিবারের সব কিছু দেখাশুনা করেন। সন্তানের খাওয়া পরা, লেখা-পড়া ও মা-বাবার ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ বহন করেন। প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুশীলন করেন। সমাজের অন্য সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, কমল বাবুর কার্যকলাপ মানবজীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমভুক্ত।

**ঘ** উদ্দীপকের সুবাস বাবু শেষজীবনে সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করে নির্জনে বসবাস করেন। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান এবং খাবারের জন্য লোকালয়ে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করেন। তিনি সবসময় ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকেন। এখানে সুবাস বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ সম্ভব বলে আমি মনে করি। এর পক্ষে আমার যুক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে ও দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের সব স্মৃতি পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। এর ফলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। শাস্ত্রবচনে জানা যায়, 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে–

কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহাদি কর্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

পরিশেষে বলা যায়, জীবনে ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ১০** শিক্ষক বিমল বাবু দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের লক্ষণসমূহের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝিয়ে শ্রেণিপাঠ সমাপ্ত করেন। অপরদিকে রহিত ছিল ন্যায়পরায়ণ। সে পিতাকে খুবই ভালোবাসত। পিতার সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। অন্যের সুখের জন্য নিজের প্রাণপ্রিয় কোনো কিছুকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

ক. ঋষি আরুণির পুত্রের নাম কী? ১

খ. উপনিষদ কে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষক বিমল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য যে লক্ষণসমূহের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রহিত পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের যে কাহিনি বর্ণিত আছে তার শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১০নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ঋষি আরুণির পুত্রের নাম শ্বেতকেতু।

**খ** ব্রহ্মকে নিয়ে উপনিষদ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়।

**গ** শিক্ষক বিমল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য কিছু লক্ষণসমূহের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন।

মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এই চারটিকে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও সমস্যার সমাধান না হলে তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মনুসংহিতায় ধর্মের আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। যা ধর্মের বিপরীত তাই অধর্ম।

উদ্দীপকে শিক্ষক বিমল বাবু ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের লক্ষণসমূহের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন যা ধর্মের এই লক্ষণগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, বিমল বাবু ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য এ সকল লক্ষণসমূহের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন।

**ঘ** উদ্দীপকের রহিত পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে রামায়ণের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথের সত্যরক্ষা করতে রামের রাজত্ব ত্যাগ ও কর্তব্যবোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি রামের সাথে সীতা ও লক্ষণের বনবাসে যাওয়া প্রতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ। এমনকি ভরত নিজে রাজা না হয়ে রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্য পরিচালনার বিষয়টিও ধর্মবোধ ও ভ্রাতৃপ্রেমের প্রকাশ। এসব বিষয় থেকে আমরা পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যবোধ, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠার শিক্ষা লাভ করা যায়।

রামায়ণে বলা হয়েছে, রাম একজন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে কেউ যেনো কোনো দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা রাজার কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে থাকি।

আলোচনা শেষে বলা যায়, রামায়ণ হিন্দুধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। এখানে রামচন্দ্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবন বর্ণিত আছে। এই কাহিনিতে রামচন্দ্রের ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সংযম, ধর্মনিষ্ঠা, প্রজাপ্রীতি, গুরুভক্তি ইত্যাদি ফুঠে উঠেছে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের এসব কাহিনির শিক্ষা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

**প্রশ্ন ▶ ১১** অয়ন নৌকায় নদী পারাপারের সময় নৌকায় ভিড় ছিল। ভিড়ের মাঝে একটি শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে যায়। সকলে চিৎকার করলেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে কেউ আসেনি। অয়ন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরেয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুবই খুশি হয়। অপরদিকে তপন দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধে অংশ নেন। নিজের কথা না ভেবে প্রাণপণে যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে আসনে। কিন্তু যুদ্ধে তার একটি পা হারিয়ে যায়। এতে তাঁর কোনো কষ্ঠ হয়নি কারণ দেশ আজ স্বাধীন। এটি তাঁর গর্বের বিষয়।

ক. বীরের ধর্ম কী? ১

খ. বিভীষণ ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অয়নের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তপনের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

**১১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই হলো বীরের ধর্ম।

**খ** ভাই রাবণ বিভীষণকে অপমান করার কারণে তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন।

বিভীষণ একসময় তার বড় ভাই রাবণকে রামের সাথে যুদ্ধ না করে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু রাবণ তা না শুনে বরং বিভীষণকে অপমান করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দেন। তখন বিভীষণ রামের আশ্রয়ে চলে যান ও রামের পক্ষে রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন।

**গ** অয়নের সাথে পাঠ্য পুস্তকের রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল রয়েছে।

রন্তিবর্তা নামে এক প্রজাবৎসল ও কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক্র বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছু দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি। উনপঞ্চাশমত দিবসে একভক্ত তাকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তার উপবাস ভজ্ঞা হবে। হঠাৎ তার সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতদিন কিছুই খায়নি। ক্ষুধার্ত লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন এর সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। এরই নাম মানবতাবোধ।

উদ্দীপকে অয়ন নৌকায় নদী পারাপারের সময় নৌকায় ভিড় ছিল। ভিড়ের মাঝে একটি শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে যায়। সকলে চিৎকার করলেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে কেউ আসেনি। অয়ন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুটি উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরেয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুবই খুশি হয়। যা মানবতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাই বলা যায়, অয়নের সাথে পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের তপনের কর্মকান্ডে প্রকাশিত 'সৎসাহস' গুণটির শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে তপন দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধে অংশ নেন। নিজের কথা না ভেবে প্রাণপণে যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে তার একটি পা হারিয়ে যায়। এতে তাঁর কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ আজ স্বাধীন। এটি তাঁর গর্বের বিষয়। তপনের এরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৎসাহসের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

'সাহস' কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গালের জন্য বা অন্যের মঙ্গালের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই 'সৎ সাহস' বলে। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গা। সুতরাং বলা যায়, তপনের কর্মকাণ্ড সৎসাহসের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

# যশোর বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

**১. মনসাদেবীকে কোন দেবতা বলা হয়?**
ক বৈদিক খ পৌরাণিক
গ লৌকিক ঘ যৌগিক

**২. সন্ধিপূজা কোন দিন হয়?**
ক ষষ্ঠী খ সপ্তমী
গ অষ্টমী ঘ নবমী

**□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ছিনতাইকারী রমার সোনার মালা ছিড়ে নিয়ে দৌড় দিল। তা দেখে এক সাংবাদিক ছিনতাইকারীর পিছে দৌড় দিল। সাংবাদিক ছিনতাইকারীর কাছে গেলে সে আঘাত করলেও সাংবাদিক ছিনতাইকারীর নিকট থেকে মালা উদ্ধার করে রমাকে ফেরত দিল।

**৩. তোমার পাঠ্য বই এর কোন চরিত্রের সাথে সাংবাদিকের মিল দেখা যায়?**
ক অরুণি খ তরণী সেন গ শ্বেতকেতু ঘ রন্তিবর্মা

**৪. সাংবাদিকের মধ্যে যে গুণ প্রকাশ পায় তা হলো–**
i. অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা
ii. অন্যের কল্যাণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা
iii. সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভীত হওয়া
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**৫. যোগদর্শনে পদ্মাসন সমাধান প্রক্রিয়ার কোন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত?**
ক যম খ নিয়ম গ আসন ঘ সমাধি

**৬. সন্ন্যাস ধর্ম পালনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে–**
i. ভোগাসক্তি ত্যাগ
ii. কর্মফলাসক্তি ত্যাগ
iii. বৈরাগ্য লাভ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**৭. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কী পূজা করা হয়?**
ক দুর্গা খ কুমারী গ সরস্বতী ঘ লক্ষ্মী

**৮. নিচের কোনটি উপনিষদের সমার্থক শব্দ?**
ক ঐতরেয় খ রহস্য গ বৃহদারণ্যক ঘ শ্বেতস্বতর

**৯. মাদক গ্রহণের ফলে কী রোগ হয়?**
ক সর্দি খ জ্বর গ যক্ষ্মা ঘ নিমুনিয়া

**১০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কোন গ্রন্থে প্রণামের কথা উল্লেখ করেন?**
ক শব্দকোষ খ জ্ঞানকোষ গ ভক্তিকোষ ঘ মুক্তিকোষ

**□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শ্রেয়া প্রতিদিন সকালে কবুতরকে খেতে দেয় অপরদিকে, প্রবীর প্রতিদিন তার ছাদ বাগানে গাছ পরিচর্যা করে ও জল দেয়।

**১১. শ্রেয়ার কাজটিকে কী বলা হয়?**
ক পাখিপ্রীতি খ জীবসেবা
গ অন্নদান ঘ কর্তব্যকর্ম

**১২. শ্রেয়া ও প্রবীরের কাজটি করার কারণ–**
i. ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা
ii. যেখানে জীব সেখানেই শিব
iii. সামগ্রিক কল্যাণ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**১৩. বৈদিক পূজা পদ্ধতি কেমন ছিল?**
ক হোমভিত্তিক খ দানভিত্তিক
গ পূজাভিত্তিক ঘ যোগভিত্তিক

**১৪. শ্রীরামকৃষ্ণ কত সালে পরলোক গমন করেন?**
ক ১৮৮৫ খ ১৮৮৬ গ ১৮৮৭ ঘ ১৮৮৮

**১৫. উপাসনা কত প্রকার?**
ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার

**১৬. ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কী?**
ক সর্ববৃহৎ খ সর্বক্ষুদ্র
গ সর্বব্যাপী ঘ সর্বজ্ঞানী

**১৭. ব্যবসা বাণিজ্যে সিদ্ধি লাভের জন্য কী পূজা করা হয়?**
ক দুর্গা খ কালী গ কার্তিক ঘ গণেশ

**□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমনা কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে ভাই এর কপালে তার অনামিকা স্পর্শ করে।

**১৮. সুমনার ভাই এর কপালে আঙুল স্পর্শ করাকে কী বলে?**
ক রাখীবন্ধন খ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ হাতেখড়ি ঘ দীপাবলী

**১৯. সুমনার উপবাস থেকে ভাই এর কপালে আঙুল স্পর্শ করার কারণ–**
i. ভাইয়ের মঙ্গল কামনা
ii. ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা
iii. ভাইকে বিপদমুক্ত রাখা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**২০. কোন যোগের দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়?**
ক কর্ম খ জ্ঞান গ ভক্তি ঘ প্রাণায়াম

**২১. মানব জীবনে সর্বশেষ আশ্রম কোনটি?**
ক গার্হস্থ্য খ বানপ্রস্থ গ সন্ন্যাস ঘ ব্রহ্মচর্য

**২২. কোন পূজার দিন হাতেখড়ি দেওয়া হয়?**
ক লক্ষ্মী খ সরস্বতী গ কার্তিক ঘ গণেশ

**২৩. দস্যু রত্নাকর এর কাহিনি কোন ধর্ম গ্রন্থের?**
ক বেদ খ গীতা গ রামায়ণ ঘ মহাভারত

**২৪. শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ প্রক্রিয়া কোন যোগের অন্তর্গত?**
ক যম খ নিয়ম গ আসন ঘ প্রাণায়াম

**□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দেবু তার শিক্ষক ও এলাকার গুরুজনদের উপযুক্ত সম্মান দেয় এবং তাদের অনুগত হয়ে চলাচল করে।

**২৫. দেবুর মধ্যে কী গুণের প্রকাশ পায়?**
ক সততা খ শিষ্টাচার গ মানবতা ঘ ধার্মীকতা

**২৬. দেবুর এমন আচরণ এর দ্বারা কী লাভ করে?**
i. অন্যের মন জয়
ii. অন্যের আশীর্বাদ
iii. অন্যের অভিশাপ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

**২৭. কাজল বাবুর স্ত্রীর আষাঢ় মাসে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শাস্ত্রানুযায়ী তারা কোন মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন দিতে পারবেন।**
ক কার্তিক খ অগ্রহায়ণ গ পৌষ ঘ ফাল্গুন

**২৮. বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী কী লাভ করে?**
ক পিতৃত্ব ও কর্তৃত্ব খ মাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব
গ পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব ঘ দায়িত্ব ও কর্তব্য

**২৯. শ্রীশঙ্করাচার্য সাধারণ মানুষের জন্য নিম্নের কোন গ্রন্থটি রচনা করেন?**
ক মোহমুদগর খ আনান্দগর গ নিত্যানন্দগর ঘ মনুষ্যগর

**৩০. বিশ্বামিত্র মুনির পুত্রের নাম কী?**
ক চরক খ সুশ্রুত
গ অশ্রুত ঘ জরাসন্ধ

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# যশোর বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

**সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট** [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১। বিনয় ও বিধু দুই বন্ধু। এবার তারা দু'জনেই এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বিনয় তার ভালো ফলে বেশ আশাবাদী। সে মনে করে, যেহেতু সে পরিশ্রম করেছে সেহেতু সে ভালো ফলাফল করবে। অপর দিকে বিধু মনে করে বিশ্ব জগৎ ঈশ্বরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। শিক্ষার্থী হিসেবে লেখাপড়া করা হচ্ছে তার কর্তব্য। সে নিষ্ঠার সাথে লেখাপড়া করে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেছে।

ক. মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কী? ১
খ. ভক্তিযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বিনয় যে কর্মে বিশ্বাসী তার সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. 'বিধুর কর্মই হচ্ছে যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ'–মূল্যায়ন কর। ৪

২। শ্রীবাস বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান–নামযজ্ঞ, রথযাত্রায় যায়। সে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ়। এছাড়া ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে তার বেশ আগ্রহ। সে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথের মন্দিরসহ দেশ-বিদেশের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করেছে।

ক. পণাতীর্থস্থানটি কোন জেলায় অবস্থিত? ১
খ. দীপাবলি কী তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শ্রীবাস কী পালনের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'শ্রীবাস ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।'–এই মর্মে তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধর। ৪

৩। অশোকের পিতা পাঁচ বছর বয়সে তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। গুরুর নির্দেশে সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে পঁচিশ বছর পর গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে–পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ পালনের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। এছাড়া সে এখন সমাজের প্রতিও নানা কর্তব্য পালন করে।

ক. যোগ দর্শনের প্রণেতা কে? ১
খ. 'আসন' কী তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অশোকের গুরুগৃহের শিক্ষালাভ কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অশোক গৃহে এসে কীভাবে তার জীবন অতিবাহিত করে–তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। | গাত্র হরিদ্রা | —— | যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা |
পর্ব-১ পর্ব-২

ক. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ১
খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে উপরের কোন পর্ব পালনের মাধ্যমে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন ও নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই গায়ে হলুদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।–বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। মিতাদের বাড়িতে কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে একজন দেবতার পূজা করা হয়। তাঁর বাহন ময়ূর। মিতার ভাই ও বৌদির সন্তান কামনায় এই দেবতার পূজার আয়োজন করে। আর মুকুলদের বাড়িতে শ্রাবণ মাসে যে দেবীর পূজা করা হয় তাঁর বাহন গর্দভ। উভয় গৃহেই ভক্তিভরে দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী? ১
খ. লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুকুলদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তাঁর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মিতাদের বাড়িতে পূজিত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। প্রীতির মায়ের ডায়াবেটিস। প্রীতি যাতে এ রোগে আক্রান্ত না হয় সে জন্য সে নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। যে আসনটি দেখতে লাঙ্গলের মতো দেখায়। প্রীতির প্রতিবেশী স্মৃতির হাত-পা কাঁপে, হাঁটতে অসুবিধা হয়। প্রীতির পরামর্শে সেও অন্য একটি আসন অনুশীলন করে। যা দেখতে বৃক্ষের মতো দেখায়। অনুশীলনের ফলে স্মৃতি এখন পায়ে জোর পায় এবং চলাফেরায় ক্ষমতা বেড়েছে।

ক. হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে 'যোগ' মানে কী? ১
খ. 'অপরিগ্রহ' ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রীতির অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতির আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। ব্রজমোহনবাবু সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না, দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন না। দান ও দয়া তাঁর দু'টি প্রধান নৈতিক গুণ। সহকর্মী অনীল বাবু সর্বদা বিষণ্ণ থাকেন। তিনি অল্পতেই রেগে যান। কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের জন্য অনেক সময় লোভের বশবর্তী হয়ে অসৎ পথ অবলম্বন করেন। পরিণামে তার অধঃপতন হয়েছে।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১
খ. "ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ"–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্রজমোহন বাবুর চরিত্র তোমার পাঠ্যবইয়ের কাদের স্বরূপের সাথে মিল খুঁজে পাও? ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের অনীলবাবুর চরিত্র অধার্মিকেরই প্রতিচ্ছবি'–তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

৮। সজীবের সাথে পরিবারের অন্যদের সম্পর্ক এখন আর ভালো নেই। সে স্বাভাবিক জীবন থেকে এখন অনেকটাই দূরে সরে গেছে। তার বিবেক বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। বর্তমানে সে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। সজীবের এক সময়ের সহপাঠী সিক্ত সাধু-সজ্জন-বৈষ্ণব সবাইকে দেখলেই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়। কারও সাথে দেখা হলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১
খ. ধর্মপথের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সজীবের পরিণতি কীসের কুফল? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সিক্তের আচরণটির গুরুত্ব তুলে ধর। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** মিঠুন জানতে পারে আধুনিক গবেষকদের মতে 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক' খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন।

**দৃশ্যকল্প-২ :** মিঠুন আরও জানতে পারে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য চররূপে পৃথিবীতে মুনির পুত্র হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে আবির্ভূত হন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে যে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন তা আটটি ভাগে বিভক্ত।

ক. বিশ্বামিত্রের পুত্রের নাম কী? ১
খ. অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিঠুনের জানা 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনকের' চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনকের' অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১০। বিধান বাবু পরিবারের গর্ব। তিনি সমাজ, দেশ ও জাতির অহঙ্কার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং দেশকে স্বাধীন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি থেমে থাকেননি। বর্তমানে তিনি গরীব দুঃখিদের যথাসাধ্য দান করেন। অনেক সময় নিজে না খেয়ে তাদেরকে খেতে দেন।

ক. রামায়ণ কে রচনা করেন? ১
খ. উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মুক্তিযোদ্ধা বিধান বাবু তোমার পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বর্তমানে বিধান বাবুর কর্মকাণ্ড রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি–বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। রাজীব ও দীপঙ্কর আচন্ডালে হরিনাম বিলাতো। একদিন মদ্যপ দুই ভাই 'ক' ও 'খ' দীপঙ্করের সম্মুখে পড়ে। সে সময় দীপঙ্কর হরিনামে মেতে ছিলেন। তা দেখে 'ক' তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে দীপঙ্করের মাথায় আঘাত করে। একথা শুনে রাজীব ছুটে আসে। পরবর্তীতে দুই ভাই ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে রাজীব ও দীপঙ্কর দুই ভাইকে ক্ষমা করে প্রেমভক্তি দিয়ে আপন করে নিলেন।

ক. অবতার কয় ধরনের? ১
খ. শ্রীমা আশ্রমে ব্যায়ামাগার গড়ে তুললেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের দীপঙ্কর তোমার পঠিত বিষয়ের কার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'রাজীব' প্রভু শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিচ্ছবি–বিশ্লেষণ কর। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | M | ২ | N | ৩ | L | ৪ | K | ৫ | M | ৬ | K | ৭ | L | ৮ | L | ৯ | M | ১০ | K | ১১ | L | ১২ | N | ১৩ | K | ১৪ | L | ১৫ | L |
| | ১৬ | K | ১৭ | N | ১৮ | L | ১৯ | N | ২০ | L | ২১ | M | ২২ | L | ২৩ | M | ২৪ | N | ২৫ | L | ২৬ | K | ২৭ | L | ২৮ | M | ২৯ | K | ৩০ | L |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** বিনয় ও বিধু দুই বন্ধু। এবার তারা দু'জনেই এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বিনয় তার ভালো ফলে বেশ আশাবাদী। সে মনে করে, যেহেতু সে পরিশ্রম করেছে সেহেতু সে ভালো ফলাফল করবে। অপর দিকে বিধু মনে করে বিশ্ব জগৎ ঈশ্বরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। শিক্ষার্থী হিসেবে লেখাপড়া করা হচ্ছে তার কর্তব্য। সে নিষ্ঠার সাথে লেখাপড়া করে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেছে।

ক. মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কী? ১

খ. ভক্তিযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিনয় যে কর্মে বিশ্বাসী তার সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'বিধুর কর্মই হচ্ছে যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ'—মূল্যায়ন কর। ৪

**১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ঈশ্বর বা মোক্ষলাভ।

**খ** ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি। ভক্তির অশেষ শক্তি। এ শক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। অর্থাৎ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা করা হয় তাকে ভক্তিযোগ বলে।

**গ** বিনয় সকাম কর্মে বিশ্বাসী।

জীবন, জীবিকা ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষকে নানা কর্ম করতে হয়। কর্ম দুই প্রকার। যথা : সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম। যখন বিশেষ কোনো কর্মফলের আশায় কর্ম করা হলে তাকে সকাম কর্ম বলে। অর্থাৎ কামনা-বাসনা যুক্ত কর্ম। এই কর্মে কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অভিমান থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। এমন বোধ হয় আমি কর্ম করছি, আমি কর্মের কর্তা। কর্মের ফল আমিই ভোগ করব।

উদ্দীপকে বিনয় ও বিধু দুই বন্ধু। এবার দুজনেই এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বিনয় তার ভালো ফলে বেশ আশাবাদী। সে মনে করে যেহেতু সে পরিশ্রম করেছে সেহেতু সে ভালো ফলাফল করবে। যা সকাম কর্মকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, বিনয় সকাম কর্মে বিশ্বাসী।

**ঘ** 'বিধুর কর্মই হচ্ছে যোগ সাধানার ক্ষেত্রে কর্মযোগ'— উক্তিটি যথার্থ। কর্ম দুই প্রকারের আছে। সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মে কর্তা কর্ম করেন কোনো প্রকার ফলের আশা না রেখে। ব্যক্তি মনে করেন কর্মের কর্তা আমি নই, কর্মকাণ্ড আমার নয়। নিষ্কাম কর্মের ফল কর্মকর্তাকে স্পর্শ করে না।

নিষ্কাম কর্মই যোগসাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ। সকাম কর্মে বন্ধন হয় আর নিষ্কাম কর্মে মোক্ষ লাভ হয়। কর্মকে যোগে পরিণত করে তা অনুশীলন করলে অভীষ্ট মোক্ষলাভ সম্ভব। জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ হচ্ছে মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভ হলে জীবের আর পুনর্বার মানব শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

নিষ্কাম কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্মফল ঈশ্বরে যুক্ত করা হয়। এতে মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষলাভ সম্পর্কে বলেছেন। মোক্ষলাভ যুক্ত নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরের প্রিয়। নিষ্কাম কর্মকারী ব্যক্তির মোক্ষলাভ অর্জন হলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

উদ্দীপকে বিধু মনে করে বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। শিক্ষার্থী হিসেবে লেখাপড়া করা হচ্ছে তার কর্তব্য। সে নিষ্ঠার সাথে লেখাপড়া করে কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করেছে। যা নিষ্কাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, বিধুর কর্মই হচ্ছে যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ।

**প্রশ্ন ▶ ০২** শ্রীবাস বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান—নামযজ্ঞ, রথযাত্রায় যায়। সে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ়। এছাড়া ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে তার বেশ আগ্রহ। সে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথের মন্দিরসহ দেশ-বিদেশের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করেছে।

ক. পণাতীর্থস্থানটি কোন জেলায় অবস্থিত? ১

খ. দীপাবলি কী তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শ্রীবাস কী পালনের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'শ্রীবাস ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।'—এই মর্মে তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধর। ৪

**২নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পণাতীর্থস্থানটি সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

**খ** সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে দীপাবলি উৎসব পালিত হয়।

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। এই উৎসবে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। এটির মধ্য দিয়ে সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক- এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

**গ** শ্রীবাস ধর্মানুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

উদ্দীপকে শ্রীবাস বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান-নামযজ্ঞ, রথযাত্রায় যায়। সে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ়। সুতরাং বলা যায়, ধর্মানুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে শ্রীবাস সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে।

**ঘ** 'শ্রীবাস ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।'– মন্তব্যটি যথার্থ।

তীর্থস্থান ভ্রমণ করলে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থান পুণ্যস্থান আর সে পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। তীর্থভ্রমণ মানুষের মনের প্রসারতা বাড়ায়। তীর্থভ্রমণে গেলে মানুষের মধ্যকার সংকীর্ণতা দূর হয়। তীর্থভ্রমণে মনের উদারতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে মনে আসে স্বস্তি। এছাড়া তীর্থস্থানে মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মানুষের মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

উদ্দীপকে শ্রীবাসের ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে বেশ আগ্রহ। সে চট্টগামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথের মন্দিরসহ দেশ-বিদেশের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করেছে। এসব স্থান দর্মন করলে মন পবিত্র হয়। ধর্ম পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সমাজের সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তার দ্বারা সমাজ ও দেশের উন্নয়ন সাধিত হয়।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** অশোকের পিতা পাঁচ বছর বয়সে তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। গুরুর নির্দেশে সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে পঁচিশ বছর পর গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে–পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ পালনের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। এছাড়া সে এখন সমাজের প্রতিও নানা কর্তব্য পালন করে।

ক. যোগ দর্শনের প্রণেতা কে? ১
খ. 'আসন' কী তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অশোকের গুরুগৃহের শিক্ষালাভ কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অশোক গৃহে এসে কীভাবে তার জীবন অতিবাহিত করে–তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যোগ দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি।

**খ** দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্তির রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেবাবস্থানকে বলে আসন। যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসন রয়েছে অনেক প্রকারের, যেমন– পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি।

**গ** উদ্দীপকে অশোকের গুরুগৃহের শিক্ষালাভ ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবিত থাকার সময় ধরা হয় একশত বৎসর। এই শতবর্ষের জীবনকে চারটি স্তরে বা আশ্রমে বিভক্ত করা হয়। একে বলা হয় চতুরাশ্রম। প্রতিটি আশ্রমেই সুনির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম রয়েছে। মানবজীবনের প্রথম আশ্রমের নাম হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমে গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে গরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর নির্দেশে শিষ্যকে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে হয়। উদ্দীপকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অশোকের পিতা পাঁচ বছর বয়সে তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। গুরুর নির্দেশে সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। যা ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, অশোকের গুরুগৃহের শিক্ষা লাভ ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অন্তর্গত।

**ঘ** উদ্দীপকে অশোক গার্হস্থ্য আশ্রমে জীবনযাপন করে।

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

**প্রশ্ন ▶ ০৪** গাত্র হরিদ্রা ——— যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা

পর্ব-১ পর্ব-২

ক. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ১
খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে উপরের কোন পর্ব পালনের মাধ্যমে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন ও নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই গায়ে হলুদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।–বিশ্লেষণ কর। ৪

**৪নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** সম্প্রদান হলো বিবাহের মূল পর্ব।

**খ** বিবাহের দিন কিংবা আগের দিন বর ও কনে উভয়পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করেন। উভয়কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

**গ** নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে পর্ব-২ তথা যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা পর্বের পালনের মাধ্যমে।

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে। অনেক স্থানে কলাগাছ বেষ্টিত বিবাহ আসরে বর কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর সম্মুখে কনে তার পিছনে। বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোণা একত্র করে একটা গিঁটও দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে পর্ব-২ তথা যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা পর্বের মাধ্যমে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নবজীবন লাভ করে।

**ঘ** সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন ও নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই গায়ে হলুদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য– মন্তব্যটি যথার্থ।

গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

**প্রশ্ন ▶ ০৫** মিতাদের বাড়িতে কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে একজন দেবতার পূজা করা হয়। তাঁর বাহন ময়ূর। মিতার ভাই ও বৌদির সন্তান কামনায় এই দেবতার পূজার আয়োজন করে। আর মুকুলদের বাড়িতে শ্রাবণ মাসে যে দেবীর পূজা করা হয় তাঁর বাহন গর্দভ। উভয় গৃহেই ভক্তিভরে দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী? ১
খ. লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুকুলদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তাঁর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মিতাদের বাড়িতে পূজিত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৫নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'পূজা' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো।

**খ** বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন- মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

**গ** মুকুলদের বাড়িতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। উক্ত পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

শীতলা লৌকিক দেবী। শীতলা দেবীর কথা পুরানে উল্লেখ থাকায় তিনি পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলা পূজা করা হয়। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়।

দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অবিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী, মাথায় কুলাকৃতির মুকুট এবং গর্দভের উপর উপবিষ্ট। গর্দভ তার বাহন। স্কন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দুহাতবিশিষ্ট। তার দুহাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারণী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ।

**ঘ** মিতাদের বাড়িতে কার্তিক দেবতার পূজা করা হয়। উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

কথায় বলে কার্ত্তিকের মতো চেহারা, অর্থাৎ কার্ত্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন। কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবেও পূজা করা হয়। কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের ন্যায় অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্ত্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পরি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।

আমাদের সকলকেই কার্ত্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** প্রীতির মায়ের ডায়াবেটিস। প্রীতি যাতে এ রোগে আক্রান্ত না হয় সে জন্য সে নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। যে আসনটি দেখতে লাঙ্গালের মতো দেখায়। প্রীতির প্রতিবেশী স্মৃতির হাত-পা কাঁপে, হাঁটতে অসুবিধা হয়। প্রীতির পরামর্শে সেও অন্য একটি আসন অনুশীলন করে। যা দেখতে বৃক্ষের মতো দেখায়। অনুশীলনের ফলে স্মৃতি এখন পায়ে জোর পায় এবং চলাফেরায় ক্ষমতা বেড়েছে।

ক. হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে 'যোগ' মানে কী? ১
খ. 'অপরিগ্রহ' ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রীতির অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতির আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৬নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** হিন্দুধর্মশাস্ত্রে 'যোগ' অর্থ মিলন।

**খ** অপরিগ্রহ মানে গ্রহণ না করা। অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও গ্রহণ না করা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুস্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

**গ** প্রীতির অনুশীলনকৃত আসনটি হলো হলাসন। এ আসনটি অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গাল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হল অর্থাৎ লাঙ্গালের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। এ আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো– পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু পাশে রাখতে হবে। এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদূর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিন বার অনুশীলন করতে হবে। এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপাসহ পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। এগুলো ছাড়াও আসনটি অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতির আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়,

চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আমরা এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করব।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** ব্রজমোহনবাবু সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না, দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন না। দান ও দয়া তাঁর দু'টি প্রধান নৈতিক গুণ। সহকর্মী অনীল বাবু সর্বদা বিষণ্ন থাকেন। তিনি অল্পতেই রেগে যান। কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের জন্য অনেক সময় লোভের বশবর্তী হয়ে অসৎ পথ অবলম্বন করেন। পরিণামে তার অধঃপতন হয়েছে।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১
খ. ''ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ'—ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্রজমোহন বাবুর চরিত্র তোমার পাঠ্যবইয়ের কাদের স্বরূপের সাথে মিল খুঁজে পাও? ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের অনীলবাবুর চরিত্র অধার্মিকেরই প্রতিচ্ছবি'—তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

**খ** কোন বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

**গ** ব্রজমোহন বাবুর চরিত্র আমার পাঠ্যবইয়ের ধার্মিকের স্বরূপের সাথে মিল খুঁজে পায়।
ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ, প্রভৃতি) যার মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন।
ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন। তার প্রজ্ঞা তাকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্যশক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী ও বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনো সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না বা দুঃখে ভেঙে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ।

**ঘ** 'উদ্দীপকের অনীল বাবুর চরিত্র অধার্মিকেরই প্রতিচ্ছবি'— মন্তব্যটি যথার্থ। অধার্মিক সবসময় অতৃপ্ত থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ন থাকেন। কাম তাকে তাড়িত করে, ক্রোধ তাকে উত্তেজিত করে, লোভ, তাকে আকর্ষণ করে ও তার অধঃপতন ঘটায়। ইহলোকে তিনি কুকর্মে লিপ্ত থাকেন। কখনো কখনো কৃত কুকর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ড ভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কুকর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।
তবে অধর্মের পথ পরিবহার করে ধর্মপথে চললে পাপীও পরিশুদ্ধ হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। লাভ করতে পারে পরম করুণাময় ভগবানের করুণা। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন। ধর্মের জয় হয়। অধর্মের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান।

**প্রশ্ন ▸ ০৮** সজীবের সাথে পরিবারের অন্যদের সম্পর্ক এখন আর ভালো নেই। সে স্বাভাবিক জীবন থেকে এখন অনেকটাই দূরে সরে গেছে। তার বিবেক বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। বর্তমানে সে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। সজীবের এক সময়ের সহপাঠী সিক্ত সাধু-সজ্জন-বৈষ্ণব সবাইকে দেখলেই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়। কারও সাথে দেখা হলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১
খ. ধর্মপথের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সজীবের পরিণতি কীসের কুফল? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সিক্তের আচরণটির গুরুত্ব তুলে ধর। ৪

### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'প্রণাম করি' বাক্য বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়।

**খ** ধর্মপথ হচ্ছে ন্যায়ের পথ। সত্যের পথ, অহিংসা এবং কল্যাণের পথ। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আমরা ধর্ম পালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা জানি, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

**গ** উদ্দীপকে সজীবের পরিণতি ধূমপানের কুফল।
ধূমপান ও মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধন করে। ধূমপানের ফলে নানাবিধ রোগ হয়। যেমন— নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যানসার, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, হৃদরোগ ইত্যাদি। তাছাড়া ধূমপান শুধু ধূমপায়ীরই ক্ষতি করে না, অন্যদেরও ক্ষতির কারণ হয়।
মাদক গ্রহণেও নানা প্রকার অসুখ হয় এবং মাদকাসক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যায়। মাদক গ্রহণে মানসিক ক্ষতি হয়। মাদকাসক্ত অবস্থায় বিবেক বুদ্ধি লোপ পায় মাদকাসক্তের চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কবিকৃতিও ঘটতে পারে। মাদকদ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে মাদকাসক্ত অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না। মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন পর্যন্ত শিথিল হয়ে যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সজীবের সাথে পরিবারের অন্যদের সম্পর্ক এখন আর ভালো নেই। সে স্বাভাবিক জীবন থেকে এখন অনেকটাই দূরে সরে গেছে। তার বিবেক বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। বর্তমানে সে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাই বলা যায়, সজীবের পরিণতি ধূমপানের কুফল।

**ঘ** সিক্তের আচরণে শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিষ্টাচার আদর্শ জীবনের জন্য অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ গুণটি অর্জন করে মানুষ পশু থেকে আলাদা হতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তি কাউকে হেয় করে না, তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব এ সকল বিষয় তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তার কাছে সকলেই সমানরূপে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। পিতা-মাতা, পরিবারের লোকজন যেমন তার প্রিয় তেমনি আত্মীয় নয় এমন লোকও তার কাছে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত।

অনুচ্ছেদের সিক্ত শিষ্টাচারের গুণে উদ্ভাসিত। পিতা-মাতাকে সে যেমন শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তেমনি সমাজের অন্য সকলের প্রতিও তার আচরণ এমনই। এমনকি সে তার সহপাঠীদের প্রতিও খুব মমতাশীল। তাদেরকে সে শুভেচ্ছা জানায়, ছোটোদেরও সিক্ত আদর করে। তার আচরণ থেকে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়।

তাই সিক্তের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** **দৃশ্যকল্প-১ :** মিঠুন জানতে পারে আধুনিক গবেষকদের মতে 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক' খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন।

**দৃশ্যকল্প-২ :** মিঠুন আরও জানতে পারে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য চররূপে পৃথিবীতে মুনির পুত্র হয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে আবির্ভূত হন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে যে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন তা আটটি ভাগে বিভক্ত।

ক. বিশ্বামিত্রের পুত্রের নাম কী? ১
খ. অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিঠুনের জানা 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনকের' চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনকের' অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বিশ্বামিত্রের পুত্রের নাম সুশ্রুত।

**খ** ঈশ্বর ও জীব তথা পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব মনে করে যে মতবাদ তাকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্যের ধর্মের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।

**গ** উদ্দীপকে মিঠুনের জানা ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক সুশ্রুত।

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য।

আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ মিঠুন জানতে পারে আধুনিক গবেষকদের মতে 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক' খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। যা মূলত ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক সশ্রুতকে নির্দেশ করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদান অপরিসীম।

**ঘ** আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনকের তথা চরকের অবদান অপরিসীম।

চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়। মানুষের চিকিৎসা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যে চরক সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

চরকই প্রথম মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন– রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

সুতরাং বলা যায়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক চরকের অবদান অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ১০** বিধান বাবু পরিবারের গর্ব। তিনি সমাজ, দেশ ও জাতির অহঙ্কার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং দেশকে স্বাধীন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি থেমে থাকেননি। বর্তমানে তিনি গরীব দুঃখিদের যথাসাধ্য দান করেন। অনেক সময় নিজে না খেয়ে তাদেরকে খেতে দেন।

ক. রামায়ণ কে রচনা করেন? ১
খ. উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মুক্তিযোদ্ধা বিধান বাবু তোমার পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বর্তমানে বিধান বাবুর কর্মকাণ্ড রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি–বিশ্লেষণ কর। ৪

**১০নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি।

**খ** উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারো সাথে কারো কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারো ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা।

**গ** মুক্তিযোদ্ধা বিধান বাবু আমার পাঠ্যবইয়ে তরণীসেনের চরিত্রকে নির্দেশ করে।

তরণীসেন ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। তিনি সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধা প্রাণ ত্যাগ করে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয় শ্মশানে। এ অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান তরণীসেন। এ যুদ্ধে রামের বৈষ্ণব অস্ত্রে তরণীসেন মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত এভাবেই সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিধান বাবু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। এজন্য তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। বিধান বাবুর এ ঘটনার মাধ্যমে তরণীসেনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। তরণীসেন মাত্র বারো বছরের বালক হয়েও সৎসাহস দেখিয়েছেন। দেশ এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাই বলা যায়, বিধান বাবু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরণীসেনের মতো সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

**ঘ** বর্তমান বিধান বাবুর কর্মকাণ্ড রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি– মন্তব্যটি যথার্থ।

রন্তিবর্মা নামে একজন প্রজাবৎসল ও কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবমা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এ আটচল্লিশ দিনে কেউ তাকে কিছুই দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি। উনপঞ্চাশতম দিবসে একভক্ত তাকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। হঠাৎ তার সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতদিন কিছুই খায়নি। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন, এর সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। এরই নাম মানবতাবোধ।

উদ্দীপকের বিধান বাবুও মানুষের সেবা তথা মানবতার জন্য জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করে গেছেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিধান বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১১** রাজীব ও দীপঙ্কর আচন্ডালে হরিনাম বিলাতো। একদিন মদ্যপ দুই ভাই 'ক' ও 'খ' দীপঙ্করের সম্মুখে পড়ে। সে সময় দীপঙ্কর হরিনামে মেতে ছিলেন। তা দেখে 'ক' তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে দীপঙ্করের মাথায় আঘাত করে। একথা শুনে রাজীব ছুটে আসে। পরবর্তীতে দুই ভাই ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে রাজীব ও দীপঙ্কর দুই ভাইকে ক্ষমা করে প্রেমভক্তি দিয়ে আপন করে নিলেন।

ক. অবতার কয় ধরনের? ১

খ. শ্রীমা আশ্রমে ব্যায়ামাগার গড়ে তুললেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দীপঙ্কর তোমার পঠিত বিষয়ের কার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'রাজীব' প্রভু শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিচ্ছবি–বিশ্লেষণ কর। ৪

## ১১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অবতার দুই প্রকার। যথা– অংশাবতার ও পূর্ণাবতার।

**খ** শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হয়। এজন্য যোগ্যব্যায়াম প্রয়োজন। তাই আশ্রমে তিনি একটি ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন।

**গ** উদ্দীপকের দীপঙ্কর আমার পঠিত বিষয়ের প্রভু নিত্যানন্দের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রভু নিত্যানন্দ সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারপর থেকে দুজনে নবদ্বীপে প্রেমভক্তি প্রচার করতে লাগলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নেচে গেয়ে হরিনাম বিলাতেন। তিনি কৃষ্ণনামের সঙ্গে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারক রূপে গৌড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। ধর্মতত্ত্বের কোনো বিচার বিশ্লেষণ বা তর্ক-বিতর্ক নেই, আচার অনুষ্ঠানের কোনো বাড়াবাড়ি নেই, শুধু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ আর কৃষ্ণনাম। এভাবে প্রেমভক্তি আর কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি অনেক পাপী-তাপীকে উদ্ধার করেছেন। সকলকে কৃষ্ণভক্তরূপে ভালোবেসেছেন। তাঁর এই জীবোদ্ধারের কথা সারা গৌড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দলে-দলে লোকজন তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকে। এর ফলে হিন্দুধর্ম ও সমাজ জীবনে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সকলে সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গৌড়বাসীর অন্তরে।

উদ্দীপকে দীপঙ্করের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে প্রভু নিত্যানন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** 'রাজীব' প্রভু শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিচ্ছবি– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে রাজীবের জীবনের ঘটনাগুলো আমার পাঠ্যবইয়ের প্রভু নিত্যানন্দের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ প্রভু নিত্যানন্দের কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম বিনয়ের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের আলোচনা আমরা দেখতে পাই, নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর একদম মন ছিল না। ধর্মকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। খেলার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন। সর্বদা কৃষ্ণের কথা ভাবতেন। কীভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে সর্বক্ষণ এটাই ছিল তার ভাবনা। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুড়ে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন কাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে। তিনি ব্যাকুল হয়ে পাগলের মতো শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণ তাকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দেন এবং তাকে নির্দেশ দেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে প্রেমভক্তি প্রচারে যোগ দিতে। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে নেচে গেয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে হরিনাম বিলাতে লাগলেন। ফলে ফলে দলে দলে লোক তাদের অনুসারী হলো। জগাই-মাধাইয়ের মতো অসংখ্য পাপীকে তিনি কৃষ্ণনামের দ্বারা উদ্ধার করেন। গৌরাঙ্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গৌড়রাজ্যে, বিশেষ নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণনামের সাথে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরূপে গৌড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। সকলে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গৌড়বাসীর অন্তরে।

আলোচ্য উদ্দীপকে প্রভু নিত্যানন্দের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি রাজীবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই রাজীব শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিচ্ছবি– উক্তিটি যথার্থ।

# চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময়– ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

**১. ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয় কাকে?**
ক) সুশ্রুতকে খ) বাসুদেবকে গ) চরককে ঘ) বিশ্বামিত্রকে

**২. কত সালে শ্রী রামকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন?**
ক) ১৮৬৬ খ) ১৮৭৬ গ) ১৮৮৬ ঘ) ১৮৮৮

**৩. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণ কোনটি?**
ক) সহিষ্ণুতা খ) বেদ গ) ক্ষমা ঘ) দয়া

**৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুশ্রুতের অবদান কোনটি?**
ক) হাড়ের চিকিৎসার উদ্ভাবন করেন
খ) চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিপাককে গুরুত্ব দেন
গ) রোগ চিকিৎসায় অস্ত্রোপাচারের সূচনা করেন
ঘ) হৃদপিন্ডকে মানব দেহের নিয়ন্ত্রক বলে চিহ্নিত করেন

**৫. শঙ্করাচার্যে প্রতিষ্ঠিত মঠগুলো হলো —**
i. সারদা মঠ ii. গোবর্ধন মঠ iii. যোশী মঠ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**৬. 'মোহমুদ গর' কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক) শ্রী বিজয় কৃষ্ণ খ) শ্রী শঙ্করাচার্য
গ) মীরাবাঈ ঘ) শ্রীমা

**□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কমল প্রায়ই ক্ষুধামন্দা ও আমাশয়ে ভোগে। এ থেকে পরিত্রাণের আশায় সে নিয়মিত একটি যোগাসন অনুশীলন করে। অন্যদিকে, তার ঠাকুরমার ইদানিং হাত, পা কাঁপে। তাই সেও একটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করে।

**৭. কমলের ঠাকুর মা কোন আসন অনুশীলন করে?**
ক) গোমুখাসন খ) বৃক্ষাসন গ) পদ্মাসন ঘ) গরুড়াসন

**৮. কমলের অনুশীলনকৃত আসনের মাধ্যমে —**
i. যকৃৎ ভালো থাকে ii. হজমশক্তি বাড়ে
iii. কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**৯. "কখনো পরনিন্দা করবে না"— এটি কার উপদেশ বাণী?**
ক) স্বামী বিবেকানন্দের খ) শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর
গ) শ্রী রাম কৃষ্ণের ঘ) শ্রী শঙ্করাচার্যের

**১০. "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" — কোন গ্রন্থের শ্লোক?**
ক) ঋগ্বেদ খ) সংহিতা গ) ব্রাহ্মণ ঘ) আরণ্যক

**১১. 'যুগটিলা' তীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত?**
ক) শ্রীপুর খ) শ্রীহট্ট গ) পাবনা ঘ) চট্টগ্রাম

**□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
উপেন সন্তান জন্মের পর তার মুখে মধু দিয়ে একটি সংস্কার পালন করে। অন্যদিকে, বিমল বাবুর কন্যা সাথীকে নতুন কাপড় ও অলংকার দ্বারা সাজিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই দিনটি ছিল সাথীর জীবনের বিশেষ দিন।

**১২. উপেন নিচের কোন সংস্কারটি পালন করে?**
ক) পুংসবন খ) জাতকর্ম গ) উপনয়ন ঘ) অনুপ্রাশন

**১৩. সাথীর জীবনের বিশেষ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হলো —**
i. পুরুষ সন্তানের পিতা হয়ে লাভ করবে পিতৃত্ব
ii. নারী মাতা হয়ে লাভ করে মাতৃত্ব
iii. নারী-পুরুষের মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**১৪. আধ্যাত্মিক কামধেনু কী?**
ক) মন খ) আসন গ) যোগ ঘ) ব্রহ্মচর্য

**১৫. শ্রীমং অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়?**
ক) নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গালবন্দ খ) গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি
গ) সুনামগঞ্জের পনাতীর্থ ঘ) চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড

**১৬. কোন তিথিতে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়?**
ক) অস্টমী-নবমী খ) নবমী- দশমী
গ) দশমী-একাদশী ঘ) একাদশী-দ্বাদশী

**১৭. মীরাবাঈয়ের পিতার নাম কী?**
ক) রাজসিংহ খ) রত্নসিংহ গ) দুধাজী ঘ) শূরতানসিংহ

**১৮. বীরের ধর্ম এবং কর্তব্য হলো —**
i. ধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ করা ii. যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৎ সাহস দেখানো
iii. আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**১৯. কার্ত্তিকের জন্ম হয়েছিল কেন?**
ক) মহিষাসুরকে বধ করার জন্য
খ) তারকাসুরকে বধ করার জন্য
গ) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরকে বধ করার জন্য
ঘ) বানাসুরকে বধ করার জন্য

**২০. ভগবানের পূর্ণাবতার কে?**
ক) শিব খ) গণেশ গ) শ্রীকৃষ্ণ ঘ) ব্রহ্মা

**২১. 'ওড়াকান্দি' তীর্থ স্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক) নোয়াখালী জেলায় খ) সুনামগঞ্জ জেলায়
গ) গোপালগঞ্জ জেলায় ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলায়

**২২. প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন একজন —**
i. সংসারী ii. প্রেমভক্তির অনুসারী
iii. শাক্ত
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**২৩. কোন দেবীর অপর নাম চামুন্ডা?**
ক) দুর্গা খ) কালী গ) শীতলা ঘ) লক্ষ্মী

**২৪. "অহমাত্মা গুড়া কেশ সর্বভূতা-শয়াস্থিত"। এটি গীতার কোন অধ্যায়ের শ্লোক?**
ক) দ্বিতীয় অধ্যায় খ) চতুর্থ অধ্যায় গ) অস্টম অধ্যায় ঘ) দশম অধ্যায়

**২৫. মুক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি। এর যথার্থ কারণ হলো —**
i. চিত্তের প্রশান্তি ii. যোগ সাধনা
iii. মনশুদ্ধ ও শান্ত করা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রূপা ও রনি দুই ভাই-বোন। তারা দুজনই ডাক্তারি পড়ছে। রূপার স্বপ্ন সে পড়াশুনা শেষ করে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। অন্যদিকে, রনির ইচ্ছা সে পড়াশুনা শেষ করে অনেক অর্থ ও বিত্তের মালিক হওয়ার চেস্টা করবে।

**২৬. রূপার এ কথাটি —**
ক) সকাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত খ) নিষ্কাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত
গ) নিত্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত ঘ) রাজযোগ কর্মের অন্তর্ভুক্ত

**২৭. রনির ডাক্তার হবার পিছনে সকাম কর্ম কাজ করছে —**
i. ধনী হতে চায় ii. যশ ও খ্যাতি চায়
iii. পরোপকার করতে চায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**২৮. পুরানো রেণুকা নদী বর্তমানে কী নামে পরিচিত?**
ক) লাভা নদী খ) যাদুকাটা নদী গ) গঙ্গা নদী ঘ) যমুনা নদী

**২৯. অশৌচ পালন করা হয় কেন?**
ক) দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য
খ) মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য
গ) পূর্ব পুরুষের প্রতি শ্রাদ্ধ তর্পণ করার জন্য
ঘ) মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য

**৩০. বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় কেন?**
ক) অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য
খ) শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য
গ) অমঙ্গালকে দূর করার জন্য
ঘ) দুঃখকে বিনাশ করা জন্য

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমানজ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। তাপস ও শ্যামল দুই বন্ধু। তাপস প্রতিমার সামনে বসে বিভিন্ন পূজা উপকরণ দিয়ে পূজা সম্পন্ন করে। অপরদিকে শ্যামল কোনো বিগ্রহ ছাড়াই চোখ বুজে এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাঁকে পেতে চায়।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১

খ. কখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তাপসের উপাসনায় যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তাপস ও শ্যামলের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২। প্রণববাবু ছেলেমেয়ে স্ত্রীসহ পরিবারে সকলের দেখাশুনা করেন এবং ব্যয়ভার বহন করেন। অতিথি সেবাসহ সমাজের জন্য সকলের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে বিজয় বাবুর বয়স হয়েছে। তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে মঠ, মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। দুপুরের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। সকল সময় তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১

খ. 'প্রাণায়াম' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রণববাবুর কাজটি মানবজীবনের কোন আশ্রমের পর্যায়ভুক্ত তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিজয়বাবুর কাজের মাধ্যমে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। মিতুলের বাবা ধীমানবাবু চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক মহান চিকিৎসকের কথা বলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি প্রথম মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেন। এতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে চয়নও ছিলেন একজন মহান চিকিৎসক যিনি কাটাছেড়া বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা দিতেন। তিনি ভেষজবিদ্যার উপর চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১

খ. ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে পৃথিবীতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিতুলের বাবা যে মহান চিকিৎসকের কথা বলেছেন তাঁর অবদান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চয়নের মধ্যে যে মহান চিকিৎসার আদর্শ লুকায়িত আছে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীরা গুড়া রং মাখামাখি করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। উৎসবে 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অন্যদিকে, মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে কয়েকদিনব্যাপী চলে এ অনুষ্ঠানটি। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ এসে যোগ দেয় এ অনুষ্ঠানে। রাম ও কৃষ্ণের নাম বার বার উচ্চারিত হতে থাকে এ অনুষ্ঠানে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। অভীক বাবু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। যুদ্ধ শেষে তিন মাস পর বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁর এক হাত কাটা যায়। এতে তাঁর কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ ও দেশের মানুষ আজ শত্রুমুক্ত স্বাধীনদেশ হিসেবে মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অপরদিকে, রিদম নৌকায় নদী পার হচ্ছিল। এমন সময় একটি শিশু মায়ের কোল থেকে নদীতে পড়ে যায়। রিদম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুশি হয় এবং রিদমকে আশীর্বাদ করে।

ক. 'অযাচক বৃত্তি' কী? ১

খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে অভীক বাবুর কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রিদমের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৬। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ পূজাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরিব শ্রেণিভেদে নতুন জামাকাপড় পরে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে মালতী দেবীর বিবাহের একযুগ পার হয়েছে কিন্তু তার কোনো সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের আশায় বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। এতে করে এক বছরের মধ্যে মালতীর কোল আলো করে ফুটফুটে সন্তানের জন্ম হয়।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. কোন পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসীরা যে বিশেষ দেবীর পূজা করে, উক্ত দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মালতী যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। অধীরের বাবার মৃত্যুতে অধীর পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় কিছু কাজ শেষ করে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সাথে কিছু লোক কাঠ, বাঁশ নিয়ে পিছন পিছন যায়। শ্মশানের সকল কাজ সম্পন্ন করে সকলে মিলে বাড়ি ফিরে আসে। অপরদিকে, প্রণব তার বাবার আত্মার শান্তি কামনায় কিছু নিয়ম পালন করে। নিয়ম হিসেবে বাবার মৃত্যুর দিন থেকে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত নিরামিষ খেয়ে নিজেকে সাধন ভজনের উপযোগী করে তোলে।
ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১
খ. হিন্দু বিবাহের মূল পর্বের ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. অধীরের সম্পন্নকৃত কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রণবের কার্যকলাপে যে বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করে ক্লাস শেষ করেন। অন্যদিকে দীপক ছিল সৎ ন্যায়পরায়ণ। সে পিতার সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সে কোনো কিছু ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অন্যের সুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করে।
ক. মহাভারত রচনা করেন কে? ১
খ. উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষক শিমুলবাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে যে বিষয়ের আলোচনা করেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দীপকের মধ্যে পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' গঠনের যে কাহিনি বর্ণিত আছে তার শিক্ষা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। শিশির বাবু এমন একজন মানুষ যিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। সকল শ্রেণির লোককে সমান চোখে দেখতেন। তিনি আমেরিকায় ধর্মসভায় ভাষণ দেওয়ায় তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে পরিচিত হন। অপরদিকে পরিমলবাবু ছিলেন কালীর সাধক। তিনি বিভিন্ন ধর্মচর্চার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন।
ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. 'হিতসঞ্চারিণী' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শিশির বাবুর মধ্যে কোন মহামানবের প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পরিমল বাবুর মধ্যে যে মহাপুরুষের আদর্শ লুকায়িত আছে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। রবিন প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনের ফলে বৃক্ক সবল হয়। শিক্ষা জীবনে লেখাপড়া ভালো হয়। শরীর লম্বা হয়। অপরদিকে প্রবীর একটি আসন অনুশীলন করে, যার ফলে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানো যায়। এ আসন অনুশীলনের সময় শরীর গাছের মতো দেখায়।
ক. স্তেয় কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবিনের অনুশীলনকৃত আসনটির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রবীরের অনুশীলনকৃত আসনটির মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। অনিক একজন ছোট বালক। সে অল্প বয়সে শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সকল জায়গায় সে শ্রীহরিকে দেখতে পায়। হরিভক্তির জন্য তাকে তার পিতা বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রী হরির কৃপায় সকল বিপদ থেকে অনিক রক্ষা পায়। অন্যদিকে নয়ন বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় পথের ধারে একটি নতুন ব্যাগ দেখতে পায়। ব্যাগটিতে টাকা ভর্তি ছিল। ব্যাগের গায়ে লেখা ঠিকানায় ব্যাগটি মালিককে পৌঁছে দিয়ে আসে। মালিক ব্যাগটি পেয়ে খুশি হয়।
ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১
খ. মাদক সেবন অধর্ম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অনিকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নয়নের মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | M | ২ | M | ৩ | L | ৪ | M | ৫ | N | ৬ | L | ৭ | L | ৮ | N | ৯ | L | ১০ | K | ১১ | L | ১২ | L | ১৩ | L | ১৪ | M | ১৫ | M |
| | ১৬ | K | ১৭ | L | ১৮ | K | ১৯ | L | ২০ | M | ২১ | M | ২২ | L | ২৩ | L | ২৪ | N | ২৫ | L | ২৬ | L | ২৭ | K | ২৮ | L | ২৯ | L | ৩০ | M |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** তাপস ও শ্যামল দুই বন্ধু। তাপস প্রতিমার সামনে বসে বিভিন্ন পূজা উপকরণ দিয়ে পূজা সম্পন্ন করে। অপরদিকে শ্যামল কোনো বিগ্রহ ছাড়াই চোখ বুজে এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাঁকে পেতে চায়।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১

খ. কখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তাপসের উপাসনায় যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তাপস ও শ্যামলের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়।

**খ** হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে– যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

**গ** তাপসের সাকার উপাসনার দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

দেব-দেবীরা হলেন ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। সাকার বা প্রতীক উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এ সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়।

উদ্দীপকে তাপস প্রতিমার সামনে বসে বিভিন্ন পূজা উপকরণ দিয়ে পূজা সম্পন্ন করেন। যা পাঠ্য বইয়ের সাকার উপাসনার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তাপসের সাকার উপাসনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে তাপস সাকার উপাসনা ও শ্যামল নিরাকার উপাসনা করেন। এ উভয় উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১. **হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা :** ঈশ্বরের উপাসনা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে।

২. **মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা :** উপাসনা মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে, মনের আবেগকে পরিশুদ্ধ, উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **ভক্তদের মনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সৃষ্টি করা :** উপাসনা ভক্তদের ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে গভীর চেতনার সৃষ্টি করে।

৪. **মানসিক অবস্থার উন্নতি করা :** উপাসনা মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে, মনের কুটিলতা দূর করে এবং মনকে শুদ্ধ করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। উপাসনা মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, আমিত্ব, হিংসা বিদ্বেষ দূর করে।

৫. **ভক্ত ও ঈশ্বরকে মুখোমুখি করা :** উপাসনার মাধ্যমে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে সে তাকে নিজের চোখে অবলোকন করতে পারে।

৬. **মোক্ষলাভ :** মোক্ষ অর্থ চিরমুক্তি। দেহান্তরের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। কিন্তু পুণ্যবলে এক সময় আর দেহান্তর হয় না। তখন জীবাত্মাকে আর অন্যদেহে যেতে হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। একে বলে মোক্ষ, মোক্ষলাভ। উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ, শেষে মোক্ষলাভ।

**প্রশ্ন ▶ ০২** প্রণববাবু ছেলেমেয়ে স্ত্রীসহ পরিবারে সকলের দেখাশুনা করেন এবং ব্যয়ভার বহন করেন। অতিথি সেবাসহ সমাজের জন্য সকলের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে বিজয় বাবুর বয়স হয়েছে। তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে মঠ, মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। দুপুরের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। সকল সময় তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১

খ. 'প্রাণায়াম' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রণববাবুর কাজটি মানবজীবনের কোন আশ্রমের পর্যায়ভুক্ত তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিজয়বাবুর কাজের মাধ্যমে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে।

**খ** শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন– রেচক, পূরক এবং কুম্ভক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে ধরে রাখার নাম কুম্ভক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

**গ** প্রণব বাবুর কাজটি মানব জীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমের পর্যায়ভুক্ত।

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে প্রণব বাবুর ছেলেমেয়ে স্ত্রীসহ পরিবারের সকলের দেখা-শুনা করেন এবং ব্যয়ভার বহন করেন। অতিথি সেবাসহ সমাজের জন্য সকলের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, প্রণব বাবুর কাজটি মানব জীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমের পর্যায়ভুক্ত।

**ঘ** উদ্দীপকের বিজয় বাবু শেষজীবনে সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করে নির্জনে বসবাস করেন। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান এবং খাবারের জন্য লোকালয়ে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করেন। তিনি সবসময় ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকেন। এখানে বিজয় বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ সম্ভব বলে আমি মনে করি। এর পক্ষে আমার যুক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে ও দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের সব স্মৃতি পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। এর ফলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। শাস্ত্রবচনে জানা যায়, 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে–

কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহাদি কর্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

পরিশেষে বলা যায়, জীবনে ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ০৩** মিতুলের বাবা ধীমানবাবু চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক মহান চিকিৎসকের কথা বলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি প্রথম মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেন। এতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে চয়নও ছিলেন একজন মহান চিকিৎসক যিনি কাটাছেড়া বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা দিতেন। তিনি ভেষজবিদ্যার উপর চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১

খ. ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে পৃথিবীতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিতুলের বাবা যে মহান চিকিৎসকের কথা বলেছেন তাঁর অবদান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চয়নের মধ্যে যে মহান চিকিৎসার আদর্শ লুকায়িত আছে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৩নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাকে পূর্ণাবতার বলে।

**খ** বিষ্ণু সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা। এ বিশ্বে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিপদে পড়লে বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে।

**গ** মিতুলের বাবা মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের কথা বলেছেন। তার অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকে মিতুলের বাবা ধীমান বাবু চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক মহান চিকিৎসকের কথা বলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি প্রথম মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেন। এতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা পাঠ্যপুস্তকের মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

সুশ্রুত দিবোদাসের নিকট আয়ুর্বেদ শিখে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার নিজের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন। গ্রন্থের নাম দেন 'সুশ্রুত' বা 'সুশ্রুতসংহিতা'।

সুশ্রুতসংহিতা প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত– সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান এবং কল্পস্থান। এতে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, পীড়া, ঔষধ, অস্থি, চিকিৎসা, রোগের লক্ষণ, পথ্যাপথ্য ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদমতে, চিকিৎসা করতে হলে সুশ্রুতসংহিতায় বিশেষ জ্ঞান থাকতে হয়। বর্তমান কালেও চিকিৎসা জগতে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে 'সুশ্রুতসংহিতা' বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। 'সুশ্রুতসংহিতা' রচনার করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে চয়নের মধ্যে মহান চিকিৎসক চরকের আদর্শ লুকায়িত রয়েছে। তার শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে চয়ন ছিলেন একজন মহান চিকিৎসক যিনি কাটা-ছেঁড়া বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা দিতেন। তিনি ভেষজবিদ্যার উপর চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এসব বৈশিষ্ট্য মহান চিকিৎসক চরকের সাথে মিল রয়েছে। চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

চরক মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পূর্বে আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রমুখ আরো চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা বৈদ্যক বা চিকিৎসা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। চরক সে-সবের সংস্কার ও সারাংশ গ্রহণ করে একখানা নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার নাম 'চরকসংহিতা'। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এটি একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি আটটি ভাগে বিভক্ত– সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান।

চরকই প্রথম মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন – রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

চরক প্রজনন বিদ্যা সম্পর্কে জানতেন। এমনকি শিশুর লিঙ্গ নির্ণয়ের কারণসমূহও তিনি জানতেন। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি মানব দেহে দাঁতসহ ৩৬০টি অস্থির কথা বলেছেন। হৃৎপিণ্ডকে বলেছেন দেহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৩টি পথে এ কেন্দ্র সমগ্র শরীরের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান কালেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এ গ্রন্থের গুরুত্ব অনেক। চরকসংহিতা রচনা করে চরক সমগ্র মানব জাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

**প্রশ্ন ▶ ০৪** মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীরা গুড়া রং মাখামাখি করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। উৎসবে 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অন্যদিকে, মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে কয়েকদিনব্যাপী চলে এ অনুষ্ঠানটি। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ এসে যোগ দেয় এ অনুষ্ঠানে। রাম ও কৃষ্ণের নাম বার বার উচ্চারিত হতে থাকে এ অনুষ্ঠানে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

**খ** দীপাবলি ধর্মাচারের মাধ্যমে মনের কালিমা মুছে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়।

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক – এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়।

**গ** মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গালকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়।

উদ্দীপকে মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীরা গুড়া রং মাখামাখি করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। উৎসবে 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যা পাঠ্যবইয়ের দোলযাত্রার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মাধবীদের গ্রামের বাড়িতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠান অনষ্ঠিত হয়।

**ঘ** মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে মাধুরীদের বাড়ির সামনের মন্দিরে কয়েকদিন ব্যাপী চলে এ অনুষ্ঠানটি। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ এসে যোগ দেয় এ অনুষ্ঠানে। রাম ও কৃষ্ণের নাম বার বার উচ্চারিত হতে থাকে এ অনুষ্ঠানে। যা পাঠ্যবইয়ের নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাথে মিল রয়েছে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গালকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক জায়গায় এ সময় সমস্বরে বলা হয়- 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল'। ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীদের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন।

দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে একে অপরকে রাঙিয়ে দেয়। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এ পাঠটি পালনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং বৈষম্য হ্রাস পায়। সবাই সবাইকে আপন করে নেয়। বর্তমানে এ উৎসবটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দোলযাত্রা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**প্রশ্ন ▶ ০৫** অভীক বাবু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। যুদ্ধ শেষে তিন মাস পর বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁর এক হাত কাটা যায়। এতে তাঁর কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ ও দেশের মানুষ আজ শত্রুমুক্ত স্বাধীনদেশ হিসেবে মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অপরদিকে, রিদম নৌকায় নদী পার হচ্ছিল। এমন সময় একটি শিশু মায়ের কোল থেকে নদীতে পড়ে যায়। রিদম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুশি হয় এবং রিদমকে আশীর্বাদ করে।

ক. 'অযাচক বৃত্তি' কী? ১

খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে অভীক বাবুর কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রিদমের কর্মকান্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ৫নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** অযাচক বৃত্তি হলো উপাসনার এমন একটি রীতি, যে রীতি পালনের সময় অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, অন্য কেউ ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দান করবে তা দিয়েই জীবনযাপন করতে হবে।

**খ** মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না।

**গ** পাঠ্যপুস্তকের তরণীসেনের চরিত্রের সাথে অভীক বাবুর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

তরণীসেন ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। তিনি ছিলেন সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধারা প্রাণ ত্যাগ করে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয় শ্মশানে। এ অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান তরণীসেন। এ যুদ্ধে রামের বৈষ্ণব অস্ত্রে তরণীসেন মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত এভাবেই সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

উদ্দীপকে অভীক বাবু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। যুদ্ধ শেষে তিন মাস পর বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁর এক হাত কাটা যায়। এতে তাঁর কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ ও দেশের মানুষ আজ শত্রুমুক্ত স্বাধীনদেশ হিসেবে মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। যা পাঠ্যবইয়ের তরণী সেনের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, তরণীসেনের চরিত্রের সাথে অভীক বাবুর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে রিদমের কর্মকাণ্ডের তথা মানবতার শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মানবতা একটি মহৎ গুণ। এটি ধর্মের অঙ্গ। মানবতাবোধের উপস্থিতির কারণে মানুষ একে অন্যের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে। এই বোধই মানুষকে অন্যদের পাশে দাঁড়াতে উদবুদ্ধ করে। এই গুণটির কারণেই মানুষ নিরন্নকে অন্ন দিয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়ে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে। ফলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য, অকল্যাণ দূর হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবতার গুণের মাধ্যমে মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। অন্যেরও উপকার হয়। সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এ গুণটি থাকা উচিত। তাহলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানবতার মাধ্যমে মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে সার্থক করেছে, করেছে মহান। শাস্ত্রে অনেক মহাপুরুষের কাহিনির উল্লেখ রয়েছে যারা অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে মানবতার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন। পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম রয়েছে সব ধর্মেই মানবতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সব ধর্মেই মানুষের কল্যাণ করাকে পুণ্যময় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে রিদম নৌকায় নদী পার হচ্ছিল। এমন সময় একটি শিশু মায়ের কোল থেকে নদীতে পড়ে যায়। রিদম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটি উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুশি হয় এবং রিদমকে আশির্বাদ করে। যা মানবতাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মানবতার শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ পূজাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরিব শ্রেণিভেদে নতুন জামাকাপড় পরে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে মালতী দেবীর বিবাহের একযুগ পার হয়েছে কিন্তু তার কোনো সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের আশায় বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। এতে করে এক বছরের মধ্যে মালতীর কোল আলো করে ফুটফুটে সন্তানের জন্ম হয়।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. কোন পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসীরা যে বিশেষ দেবীর পূজা করে, উক্ত দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মালতী যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৬নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁদের বৈদিক দেবতা বলা হয়।

**খ** কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়।

অষ্টমী পূজার দিন কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

**গ** দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসীরা দুর্গাদেবীর পূজা করা হয়। দুর্গা দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

দেবী দুর্গা দশভুজা। তাঁর দশটি ভুজ বা হাত বলেই তাঁর এই নাম। তাঁর দশটি হাত তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপরে অবস্থিত চোখ - জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন।

সিংহ শক্তির ধারক। দুর্গা দেবীর গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশদিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন। দেবী দুর্গার ডানদিকে পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হলো খেটক (ঢাল), পূর্ণচাপ (ধনুক), পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু (কুঠার)। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

উদ্দীপকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ পূজাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরীব শ্রেণিভেদে নতুন জামা কাপড় পরে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। যা দুর্গা পূজাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসীরা দুর্গা দেবীর পূজা করে।

**ঘ** মালতী কার্তিক দেবতার পূজা করে। উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

দম্পতিরা কার্তিক পূজা করেন সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তান লাভের জন্য। কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়। তিনি নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের। কিন্তু অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তাকে অনুসরণ করে আমরা বিনয়ী ও নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি একটি আদর্শ সমাজ। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ন্যায় প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল নির্দশন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, পৌরাণিক দেবতা কার্তিক সৌন্দর্যের প্রতীক ও দেবতাদের সেনাপতি। যিনি সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক। তাই বাস্তব জীবনে কার্তিক পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ০৭** অধীরের বাবার মৃত্যুতে অধীর পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় কিছু কাজ শেষ করে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সাথে কিছু লোক কাঠ, বাঁশ নিয়ে পিছন পিছন যায়। শ্মশানের সকল কাজ সম্পন্ন করে সকলে মিলে বাড়ি ফিরে আসে। অপরদিকে, প্রণব তার বাবার আত্মার শান্তি কামনায় কিছু নিয়ম পালন করে। নিয়ম হিসেবে বাবার মৃত্যুর দিন থেকে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত নিরামিষ খেয়ে নিজেকে সাধন ভজনের উপযোগী করে তোলে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১

খ. হিন্দু বিবাহের মূল পর্বের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. অধীরের সম্পন্নকৃত কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রণবের কার্যকলাপে যে বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৭নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

**খ** বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখী বসাতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

**গ** অধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজটি সম্পন্ন করেছিল।

শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়।

তারপর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাঠ দিয়ে সহজে দাহকার্য সম্পন্ন করে।

উদ্দীপকে অধীরের বাবার মৃত্যুতে অধীর পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় কিছু কাজ শেষ করে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সাথে কিছু লোক কাঠ, বাঁশ নিয়ে পিছন পিছন যায়। শ্মশানের সকল কাজ সম্পন্ন করে সকলে মিলে বাড়ি ফিরে আসে। যা পাঠ্যপুস্তকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজটি সম্পন্ন করেছিল।

**ঘ** প্রণবের কার্যকলাপে অশৌচ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে। অশৌচ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুও আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

**প্রশ্ন ▶ ০৮** শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করে ক্লাস শেষ করেন। অন্যদিকে দীপক ছিল সৎ ন্যায়পরায়ণ। সে পিতার সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সে কোনো কিছু ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অন্যের সুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করে।

ক. মহাভারত রচনা করেন কে? ১

খ. উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শিক্ষক শিমুলবাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে যে বিষয়ের আলোচনা করেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দীপকের মধ্যে পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' গঠনের যে কাহিনি বর্ণিত আছে তার শিক্ষা বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৮নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন।

**খ** উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। জ্ঞানকাণ্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্যের কথা। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক অজানা রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্যবিদ্যাও বলা হয়। উপনিষদ থেকে আমরা উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করি।

**গ** শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে যে বিষয়ের আলোচনা করেন তা হলো ধর্ম ও ধর্মের লক্ষণ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অর্থাৎ তিনি ধর্ম এবং এর লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। ধর্ম শব্দটির অর্থ, 'যা ধারণ করে'। অর্থাৎ যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। ধর্মের কতগুলো লক্ষণ রয়েছে। এগুলোকে ধর্মের বিশেষ ও সাধারণ বা বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এ চারটিকে বলা হয়েছে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে। মনুসংহিতায় ধর্মের আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এ দশটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধর্মের সাধারণ বা বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**ঘ** উদ্দীপকের দীপকের মধ্যে পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মানবজীবনে চারিত্রিক উন্নতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে রামায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। সদা সৎ পথে চলা, সত্য কথা বলা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, কাউকে দুঃখ না দেওয়া এসব কথাই এখানে বর্ণিত আছে।

রামায়ণে রয়েছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেশপ্রেমে নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য ও আনুগত্য প্রকাশ। যেমন– রাজা দশরথের সত্য রক্ষা করতে রামের রাজত্ব ত্যাগ ও চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গমন। রামের সাথে সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস গমন পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বনবাসের কালে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং রাম কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণ ও রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে উদ্ধার করা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং সত্যের জয়েরই প্রমাণ হয়েছে। মাতা কৈকেয়ীর আচরণে ভরত ক্ষুব্ধ হয়ে বড় ভাই রামকে ফিরিয়ে আনতে বনে গমন করে। রাম ফিরে না এলে ভরত তার পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রামের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। ভরত রাজা হয়েও ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেননি। রাজসিংহাসনে বসেও বড় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে বনবাসীর মতো জীবনযাপন করেছেন। ভরত ও লক্ষ্মণের আচরণে আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের শিক্ষা লাভ করি।

রাম আদর্শ রাজা ছিলেন। তার রাজত্বে কেউ কখনো কোনোরূপ দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তার স্ত্রী সীতাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। এতে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা লাভ করি। তাই ধর্মাচরণের পাশাপাশি আমাদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ শ্রদ্ধাভরে পাঠ করা এবং রামায়ণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** শিশির বাবু এমন একজন মানুষ যিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। সকল শ্রেণির লোককে সমান চোখে দেখতেন। তিনি আমেরিকায় ধর্মসভায় ভাষণ দেওয়ায় তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে পরিচিত হন। অপরদিকে পরিমলবাবু ছিলেন কালীর সাধক। তিনি বিভিন্ন ধর্মচর্চার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন।

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. 'হিতসঞ্চারিণী' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শিশির বাবুর মধ্যে কোন মহামানবের প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পরিমল বাবুর মধ্যে যে মহাপুরুষের আদর্শ লুকায়িত আছে তার শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

**৯নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে অংশাবতার বলে।

**খ** শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর একটি সভাকে বলা হয় 'হিতসঞ্চারিণী'। সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়ার পর বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে 'হিতসঞ্চারিণী' নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভার সিদ্ধান্ত ছিল : যিনি যা সত্য বলে বুঝবেন, তিনি তা প্রাণপণে কার্যে পরিণত করবেন। এই সভায় বিজয়কৃষ্ণ এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, 'পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন। তাই আমাদের পৈতা ত্যাগ করা উচিত।' এ-কথা শুনে যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁরা সবাই পৈতা ফেলে দেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ হয়ে পৈতা ফেলে দেয়া এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল।

**গ** শিশির বাবুর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিফলন ঘটেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারী শিক্ষাকে তিনি জোরালোভাবে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষা লাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরা তা পারবে না কেন? তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। এমনকি আধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তাঁর জন্য তিনি সারদা দেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি বলেছেন "ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।"

উদ্দীপকে শিশির বাবু এমন একজন মানুষ যিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। সকল শ্রেণির লোককে সমান চোকে দেখতেন। তিনি আমেরিকায় ধর্মসভায় ভাষণ দেওয়ায় তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে পরিচিত হন। যা পাঠ্যপুস্তকের স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, শিশির বাবুর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের পরিমেল বাবুর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ লুকায়িত রয়েছে। তার শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – ঈশ্বরলাভ। এতে জাতিভেদ থাকবে না। ভক্তের কোনো জাতি নেই। ঈশ্বরের বহু নাম। ভক্তিভরে যে-কোনো নামে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। সকল ধর্মে ভক্তি থাকলে ভক্তিতে দেহ, মন, আত্মা শুদ্ধ হয়। দরিদ্র নারায়ণ, তার সেবা করতে হবে। এতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই নীতিশিক্ষা অনুসরণ করব। তাহলে আমরা যথার্থ মানুষ হতে পারব।

**প্রশ্ন ▶ ১০** রবিন প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনের ফলে বৃক্ক সবল হয়। শিক্ষা জীবনে লেখাপড়া ভালো হয়। শরীর লম্বা হয়। অপরদিকে প্রবীর একটি আসন অনুশীলন করে, যার ফলে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানো যায়। এ আসন অনুশীলনের সময় শরীর গাছের মতো দেখায়।

ক. স্তেয় কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবিনের অনুশীলনকৃত আসনটির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রবীরের অনুশীলনকৃত আসনটির মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

**১০নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্তেয় বা চুরি বলে।

**খ** প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া।

বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াকে যোগে প্রত্যাহার বলে। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয় আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। সংযমপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধি লাভকে যোগ বলা হয়। আর যোগসাধনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে প্রত্যাহার করতে পারে।

**গ** রবিনের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো গরুড়াসন।

এ আসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

উদ্দীপকে রবিন প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে আসনটি অনুশীলনের ফলে বৃক্ক সবল হয়। শিক্ষা জীবনে লেখাপড়া ভালো হয়। শরীর লম্বা হয়। যা গরুড়াসনের সাথে মিল রয়েছে।

**ঘ** প্রবীরের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসন অনুশীলনের প্রভাব অপরিসীম।

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এ আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়। মেরুদণ্ড সতেজ হয়। পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসন অনুশীলনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়, যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয় এবং হজমশক্তি বাড়ে।

অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়। মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং মানুষ সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে। ভাবাবেগ, ভয়ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়। আসনকারীকে আস্তে আস্তে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরে উল্লিখিত উপকারিতাগুলো ছাড়াও অর্ধকূর্মাসন অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত এ আসন অনুশীলন করব।

**প্রশ্ন ▸ ১১** অনিক একজন ছোট বালক। সে অল্প বয়সে শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সকল জায়গায় সে শ্রীহরিকে দেখতে পায়। হরিভক্তির জন্য তাকে তার পিতা বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রী হরির কৃপায় সকল বিপদ থেকে অনিক রক্ষা পায়। অন্যদিকে নয়ন বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় পথের ধারে একটি নতুন ব্যাগ দেখতে পায়। ব্যাগটিতে টাকা ভর্তি ছিল। ব্যাগের গায়ে লেখা ঠিকানায় ব্যাগটি মালিককে পৌঁছে দিয়ে আসে। মালিক ব্যাগটি পেয়ে খুশি হয়।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১

খ. মাদক সেবন অধর্ম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অনিকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নয়নের মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**১১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

**খ** আমরা জানি মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক এবং অধর্মের পথ। কারণ মাদকাসক্তি মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয়। তিনি আর প্রকৃতিস্থ থাকেন না, সুস্থ থাকেন না। আর অসুস্থ দেহ ও মনে তিনি যে আচরণ করেন, তাতে অনৈতিকতা প্রকাশ পায়।

ধূমপান, মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন, কোডিন (ফেনসিডিল) ইত্যাদি মাদক। এগুলো গ্রহণ করা একবার শুরু হলে তা নেশায় পরিণত হয় আর সহজে ছাড়া যায় না। মাদকাসক্ত মাদকদ্রব্য না পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন। তার আচরণ কখনও কখনও হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক।

**গ** অনিকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের প্রহ্লাদ চরিত্রের মিল রয়েছে।

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।

উদ্দীপকে অনিক একজন ছোট বালক। সে অল্প বয়সে শ্রীহরির প্রতি আকৃষ্ট হয় সকল জায়গায় সে শ্রীহরিকে দেখতে পায়। হরিভক্তির জন্য তাকে তার পিতা বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রী হরির কৃপায় সকল বিপদ থেকে অনিক রক্ষা পায়। যা প্রহ্লাদের চরিত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান অনিকের মধ্যেই সে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, অনিকের চরিত্রটি পাঠ্যপুস্তকের প্রহ্লাদ চরিত্রের মিল রয়েছে।

**ঘ** নয়নের মধ্যে সততা গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে।

সততা একটি ব্যক্তির গৌরবের মুকুট স্বরূপ। সৎ ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। অসৎ ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা যে দেশে হয়, সে দেশ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে নয়ন বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় পথের ধারে একটি নতুন ব্যাগ দেখতে পায়। ব্যাগটিতে টাকা ভর্তি ছিল। ব্যাগের গায়ে লেখা ঠিকানায় ব্যাগটি মালিককে পৌঁছে দিয়ে আসে। মালিক ব্যাগটি পেয়ে খুশি হয়। এতে সততা গুণটির প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, নয়নের মধ্যে সততা গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে।

# বরিশাল বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

**সময় : ৩০ মিনিট** **পূর্ণমান : ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **জলদেবতা কাঠুরিয়াকে দুইটি কুঠারই দিয়ে দিলেন কেন?**
ক) কাঠুরিয়ার সততার জন্যে খ) কাঠুরিয়ার বিশ্বাস লাভের জন্যে
গ) কাঠুরিয়ার অভাব মোচনের জন্যে ঘ) কাঠুরিয়ার লোভ সংবরণের জন্যে

২. **সৌরভ খুব নম্র ও বিনয়ী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সৌরভের মধ্যে কোন দেবতার গুণ প্রকাশ পায়?**
ক) ইন্দ্র খ) বরুণ গ) কার্তিক ঘ) গণেশ

৩. **বৈদিক সাহিত্য বলতে বোঝায়—**
i. মন্ত্র বা সংহিতা ii. ব্রাহ্মণ iii. আরণ্যক ও উপনিষদ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শশাঙ্ক বাবু একজন ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। তার সাথে প্রিয়াংকা দেবীর বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়ির ধন-সম্পদের প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণ নামে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

৪. **প্রিয়াংকাদেবীর চরিত্রে মিল পাওয়া যায়—**
ক) শ্রীমা খ) মীরাবাঈ গ) সারদাদেবী ঘ) মা আনন্দময়ী

৫. **উক্ত মহীয়সী নারীর ভজন-সংগীত—**
i. প্রেমভক্তির পথ প্রশস্ত করে ii. আর্ত-পীড়িতের কল্যাণ সাধন করে
iii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬. **মানুষের জীবনের চারটি আশ্রমের প্রতিটির সময়কাল ধরা হয়—**
ক) ২৫ বছর খ) ৩০ বছর গ) ৩৫ বছর ঘ) ৪৫ বছর

৭. **চিকিৎসাশাস্ত্রে সুশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কেনো?**
ক) চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলে খ) শল্যবিদ্যার জনক বলে
গ) হাড়ের চিকিৎসার উদ্ভাবক বলে ঘ) রোগ প্রতিকারে অস্ত্রোপচার করেন বলে

৮. **ভক্তের কাছে ঈশ্বরের রূপ কী?**
ক) ভগবান খ) পরমাত্মা গ) জীবাত্মা ঘ) ব্রহ্ম

৯. **শীতলা কীসের দেবী?**
ক) বৈদিক খ) লৌকিক গ) জাগতিক ঘ) পারমার্থিক

১০. **স্মৃতিশাস্ত্র বলতে বোঝায়—**
i. জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের সমন্বয় ii. কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন
iii. জাগতিক ও পারমার্থিক চিন্তার ক্রমবিকাশ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. **শ্রী মা পন্ডিচেরী আশ্রমকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে যেসব বিভাগ খোলেন, সেগুলো হলো—**
i. খাদ্য ii. গো-পারন iii. শিল্প
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. **চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি?**
ক) জামাইষষ্ঠী খ) শিবপূজা গ) দোলযাত্রা ঘ) দীপাবলি

১৩. **নৃযজ্ঞ বলতে কী বোঝায়?**
ক) অতিথি সেবা খ) ভগবানের সেবা
গ) প্রকৃতির সেবা ঘ) জীবজন্তুর সেবা

**নিজের উদ্দীপকটি ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রতন কোনো খাবারই হজম করতে পারে না। যে কারণে তার ক্ষুধাও পায় না। এ থেকে পরিত্রাণের জন্যে সে নিয়মিত একটি যোগাসন অনুশীলন করে। অন্যদিকে তার মাসী খাটো হওয়ার কারণে তিনিও একটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করেন।

১৪. **ঋষি আরুণি কত বছর বয়সে শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রেরণ করেন?**
ক) বৃক্ষাসন খ) অর্ধকূর্মাসন গ) গরুড়াসন ঘ) হলাসন

১৫. **রতনের অনুশীলনকৃত আসনের মাধ্যমে—**
i. মাসিক স্থিরতা আসে ii. মেরুদণ্ড সতেজ হয়
iii. হাত ও পায়ের গঠন সুন্দর হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬. **মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কী?**
ক) মোক্ষলাভ খ) স্বর্গপ্রাপ্তি
গ) জীবনযাপন ঘ) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ

১৭. **ডাঃ সুবর্ণা রায় অসুস্থ মানুষদের অর্থ ও চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করেন। ডাঃ সুবর্ণা রায়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে—**
ক) সামাজিকতা খ) মহানুভবতা গ) সাহসিকতা ঘ) মানবতাবোধ

১৮. **পূজা বলতে বোঝায়—**
ক) ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভ খ) নিজের অমরত্ব লাভ
গ) ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া ঘ) নিজের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি করা

১৯. **শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলো হলো—**
i. সারদা মঠ ii. গোবর্ধন মঠ iii. যোশী মঠ
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. **যোগসাধনা বলতে বোঝায়—**
ক) একের সঙ্গে অপরের একত্রিত হওয়া খ) জীবাত্মার সঙ্গে আত্মারামের মিলন
গ) ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টা ঘ) জীবাত্মার সঙ্গে ভূতাত্মার সংযোগ

২১. **কোন পূজায় চণ্ডী পাঠ করা হয়?**
ক) লক্ষ্মী খ) মনসা গ) শীতলা ঘ) দুর্গা

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অমিত জীবনপুরে গ্রামের একজন শিক্ষিত ও বিবেকবান ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি কতিপয় বন্ধুকে নিয়ে একটি 'হিতসঞ্চারিণী' সভা স্থাপন করেন। যে সভার সিদ্ধান্ত ছিল— যিনি যা সত্য বলে বুঝবেন, তিনি তা প্রাণপণে কার্যে পরিণত করবেন।

২২. **অমিতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোন মহাপুরুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত?**
ক) শ্রীরামকৃষ্ণ খ) স্বামী বিবেকানন্দ
গ) শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘ) শ্রী শঙ্করাচার্য

২৩. **উক্ত মহাপুরুষের উপদেশগুলো হলো—**
i. সর্বজীবে দয়া করবে ii. জীবসেবা করলেই ঈশ্বর সেবা হবে
iii. কখনো পরনিন্দা করবে না
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. **ঋষি আরুণি কত বছর বয়সে শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রেরণ করেন?**
ক) ৫ খ) ১০ গ) ১২ ঘ) ২০

২৫. **'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?**
ক) শ্রীহরিকথামৃতে খ) শ্রীকৃষ্ণকথামৃতে
গ) শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঘ) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

২৬. **টিটু তার ভাইয়ের মৃত্যুর ৩০ দিন নিরামিষ খেয়ে অশৌচ পালন করলো। টিটুর কর্মটিকে বলা হয়—**
ক) জননশৌচ খ) মরণাশৌচ গ) আদ্যশ্রাদ্ধ ঘ) বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

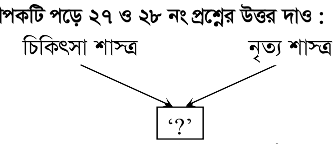


২৭. **দৃশ্যমান ছক চিত্রে '?' চিহ্নিত স্থানটি কাকে নির্দেশ করে?**
ক) বিষ্ণু খ) মহেশ্বর গ) কার্তিক ঘ) ব্রহ্মা

২৮. **উক্ত দেবতার কাজ হলো—**
i. ধ্বংস করে সমতা রক্ষা করা ii. দেবতাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা
iii. প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. **ধর্মপথ বলতে বোঝায়—**
ক) অকল্যাণের পথ খ) সাহসিকতার পথ
গ) ন্যায়ের পথ ঘ) সহিষ্ণুতার পথ

৩০. **নির্ঝর মাথা ঠেকিয়ে মামাকে সম্মান জানায়। নির্ঝরের আচরণ কীসের সাথে সম্পৃক্ত?**
ক) সততা খ) শিষ্টাচার গ) অভিবাসন ঘ) নমস্কার

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# বরিশাল বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমানজ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. বীনা সারা বছরই কোনো না কোনো আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে জীবনটাকে আনন্দময় ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে ধর্মাচার, আবার কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান, যা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের শিক্ষা দেয়।

ক. দীপাবলি কাকে বলে? ১
খ. নবান্ন উৎসব কেন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বীনার ধর্মাচারের গুরুত্ব অধিক'– পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বীনার ধর্মানুষ্ঠানটি সাম্যের শিক্ষা দেয়'– তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২. অঞ্জনা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে পূজা অর্চনা করেন। পূজা শেষে গীতা ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেন। অন্যদিকে, তার স্বামী পরিমল বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, যা মূলত অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাস ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়।

ক. সেবা কাকে বলে? ১
খ. ভগবানের অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অঞ্জনা দেবীর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরিমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি তোমার পাঠের শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. প্রত্যয় বাবু তার সন্তানদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় খরচ বহন করেন। তাছাড়া অতিথি সেবা, মা-বাবার ভরণ পোষণ, সমাজের প্রতি যে কর্তব্য তিনি তা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তার প্রতিবেশী সজল বাবুর ধারণা হলো, জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকা। ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকলেই কর্ম-ফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ হয়।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রত্যয় বাবু কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত- তা পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকলেই ভোগাসক্তি ও কর্মফলাসক্তি ত্যাগ হয়"– সজল বাবুর ধারণা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. সুজন তার বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে সে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীরা তার বাবার দেহটিকে বস্ত্রাবৃত্ত ও মালাচন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যায়। আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানোর পর সে পিতার মুখাগ্নি করে। শাস্ত্রানুযায়ী মৃতুব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১
খ. 'চাতুর্বর্ণ্য ময়া সংস্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. সুজনের বাবার অন্ত্যেস্টিক্রিয়া তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সুজনের বাবার অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. উদ্দীপক-১ : প্রহলাদ বাবু প্রতিবছর নিজ বাড়িতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার আগমনী উপলক্ষ্যে মহালয়া উদ্‌যাপন করা হয়।
উদ্দীপক-২ : শশাঙ্ক বাবু নিজ গ্রামে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজা করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. দেব-দেবী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রহলাদ বাবুর বাড়িতে কোন পূজার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত পূজার পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. শশাঙ্ক বাবুর গ্রামে কোন দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়? উক্ত পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. সীমা কিছুদিন থেকে হাঁটতে অসুবিধা বোধ করেছে। পা কাঁপে ও শরীর দুর্বল লাগে। সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, তার ধমনীতে হলদে চর্বি জাতীয় পদার্থ জমেছে, তাকে একটি আসন অনুশীলনের পরমার্শ দেন। যা নিয়মিত করলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

ক. অহিংসা কাকে বলে? ১
খ. প্রাণায়ামকে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সীমার অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সীমার অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. হিন্দুধর্মের শিক্ষক পরিতোষ বাবু শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বললেন। দিবাকর লিখলো –

| |
|---|
| → ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ← |
| ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা – |
| ● বেদ ● স্মৃতি ● সদাচার ● বিবেকের বাণী |

ক. আরুণি কে ছিলেন? ১
খ. হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতার আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের প্রথম বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. সাধন বাবু ছিলেন একমাত্র আদরের সন্তান। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তিনি বত্রিশ বছরের জীবনে অসাধারণ কিছু কাজ করে জগতের বুকে স্মরণীয় হয়ে আছেন। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"– এ সত্যটি তিনি পালন করতেন। "জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই"– এ ছিল তাঁর জীবনের চরম সত্য ও অবদান।

ক. অবতার কাকে বলে? ১
খ. 'শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'সাধন বাবু শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি'– তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই"– উক্তিটি শ্রী শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর কাব্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. বিমল খুবই ভালো ছাত্র ছিল। সে অসৎ সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তার বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাকে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেন। অন্যদিকে, প্রতিম অন্যের দোকানে ম্যানেজার হয়ে প্রত্যেক দিন অনেক টাকাপয়সার লেনদেন করে। মালিক সরল বিশ্বাসে তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিধায় সেও বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি।

ক. ধর্মপথ কাকে বলে? ১
খ. ইন্দ্রিয়কে কীভাবে বশীভূত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমলের এই অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. প্রতিমের বিশ্বাস "সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা"– পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১০. সুবিনয় বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি একজন পূর্ণাবতারের আরাধনা করেন। পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি ভক্তের কাছে ভগবান। অন্যদিকে, ডাঃ বিশ্বজিৎ একজন নামকরা সার্জন। অপারেশন থিয়েটারে তাঁর হাতে কখনো কোনো রোগীর মৃত্যু ঘটেনি। এজন্য সবাই তাকে একজন মহান চিকিৎসক হিসেবে সম্মান করে।

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. "যত মত তত পথ"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "সুবিনয় বাবু পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন"– কথাটি পাঠের আলোকে বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. ডাঃ বিশ্বজিতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে চিকিৎসকের আদর্শ লক্ষ করা যায়, তার তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

১১. নরেশ বাবু একজন ধার্মিক লোক। ছাত্রজীবন শেষে তিনি সমাজসেবায় মনোনিবেশ করেন। সারা ভারত ঘুরে তিনি দেখতে পান, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে পড়ার চিত্র। নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি নানা কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তিনি নিজে কয়েকটি বাণী উল্লেখিত করে বলেন, "যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড়ো হতে পারে না।"

ক. দুধাজী কে ছিলেন? ১
খ. শ্রী বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন? ২
গ. নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়– তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ড স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণীর পরিপূরক'– বিশ্লেষণ করো। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | K | ২ | M | ৩ | N | ৪ | L | ৫ | L | ৬ | K | ৭ | L | ৮ | K | ৯ | L | ১০ | M | ১১ | N | ১২ | L | ১৩ | K | ১৪ | M | ১৫ | L |
| | ১৬ | K | ১৭ | N | ১৮ | K | ১৯ | N | ২০ | M | ২১ | N | ২২ | M | ২৩ | L | ২৪ | M | ২৫ | N | ২৬ | L | ২৭ | L | ২৮ | K | ২৯ | M | ৩০ | N |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** বীনা সারা বছরই কোনো না কোনো আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে জীবনটাকে আনন্দময় ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে ধর্মাচার, আবার কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান, যা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের শিক্ষা দেয়।

ক. দীপাবলি কাকে বলে? ১

খ. নবান্ন উৎসব কেন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বীনার ধর্মাচারের গুরুত্ব অধিক'– পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বীনার ধর্মানুষ্ঠানটি সাম্যের শিক্ষা দেয়'– তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত উৎসব হলো দীপাবলি।

**খ** নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। এটি বার মাসে তের পার্বণের একটি পার্বণ।

হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

**গ** 'পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বীনার ধর্মাচারের গুরুত্ব অধিক'। যে সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে সেগুলোই ধর্মাচার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পালিত যেসব মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোই ধর্মাচার। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচার।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার ও ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসু হয় না। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায়, আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

তাই বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বীনার ধর্মাচারের গুরুত্ব অধিক।

**ঘ** 'বীনার ধর্মানুষ্ঠান সাম্যের শিক্ষা দেয়।'– উক্তিটি যথার্থ।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয় তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়।

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে, অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা সাম্যের শিক্ষাও দেয়। এছাড়া রথের মেলা একদিকে যেমন উৎসবের অংশ তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বীনার ধর্মানুষ্ঠানটি সাম্যের শিক্ষা দেয়।

**প্রশ্ন ▶ ০২** অঞ্জনা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে পূজা অর্চনা করেন। পূজা শেষে গীতা ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেন। অন্যদিকে, তার স্বামী পরিমল বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, যা মূলত অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাস ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়।

ক. সেবা কাকে বলে? ১

খ. ভগবানের অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অঞ্জনা দেবীর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি তোমার পাঠের শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** অপরের সন্তুষ্টির জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর কাজকেই বলে সেবা।

**খ** ভগবানের অবতরণের কারণ হলো দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন, সাধু-সজ্জনদের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করা এবং ধর্ম সংস্থাপন করা। মানব সমাজে মাঝে মাঝে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা দেখা দেয়। ধার্মিকদের জীবনে নেমে আসে নিপীড়ন-নির্যাতন। দুষ্কৃতকারীদের অত্যাচার-অনাচার সমাজজীবনকে কলুষিত করে তোলে। এরূপ অবস্থায় ভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাঁর এই নেমে আসার রূপকেই বলা হয় অবতার।

**গ** অঞ্জনা দেবীর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে সাকার উপাসনা বলা হয়। দেব-দেবীরা হলেন ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। সাকার বা প্রতীক উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এ সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়।

উদ্দীপকে অঞ্জনা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে পূজা অর্চনা করেন। পূজা শেষে গীতা ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেন। দেব-দেবীর পূজা করাকে বলা হয় সাকার উপাসনা। বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করেই মূলত এ ধরনের উপাসনা করা হয়। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত হন। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তাই বলা যায়, অঞ্জনা দেবী সাকার উপাসনা করেন।

**ঘ** পরিমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি হলো নিরাকার উপাসনা।

উদ্দীপকের পরিমল বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের নিরাকার উপাসনা করেন। 'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। হিন্দুধর্মাবলম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করেছেন –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যঃ পার্থ সর্বঃ। (গীতা ৪/১১)

অর্থাৎ, যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের সেভাবেই আমি কৃপা করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে। দেবদেবীগণ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। তাই হিন্দুধর্মের একের মধ্যে বহুর সমাবেশ বা বহুর মধ্যে একের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, সাকার উপাসনায় ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকার ঈশ্বরকে অদৃশ্য অবস্থায় উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনা করা হয়। যার দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন ▸ ০৩** প্রত্যয় বাবু তার সন্তানদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় খরচ বহন করেন। তাছাড়া অতিথি সেবা, মা-বাবার ভরণ পোষণ, সমাজের প্রতি যে কর্তব্য তিনি তা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তার প্রতিবেশী সজল বাবুর ধারণা হলো, জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকা। ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকলেই কর্ম-ফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ হয়।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রত্যয় বাবু কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত- তা পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকলেই ভোগাসক্তি ও কর্মফলাসক্তি ত্যাগ হয়"– সজল বাবুর ধারণা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** 'ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়'– এই বিশ্বাসই একেশ্বরবাদ।

**খ** দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করা কষ্টসাধ্য বটে কিন্তু অসাধ্য নয়। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয়-আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে।

**গ** প্রত্যয় বাবু গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে প্রত্যয় বাবু তার সন্তানদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় খরচ বহন করেন। তাছাড়া অতিথি সেবা, মা-বাবার ভরণ-পোষণ, সমাজের প্রতি যে কর্তব্য তিনি তা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এসব বৈশিষ্ট্য গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে।

**ঘ** "ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকলেই ভোগাসক্তি ও কর্ম-ফলাসক্তি ত্যাগ হয়"– উক্তিটি যথার্থ। কারণ উদ্দীপকের সজল বাবুর ধারণা সন্ন্যাস আশ্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

পবিত্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে,
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি চাক্রিয়ঃ ॥ (৬/১)

অর্থাৎ, কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী, শুধু গৃহাদি কর্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

গীতার এই চরণে বলা হয়েছে, কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী। বস্তুত কর্ম-ফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ না করে কর্ম করলে সেটি হয়ে যায় সকাম কর্ম। আর একজন ব্যক্তি কখনো সকাম কর্মের মাধ্যমে সন্ন্যাসী হতে পারেন না। তাই বলা যায়, সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্ম-ফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। পরিশেষে বলা যায়, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চরণ ও উদ্দীপকের সজল বাবুর চিন্তা-ধারা একে অপরের পরিপূরক। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে একজন মানুষ দেবতা হয়ে যায়। যেহেতু সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্ম-ফলাসক্তি ও ভোগাসিক্ত ত্যাগ। আর ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকার মাধ্যমে ভোগাসক্তি ও কর্ম-ফলাসক্তি ত্যাগ করা সম্ভব। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সন্ন্যাস আশ্রমের ক্ষেত্রে যথার্থ।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** সুজন তার বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে সে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীরা তার বাবার দেহটিকে বস্ত্রাবৃত্ত ও মালাচন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যায়। আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানোর পর সে পিতার মুখাগ্নি করে। শাস্ত্রানুযায়ী মৃতুব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১
খ. 'চাতুর্বণ্য ময়া সংস্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. সুজনের বাবার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সুজনের বাবার অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু, ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

**খ** শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'- অর্থাৎ - গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।

ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে, এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।

**গ** সুজনের বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করা হলো – শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়।

দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।
স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিন্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়।
তারপর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাঠ দিয়ে সহজে দাহকার্য সম্পন্ন করে।

**ঘ** সুজনের বাবার অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা রয়েছে।
অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।
সুতরাং বলা যায়, সুজনের বাবার অশৌচ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ০৫** উদ্দীপক-১ : প্রহলাদ বাবু প্রতিবছর নিজ বাড়িতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং নিজের ও সমাজের মঙ্গালের জন্য এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার আগমনী উপলক্ষ্যে মহালয়া উদ্‌যাপন করা হয়।
উদ্দীপক-২ : শশাঙ্ক বাবু নিজ গ্রামে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজা করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. দেব-দেবী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রহলাদ বাবুর বাড়িতে কোন পূজার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত পূজার পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. শশাঙ্ক বাবুর গ্রামে কোন দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়? উক্ত পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৫নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** বেদে ও পুরাণে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাদের পূজা করেন, তাদের বলা হয় লৌকিক দেবতা।

**খ** ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাকে দেব-দেবী বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

**গ** প্রহলাদ বাবুর বাড়িতে দুর্গা পূজার ইঙ্গিত বহন করে। নানা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দুর্গাপূজা পালিত হয়।
মহালয়া অমাবস্যার পরে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পূজার আয়োজনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। আশ্বিনের ৬ষ্ঠী তিথিতে বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। সপ্তমী পূজায় মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পরদিন মহা অষ্টমী পূজা। এই দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এই দিনে বিধিসম্মতভাবে অষ্টমীবিহিত পূজা করে দেবী দুর্গার কৃপা প্রার্থনা করা হয়। পরদিন নবমী পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে ১০৮টি মাটির প্রদীপ জ্বেলে সন্ধিপূজা হয়। এর পরদিন বিজয়া দশমী। দশমী তিথিতে দশমীবিহিত দুর্গাপূজা করা হয় এবং বিসর্জনের মাধ্যমে পূজা সমাপ্ত হয়।

**ঘ** শশাঙ্ক বাবুর গ্রামে কালীদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব অপরিসীম।

সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে এই পূজার প্রভাব অপরিসীম। কালী মুন্ডমালা পরিহিতা। তিনি মর্ত্যের অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে প্রতি বছর ভক্তরা মিলিত হয়ে তার পূজার আয়োজন করে যেন পৃথিবীতে পুনরায় অশুভশক্তির বিস্তার না ঘটে। কালীপূজার মাধ্যমে দেবী কালীর আদর্শ আমাদের মন ও মননে নৈতিকতাবোধের জাগরণ ঘটায় কারণ কালী সকলের দেবী। কালীপূজা গৃহে বা মন্দিরে উভয় স্থানেই করা যায়। এ পূজার সময় সকল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে যা মানবসমাজের ঐক্যের প্রতীক। দেবী কালী অশুভ, কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা দূর করার জন্য সকলের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন যা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে থাকে। পূজায় বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয় যা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তৈরি করে এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যেই কালীপূজার আয়োজন করা হয়।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** সীমা কিছুদিন থেকে হাঁটতে অসুবিধা বোধ করেছে। পা কাঁপে ও শরীর দুর্বল লাগে। সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, তার ধমনীতে হলদে চর্বি জাতীয় পদার্থ জমেছে, তাকে একটি আসন অনুশীলনের পরমার্শ দেন। যা নিয়মিত করলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।
ক. অহিংসা কাকে বলে? ১
খ. প্রাণায়ামকে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সীমার অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সীমার অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৬নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** কোনো প্রাণীকে মন, কথা এবং কর্ম দ্বারা কষ্ট না দেওয়াকে অহিংসা বলে।

**খ** প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে একে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয়।
প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের আয়াম। প্রাণ হলো শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু আর আয়াম হলো বিস্তার। সুতরাং, প্রাণায়াম বলতে বোঝায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার। এক কথায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘতর হয়, শ্বসনতন্ত্র বলিষ্ঠ হয় এবং স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে। তাই একে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয়।

**গ** সীমার অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন।

যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় তাকে বৃক্ষাসন বলে। নিচে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :
বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম উরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উঁরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে

হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। এভাবে শিবু বাবু বৃক্ষাসন অনুশীলন করেন।

**ঘ** সীমার অনুশীলনকৃত আসনটি তথা বৃক্ষাসনের প্রভাব অপরিসীম।
বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আমরা এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করব।

**প্রশ্ন ▶ ০৭** হিন্দুধর্মের শিক্ষক পরিতোষ বাবু শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বললেন। দিবাকর লিখলো –

| |
|---|
| → ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ← |
| ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা – |
| • বেদ • স্মৃতি • সদাচার • বিবেকের বাণী |

ক. আরুণি কে ছিলেন? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতার আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের প্রথম বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ"– বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৭নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** আরুণি ছিলেন পুরাকালের এক মহাজ্ঞানী ঋষি।

**খ** বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ হয়েছিল বলে হিন্দধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।
বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ ভাগ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড, আর আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ দুটি নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদের সংহিতা অংশে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি রয়েছে। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট লাভের প্রার্থনা করা হতো। বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

**গ** দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতা গ্রন্থের আলোকে বর্ণনা করা হলো –
মনুসংহিতায় বর্ণিত,
'বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ৷৷ (মনুসংহিতা, ২/১২)
অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ।
সনাতন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে বেদ। এটি হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদের পর সব রকমের কর্তব্য কর্মের উপদেশ নিয়ে রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে যদি ধর্মাধর্ম নির্ণয় দূরূহ হয় তখন সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম। তবে সর্বক্ষেত্রে ধর্মনির্দেশ মেনে চলা সম্ভব হয় না। তাই বিবেকের বাণীর আশ্রয় নিতে হয়। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।

**ঘ** "ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ"– এ উক্তিটি যথার্থ।
বেদ হিন্দুদের আদি ও মূল ধর্মগ্রন্থ। এ কারণে হিন্দুধর্ম বিকাশে বেদের অবদান সবচেয়ে বেশি। বৈদিক যুগে ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে মুনি-ঋষিরা বেদের শ্লোক বা মন্ত্রগুলো রচনা করেন। শ্লোকগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্মের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– ধর্মীয় আদর্শ, দার্শনিক ধারণা, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।
বেদে হিন্দুধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এখানে হিন্দুধর্মীয় কর্ম, যজ্ঞ, ধর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দার্শনিক ধারণা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বেদে আলোচনা রয়েছে। ঈশ্বর কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আত্মার ধারণা, মৃত্যুর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেদে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন– পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষের উৎপত্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আয়তন, অবস্থা, স্থায়িত্ব ইত্যাদি। বেদে সামাজিক ব্যবস্থার ওপর যেসব আলোচনা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো হলো– বর্ণ ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজ গঠন, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি।
পরিশেষে বলা যায়, বেদে হিন্দুধর্মের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনা হিন্দুধর্মকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাই বলা যায়, "ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ।"

**প্রশ্ন ▶ ০৮** সাধন বাবু ছিলেন একমাত্র আদরের সন্তান। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তিনি বত্রিশ বছরের জীবনে অসাধারণ কিছু কাজ করে জগতের বুকে স্মরণীয় হয়ে আছেন। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"– এ সত্যটি তিনি পালন করতেন। "জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই"– এ ছিল তাঁর জীবনের চরম সত্য ও অবদান।
ক. অবতার কাকে বলে? ১
খ. 'শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'সাধন বাবু শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি'– তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই"– উক্তিটি শ্রী শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর কাব্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৮নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

**খ** 'শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার'– উক্তিটি সত্য।
অবতার; দুই রকমের– পূর্ণাবতার ও অংশাবতার। ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার। ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ পূর্ণাবতারের মধ্যে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার। কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে ছিল।

**গ** 'সাধন বাবু শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি'– উক্তিটি যথার্থ।

শঙ্করের ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। উপনয়নের পর শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হয়। সেখানে মাত্র দুই বছরের মধ্যে শঙ্কর বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সাত বছর বয়সে বাড়ি ফিরে এসে স্কুল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন। স্থানীয় পণ্ডিতরাও তাঁর পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন। সহযোগী গোবিন্দপাদের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি চলে বদরিকা আশ্রমে। সেখানে তিনি 'বেদান্ত ভাষ্য' সহ নানা গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেন।

উদ্দীপকের সাধন বাবুও ছিলেন একমাত্র আদরের সন্তান। তার ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তিনি বত্রিশ বছরের জীবনে অসাধারণ কিছু কাজ করে জগতের বুকে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সাধন বাবুর এসব কার্যক্রম শঙ্করাচার্যের কর্মকাণ্ডের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় 'সাধন বাবু শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি।'

**ঘ** "জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই– এটি ছিল তাঁর জীবনের চরম সত্য।" কথাটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবন ছিল বিপর্যস্ত। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধমের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।" শঙ্করের এই মতবাদ প্রথমে অনেকেই মানতে চাননি। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার কাছে সবাই হার মানেন। সবাই তাঁর মতবাদ মেনে নেন। এই বক্তব্যে মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ঈশ্বরের বাইরে প্রকৃতি ও জগৎ বলে কিছু নেই। সমস্ত কিছুই সেই এক পরম ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। সকল জীব, প্রাণী ও প্রকৃতি তাঁরই অংশ মাত্র। আমরা সর্বজীবে ঈশ্বরের উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। এতে করে অন্য মানুষ ও প্রাণীদের প্রতি আমরা সমদর্শন প্রাপ্ত হয়েছি। তাঁদের সেবা বা কল্যাণই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা প্রার্থনার উল্লেখযোগ্য রূপ।

**প্রশ্ন ▸ ০৯** বিমল খুবই ভালো ছাত্র ছিল। সে অসৎ সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তার বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাকে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেন। অন্যদিকে, প্রতিম অন্যের দোকানে ম্যানেজার হয়ে প্রত্যেক দিন অনেক টাকাপয়সার লেনদেন করে। মালিক সরল বিশ্বাসে তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিধায় সেও বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি।

ক. ধর্মপথ কাকে বলে? ১
খ. ইন্দ্রিয়কে কীভাবে বশীভূত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমলের এই অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. প্রতিমের বিশ্বাস "সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা"– পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

**৯নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** জীবনে যে পথ অনুসরণ করলে নিজের মোক্ষ বা চিরমুক্তি ঘটে এবং জগতের সকলের কল্যাণ হয় সেই পথই ধর্মপথ।

**খ** অষ্টাঙ্গযোগের পঞ্চম ধাপ 'প্রত্যাহার', এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করা যায়।

প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া। দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্যিক বিষয় থেকে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করা কষ্টসাধ্য বটে কিন্তু অসাধ্য নয়। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে।

**গ** ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বিমলের মাতাপিতা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে।

কিশোর বিমলকে একমাত্র পরিবার ও ধর্মীয় বিধিবিধানই পারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে। কেননা পারিবারিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরিবারের। সন্তানদের কেবল শাসন নয় ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারকে এমন শিক্ষা পোষণ করতে হবে যাতে পরিবারের সকল সদস্য ধূমপান ও মাদক গ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে রাখতে পারে। কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এই দেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ কারণে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে দেহকে অপবিত্র করা যাবে না।

পরিবারের প্রত্যেকেরই একটা অঙ্গীকার থাকা উচিত- 'ধূমপান, মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ, চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।' কিশোর বিমলকে উক্ত পারিবারিক অনুশাসন ও ধর্মীয় চেতনাই পারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে।

**ঘ** প্রীতমের বিশ্বাস 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' কথাটি যথার্থ।

সততা একটি মহৎ গুণ। মিথ্যার আশ্রয় নিলে তার ফলাফল ভালো হয় না। আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই প্রীতম বিশ্বাস অনেক ছোটোবেলা থেকেই অন্যের দোকানে ম্যানেজারি করেন। প্রতিদিন তাকে প্রচুর টাকা পয়সা লেনদেন করতে হয়। দোকানের মালিক সরল বিশ্বাসে তাকে ক্যাশের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দরিদ্রতা সত্ত্বেও তিনি কোনোদিন সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করেননি। কোনোদিন নিজ খরচের জন্য ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করেননি। অথচ তিনি চাইলে খুব সহজেই টাকা চুরি করে নিজের দরিদ্রতা ঘোচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তিনি জানতেন চুরি করা, মিথ্যা বলা মহাপাপ। সততাই ধর্ম, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অর্থাৎ তিনি সততাকে তার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

**প্রশ্ন ▸ ১০** সুবিনয় বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি একজন পূর্ণাবতারের আরাধনা করেন। পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি ভক্তের কাছে ভগবান। অন্যদিকে, ডাঃ বিশ্বজিৎ একজন নামকরা সার্জন। অপারেশন থিয়েটারে তাঁর হাতে কখনো কোনো রোগীর মৃত্যু ঘটেনি। এজন্য সবাই তাকে একজন মহান চিকিৎসক হিসেবে সম্মান করে।

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. "যত মত তত পথ"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "সুবিনয় বাবু পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন"– কথাটি পাঠের আলোকে বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. ডাঃ বিশ্বজিতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে চিকিৎসকের আদর্শ লক্ষ করা যায়, তার তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

**১০নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে অংশাবতার বলে।

**খ** হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতের সাধনপথ রয়েছে। যেমন– শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি। এসব সাধনপথের প্রত্যেকটির মাধ্যমেই সিদ্ধি বা ঈশ্বর লাভ করা যায়। অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে, যত মত তত পথ।

**গ** সুবিনয় বাবু পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার। ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ পূর্ণাবতারের মধ্যে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার। কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য

তাঁর মধ্যে ছিল। পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, তখন ধর্ম সংস্থাপন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে এসে তিনি নিজের ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে জীবকুলকে রক্ষা করেন। সমাজে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন খুবই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। এদের অত্যাচারে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এদের বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন। দুষ্টের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর, সজ্জনের কাছে শান্তির সৌম্য কান্তিধারী, ভক্তের কাছে ভগবান। যা আমরা উদ্দীপকের সুবিনয় বাবুর আরাধ্য অবতারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ সুবিনয় বাবু পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

**ঘ** ডাঃ বিশ্বজিতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ লক্ষ করা যায়।

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য।

আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

উদ্দীপকে ডাঃ বিশ্বজিত একজন নামকরা সার্জন। অপারেশন থিয়েটারে তার হাতে কখনো কোনো রোগীর মৃত্যু ঘটেনি। এজন্য সবাই তাকে মহান চিকিৎসক হিসেবে সম্মান করে। উল্লিখিত কারণে ডাঃ বিশ্বজিতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহান চিকিৎসক সশ্রুতের আদর্শ লক্ষ করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ১১** নরেশ বাবু একজন ধার্মিক লোক। ছাত্রজীবন শেষে তিনি সমাজসেবায় মনোনিবেশ করেন। সারা ভারত ঘুরে তিনি দেখতে পান, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে পড়ার চিত্র। নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি নানা কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তিনি নিজে কয়েকটি বাণী উল্লেখিত করে বলেন, "যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড়ো হতে পারে না।"

ক. দুধাজী কে ছিলেন? ১

খ. শ্রী বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন? ২

গ. নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়– তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ড স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণীর পরিপূরক'– বিশ্লেষণ করো। ৪

**১১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** দুধাজী ছিলেন মেড়তার অধিপতি এবং একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

**খ** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা শুনে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন মুক্তমনা মানুষ। তিনি মনে করতেন, পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন। তাই তিনি পৈতা ত্যাগ করেন। এই সময় ব্রাহ্ম সমাজের সাথে তার যোগাযোগ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। ফলে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

**গ** নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এজন্য নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষালাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরাও পারবে। তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে না। এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

উদ্দীপকে নরেশ বাবু একজন ধার্মিক লোক। ছাত্রজীবন শেষে তিনি সমাজসেবায় মনোনিবেশ করেন। সারা ভারত ঘুরে তিনি দেখতে পান মানুষের দুঃখ-দুদর্শা এবং শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে পড়ার চিত্র। নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি নানা কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এ থেকে বোঝা যায়, নরেশ বাবুর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ঘ** 'নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ড স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণীর পরিপূরক'– কথাটি যথার্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা জীবন শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। তিনি গৃহত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। নিজের চোখে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখেন। কীভাবে এ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি বলতেন, "দেশের উন্নতি করতে হলে সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন প্রয়োজন।" বিবেকানন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি বলতেন, "দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তবেই একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।" স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় উদ্দীপকের নরেশ বাবু ছাত্রজীবন শেষে সমাজ সেবায় মনোনিবেশ করেন। তিনি সারা ভারত ঘুরে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পান।

স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ করলেন, ভারতের নারীসমাজ শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ নানাক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। তাই তিনি নারীদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির কথা ভাবতে থাকেন। তিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, "যে-জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না।" এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বামীজীর ন্যায় উদ্দীপকের নরেশ বাবুও নারী শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নানা কর্মকাণ্ড শুরু করেন।

তাই উপর্যুক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, নারী শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নরেশ বাবুর কর্মকাণ্ড স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণীর পরিপূরক।

# সিলেট বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

**সময় : ৩০ মিনিট** **পূর্ণমান : ৩০**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **শ্রীমদভগবদগীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর কয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে?**
ⓚ চারটি ⓚh আটটি ⓖ দশটি ⓖh বিশটি

২. **ভগবান কীরূপ ধারণ করে রাজা বলির দর্প চূর্ণ করেন?**
ক) বরাহ খ) কূর্ম গ) নৃসিংহ ঘ) বামন

৩. **পরমাত্তার সঙ্গে সংযোগের প্রথম সোপান কোনটি?**
ক) হটযোগ খ) রাজযোগ গ) কর্মযোগ ঘ) জ্ঞানযোগ

৪. **'যথা-ধর্ম তথা-জয়' কোন ধর্ম গ্রন্থের বিষয়বস্তু?**
ক) মহাভারত খ) বিষ্ণুপুরাণ গ) গীতা ঘ) রামায়ণ

৫. **বিভীষণের পুত্রের নাম ছিল–**
ক) মেঘনাদ খ) বীরবাহু গ) ঘটৎকচ ঘ) তরণীসেন

৬. **লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল–**
i. সাম্য, সেবা
ii. সততা, নিষ্ঠা, সংযম
iii. চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. **'পূর্ণচাপ' শব্দের অর্থ কী?**
ক) ঢাল খ) ঘণ্টা গ) ধনুক ঘ) কুঠার

৮. **কুমার গুহ কার অন্য নাম?**
ক) কার্তিক খ) গণেশ গ) শ্রীকৃষ্ণ ঘ) শিব

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখার পাশাপাশি নিজস্ব অর্থায়নে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনটি তদের চরিত্র গঠন ছাড়াও সামাজিক কল্যাণে সমাজ সংস্কারমূলক নানা কাজ পরিচালনা করে।

৯. **অনুচ্ছেদে সংগঠনটির সাথে নিচের কোন সংগঠনটির মিল রয়েছে?**
ক) ভারত সেবাশ্রম সংঘ খ) অযাচক আশ্রম
গ) ব্রাহ্ম সমাজ ঘ) সৎসঙ্গ

১০. **উক্ত সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হলো–**
ক) ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন গঠন করা
খ) প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনা
গ) স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করা
ঘ) হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য চেতনা জাগ্রত করা

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অজন্তা ও সীমা দুই বান্ধবী। সীমা অজন্তাকে বলে আমাদের কি প্রতিমাসেই উৎসব লেগে থাকে? অজন্তা বলে, 'তুমি জান না হিন্দুদের 'বারো মাসে তেরো পার্বণ''

১১. **হিন্দুদের 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কীসের ইঙ্গিত দেয়?**
ক) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খ) রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের
গ) ধর্মাচার-ধর্মানুষ্ঠানের ঘ) সর্বজনীন উৎসবের

১২. **অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো–**
i. রথযাত্রা ii. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া iii. জামাইষষ্ঠী
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. **বর্তমান সমাজে কোন বিবাহটি প্রচলিত?**
ক) ব্রাহ্মবিবাহ খ) দৈববিবাহ
গ) প্রাজাপাত্য বিবাহ ঘ) গান্ধর্ব বিবাহ

১৪. **'যদেতৎ হৃদয়ং তব' বিবাহনুষ্ঠানে এই মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য কী?**
ক) এ মন্ত্রপাঠে পুরুষ-স্ত্রীর ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দেয়
খ) এ মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একাত্মতার সম্পর্ক গভীর হয়
গ) এ মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একাত্মতার সম্পর্ক গভীর হয়
ঘ) এ মন্ত্রের মাধ্যমে নারী জননীরূপে লাভ করে মাতৃত্ব

১৫. **বেদের পর ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ধাপ কোনটি?**
ক) স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে খ) সদাচার অনুসারে
গ) বিবেকের বাণী অনুসারে ঘ) পুরাণ অনুসারে

১৬. **বর্তমান সময়ে থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড রোগটি মারাত্মক আকার ধারণ করছে? সচেতনতা ও বিশেষ একটি আসনের দ্বারা এটি নির্মূল করা সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোন আসনটি প্রযোজ্য হবে?**
ক) গরুড়াসন খ) অর্ধকূর্মাসন গ) হলাসন ঘ) বৃক্ষাসন

১৭. **ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?**
ক) বেদে খ) উপনিষদে গ) পুরাণে ঘ) মনুসংহিতায়

১৮. **রাজা দশরথ কোন যুগের রাজা ছিলেন?**
ক) সত্য খ) ত্রেতা গ) দ্বাপর ঘ) কলি

১৯. **তীর্থ তার বোন তনুকে জিজ্ঞেস করলো একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় কী লাভের জন্য উন্মুখ থাকে?**
ক) ধনসম্পদ লাভ খ) বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ
গ) ঈশ্বরের অনুকম্পা ঘ) স্বর্গ লাভ

২০. **কত সালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়?**
ক) ১৯৬০ সালে খ) ১৯৬৬ সালে গ) ১৮৩৬ সালে ঘ) ১৯০২ সালে

২১. **আদর্শ ও সুন্দর সন্তান কামনায় কোন দেবতার পূজা করা হয়?**
ক) গণেশ খ) কার্তিক গ) শিব ঘ) বিষ্ণু

২২. **লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আদর্শের মূলমন্ত্র হলো–**
ক) পাঁচটি খ) চারটি গ) তিনটি ঘ) দুটি

২৩. **বাঙালি সমাজে যে সংক্রান্তি উৎসবগুলো উল্লেখযোগ্য–**
i. কার্তিক সংক্রান্তি ii. পৌষ সংক্রান্তি iii. চৈত্র সংক্রান্তি
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. **ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক হলেন–**
ক) চরক খ) শ্রী শঙ্করাচার্য
গ) সুশ্রুত ঘ) শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তাথৈ শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে তার ভাইয়ের হাতে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়।

২৫. **তাথৈ কোন তিথিতে তার ভাইয়ের হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়?**
ক) পূর্ণিমা তিথি খ) অমাবস্যা তিথি
গ) দ্বিতীয়া তিথি ঘ) চতুর্দশী তিথি

২৬. **তথৈর ভাইয়ের হাতে সুতো বেঁধে দেওয়ার কারণ হলো–**
i. বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া
ii. ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক
iii. শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রতীক
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

২৭. **'মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ত্যাগের প্রয়োজন নাই'– কে বলেছেন?**
ক) শ্রী চৈতন্য খ) বলরাম গ) নিত্যানন্দ ঘ) শ্রীকৃষ্ণ

২৮. **'কখনো পরনিন্দা করবে না'– উপদেশটি কোন মহাপুরুষের?**
ক) শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী খ) স্বামী বিবেকানন্দ
গ) শ্রী শঙ্করাচার্য ঘ) শ্রী রামকৃষ্ণ

**নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পূজার ছুটিতে বাবাকে বাড়িতে উপস্থিত দেখে সাম্য অতি উৎসাহে দৌড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে বাবাকে সম্মান প্রদর্শন করে।

২৯. **সাম্যের আচরণ কীসের সাথে সম্পর্কিত?**
ক) অভিবাদন খ) নমস্কার গ) পঞ্চাশ প্রণাম ঘ) অষ্টাদশ প্রণাম

৩০. **মাদকাসক্ত ব্যক্তির–**
i. শ্বাসকষ্ট হয় ii. চিন্তাশক্তি লোপ পায়
iii. পরিবার শান্তিতে থাকে
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# সিলেট বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সজল বাবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করেন। স্নান সেরে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে দেবতার পূজা করেন। অন্যদিকে কাজল বাবু প্রতিদিন সকালে বাগান পরিচর্যা করেন এবং গরিব-দুঃখীদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেন।

ক. ঈশ্বর কাকে বলে? ১
খ. কাকে নটরাজ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সজল বাবুর কর্মকান্ডের মধ্যে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কাজল বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতিতে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

২। তনয় বাবু উচ্চ পদে চাকরি করছেন। তিনি সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করেন। সামাজিক সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, বিকাশ বাবু তাঁর ব্যবসায়ী পুত্র ও স্ত্রীকে সংসারের সকল দায়িত্ব দিয়ে সংসারত্যাগী হন। তিনি দেবগৃহে বিভিন্ন ভক্তিমূলক উপাসনার মাধ্যমে দিনাতিপাত করেন।

ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১
খ. কীসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাব জাগ্রত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তনয় বাবু আশ্রমের যে স্তরে রয়েছেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিকাশ বাবু কি ধর্ম নির্দেশিত পথে হাঁটছেন? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. তপ কাকে বলে? ১
খ. শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ অনুশীলনকৃত আসনটির পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ অনুশীলন করার ফলে যে শারীরিক ও মানসিক প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **তথ্যসূত্র-১ :** শিমলা ও মানস দম্পতি তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য হেমন্তকালের সংক্রান্তিতে এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।

**তথ্যসূত্র-২ :** মহেশপুর গ্রামের লোকেরা ঔষধিবৃক্ষ হাতে এক দেবীর পূজা করেন।

ক. পূজা কাকে বলে? ১
খ. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় কোন পূজার মধ্য দিয়ে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্যসূত্র-১ এ কোন দেবতার পূজার কথা বলা হয়েছে? উক্ত দেবতার পরিচয় পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্যসূত্র-২ এ গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১
খ. কোন ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এর অনুষ্ঠানটির ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি একদিকে উৎসব অন্যদিকে ব্যবসায়িক গুরুত্ব বহন করে। উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। পুলক বাবু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার গ্রামে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তার জমানো সমস্ত টাকা জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে রিপন নামে এক বালক আগুন থেকে এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১
খ. কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের পুলকের চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রিপনের কর্মকান্ডটির শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। সাগর বাবু একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রী পক্ষ থেকে কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ করেননি। অপরদিকে নিলয় বাবুর বাবা মারা যাওয়ার পর কিছু দিন সবজি ও ফলাহার করেন এবং সংযমী জীবনযাপন করেন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাধা হয়ে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাগর বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিলয় বাবুর পালনকৃত আচরণটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। প্রদীপ বাবু একটি সংগঠনের সভাপতি। তিনি তার পরিবার এবং সংগঠনের সকল সদস্যের সমস্যা সমাধান করেন। তিনি কোনো কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তাঁর প্রতিবেশি উজ্জ্বল বাবু একজন স্বার্থপর ব্যক্তি। তিনি ভাইদের সম্পত্তি নিজের নামে করে নেন। এতে ভাইদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল বাবু সবদিক দিয়ে পরাজিত হন।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
খ. কাকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রদীপ বাবুর কর্মকান্ডের মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উজ্জ্বল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাই, তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। কমল গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আর্থিক সাহায্য করেন। তিনি মনে করেন, মেয়েদের শিক্ষিত করতে পারলে দরিদ্রতা দূর হবে ও দেশ উন্নত হবে। অপরদিকে মিনু দেবীর লেখাপড়া ও অন্য কিছুর প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি প্রকৃতির সাথে সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১
খ. চরক শরীরের কার্যকারিতার কয়টি উপাদানের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কমলের মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহাপুরুষের গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মিনু দেবীর চরিত্রটি নৈতিক জীবন গঠনে কতটুকু সহায়ক তা মূল্যায়ন কর। ৪

১০। রবিন দরিদ্রতার কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি একবেলা রিকশা চালায়। একদিন এক ব্যক্তি তার মোবাইল ও মানি ব্যাগ রিকশায় রেখে চলে যান। কিছুক্ষণ পর রবিন সেগুলো দেখে ঐ ব্যক্তির মানি ব্যাগে প্রাপ্ত ঠিকানা অনুযায়ী ঐ যাত্রীকে পৌঁছে দেয়। রবিনের বোন রনিতা খুবই অমায়িক। সে পাড়ার ছোটোদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে এবং বড়োদের যথাযথ সম্মান করেন।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১
খ. বিচারের মানদন্ড কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রবিনের চরিত্রে কোন নৈতিকতাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রনিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** অনাবৃষ্টির কারণে অধীর বাবুদের এলাকায় ভালো ফসল হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এলাকাবাসীগণ এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন।

**দৃশ্যকল্প-২ :** পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পূজায় প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রতিমাকে ফুল দুর্বা নিবেদন করছেন।

ক. যজমান কাকে বলে? ১
খ. "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অধীর বাবু কর্তৃক আয়োজিত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির গুণাবলির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | N | ২ | N | ৩ | K | ৪ | K | ৫ | N | ৬ | K | ৭ | M | ৮ | K | ৯ | L | ১০ | M | ১১ | M | ১২ | N | ১৩ | K | ১৪ | M | ১৫ | K |
| | ১৬ | M | ১৭ | N | ১৮ | L | ১৯ | M | ২০ | L | ২১ | L | ২২ | K | ২৩ | L | ২৪ | M | ২৫ | K | ২৬ | K | ২৭ | N | ২৮ | K | ২৯ | K | ৩০ | K |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▸ ০১** সজল বাবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করেন। স্নান সেরে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে দেবতার পূজা করেন। অন্যদিকে কাজল বাবু প্রতিদিন সকালে বাগান পরিচর্যা করেন এবং গরিব-দুঃখীদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেন।

ক. ঈশ্বর কাকে বলে? ১

খ. কাকে নটরাজ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সজল বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কাজল বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতিতে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

### ১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ব্রহ্ম যখন জীব জগতের উপর প্রভুত্ব করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলে।

**খ** মহাদেব সংহার বা প্রলয়ের দেবতা। তিনি সংহার করে সমতা রক্ষা করেন। এ ছাড়াও তিনি দেবতাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা এবং প্রয়োজনে অসুরদের বিনাশ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী। নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার কারণে তাঁকে নটরাজ বলা হয়।

**গ** সজল বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে।
'প্রতীক' শব্দের অর্থ চিহ্ন বা আকার। মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করে করা হয়। প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
উদ্দীপকে সজল বাবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করেন। স্নান সেরে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে দেবতার পূজা করেন। যা সাকার উপাসনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সজল বাবুর কর্মকাণ্ডে সাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

**ঘ** হ্যাঁ, কাজল বাবুর অনুসরণকৃত নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ সম্ভব।
'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। নিরাকাররূপ ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় থাকেন। তাঁকে উপলব্ধি করে উপাসনা করা হয়। উদ্দীপকের কাজল বাবু কোনো পূজা অর্চনা করেন না। এমনকি তিনি মন্দিরে দেব-দেবীর দর্শনেও যান না। তিনি প্রত্যহ উষাকালে ও সন্ধ্যায় নীরবে বসে একমনে নিষ্কামভাবে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন। অর্থাৎ তিনি নিরাকার উপাসনা করেন।
উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং মোক্ষলাভ। হিন্দুধর্মালম্বীরা কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উল্লেখ করেছেন, 'যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের আমি সেভাবেই কৃপা করে থাকি।' এ থেকে বোঝা যায়, সাকার এবং নিরাকার উভয় প্রকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং কৃপা লাভ করা সম্ভব। আর ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই হলো পরম তৃপ্তি এবং মোক্ষলাভের একমাত্র পথ।
পরিশেষে বলা যায়, সকল জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত এবং তার সত্তা প্রমাণিত। এই সত্যকে উপলব্ধি করে জীব সেবা করা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ▸ ০২** তনয় বাবু উচ্চ পদে চাকরি করছেন। তিনি সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করেন। সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, বিকাশ বাবু তাঁর ব্যবসায়ী পুত্র ও স্ত্রীকে সংসারের সকল দায়িত্ব দিয়ে সংসারত্যাগী হন। তিনি দেবগৃহে বিভিন্ন ভক্তিমূলক উপাসনার মাধ্যমে দিনাতিপাত করেন।

ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১

খ. কীসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাব জাগ্রত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের তনয় বাবু আশ্রমের যে স্তরে রয়েছেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিকাশ বাবু কি ধর্ম নির্দেশিত পথে হাঁটছেন? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার।

**খ** ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাব জাগ্রত হয়।
ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি। ভক্তির অশেষ শক্তি। এ শক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। অর্থাৎ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা করা হয় তাকে ভক্তিযোগ বলে।

**গ** উদ্দীপকের তনয় বাবু গার্হস্থ্য আশ্রমে রয়েছেন।
বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।
মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।
উদ্দীপকে তনয় বাবু উচ্চ পদে চাকরি করছেন। তিনি সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করেন। সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, তনয় বাবু গার্হস্থ্য আশ্রমে রয়েছেন।

**ঘ** হ্যাঁ, উদ্দীপকের বিকাশ বাবু ধর্ম নির্দেশিত পথে হাটছেন।
উদ্দীপকে বিকাশ বাবু তাঁর ব্যবসায়ী পুত্র ও স্ত্রীকে সংসারের সকল দায়িত্ব দিয়ে সংসারত্যাগী হন। তিনি দেবগৃহে বিভিন্ন ভক্তিমূলক উপাসনার মাধ্যমে দিনাতিপাত করেন। যা সন্ন্যাস আশ্রমকে নির্দেশ করে।
'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। একজন সন্ন্যাসীকে সংসারসহ জাগতিক প্রায় সবকিছু ছেড়ে একাকী জীবনধারণ করতে হয়। তার কোনো স্থায়ী আশ্রয় থাকে না। শুধু সীমিত সময়ের জন্য মন্দিরে আশ্রয় নিতে পারেন। শাস্ত্রীয় নির্দেশ মতে, পঁচাত্তর থেকে একশ বছর বয়সের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন কাটাতে হয়। একে সন্ন্যাস নেওয়া বলা হয়। সন্ন্যাস গ্রহণকারী ব্যক্তিকে পরিবারের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। পাশাপাশি অতীত জীবনের সকল স্মৃতি ভুলে যেতে হয়। অর্থাৎ সংসারসহ পার্থিব জগতের সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসীকে কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করতে হয়। সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– 'কর্মফলাসক্তি' বা কর্মফল এবং 'ভোগাসক্তি' বা ভোগের চিন্তা পরিত্যাগ করা। এ সম্পর্কে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়' বলা হয়েছে–

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ (৬/১)

অর্থাৎ, কর্মফল লাভের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহস্থালি বা প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম ত্যাগ করাই সন্ন্যাস নয়।
শাস্ত্রের নির্দেশনা হচ্ছে, নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছালে সন্ন্যাসী হয়ে জগতের সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে। কেননা, শুধু একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেই জাগতিক কাজকর্ম ত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকা সম্ভব হয়।

**প্রশ্ন ▸ ০৩**

চিত্র-১

ক. তপ কাকে বলে? ১
খ. শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ অনুশীলনকৃত আসনটির পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ অনুশীলন করার ফলে যে শারীরিক ও মানসিক প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনার নাম তপ।

**খ** শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো প্রাণায়াম।
শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন- রেচক, পূরক এবং কুম্ভক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে ধরে রাখার নাম কুম্ভক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

**গ** চিত্র-১ এ অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন।

যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় তাকে বৃক্ষাসন বলে। নিচে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :
বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম উরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। এভাবে শিবু বাবু বৃক্ষাসন অনুশীলন করেন।

**ঘ** চিত্র-২ এর আসনটি হলো গরুড়াসন। নিচে এ আসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো –
গরুড়াসন নিয়মিত অনুশীলন করলে –
১. পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
২. পায়ে বাত হতে পারে না।
৩. পায়ের পেশিতে খিল ধরতে পারে না।
৪. উরু, নিতম্ব, পেট আর হাতের উপরের দিক মজবুত হয়।
৫. নিতম্ব, হাঁটু আর গোড়ালির গাঁটের নমনীয়তা বাড়ে।
৬. কাঁধ শক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে তা ভালো হয়।
৭. বাঁকা মেরুদন্ড সোজা হয়।
৮. ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা সহজ হয়।
৯. দেহ লম্ব হয়।
১০. দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে।
১১. কিডনি ভালো থাকে।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** **তথ্যসূত্র-১ :** শিমলা ও মানস দম্পতি তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য হেমন্তকালের সংক্রান্তিতে এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।
**তথ্যসূত্র-২ :** মহেশপুর গ্রামের লোকেরা ঔষধিবৃক্ষ হাতে এক দেবীর পূজা করেন।
ক. পূজা কাকে বলে? ১
খ. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় কোন পূজার মধ্য দিয়ে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্যসূত্র-১ এ কোন দেবতার পূজার কথা বলা হয়েছে? উক্ত দেবতার পরিচয় পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্যসূত্র-২ এ গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৪নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে পূজা বলে।

**খ** নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় কুমারীপূজার মধ্য দিয়ে।
অষ্টমী পূজার দিন কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

**গ** তথ্যসূত্র-১ কার্ত্তিক দেবতার পূজা করার কথা বলা হয়েছে।
কার্ত্তিক দেবতা একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব এবং মা দুর্গার পুত্র। পুরাণে বলা হয়েছে তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্ত্তিক দেবতার জন্ম হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী। এই কারণে অনেকেই শম্পার মতো মতো সুপুত্র লাভের আশায় কার্ত্তিক দেবতার পূজা করে। প্রতিবছর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে দেবতা কার্ত্তিকের পূজা করা হয়। মহাধুমধামে এই দেবতার পূজা করা হয়ে থাকে। এদিন নানা উপকরণ দিয়ে চার প্রহরে মোট চার বার দেবতার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে পূজা করা হয়। প্রণাম মন্ত্র শেষে দেবতার ব্রতকথা পাঠ করা হয়। এই পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। দেবতা কার্ত্তিকের ব্রত পালন করেই দেবকী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। আবার তিনি স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন বলে, তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসেবেও পূজা করা হয়।

**ঘ** তথ্যসূত্র-২ এ গ্রামবাসী শীতলা দেবীর পূজা করছেন। এ পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো –
শীতলা দেবী রোগ, তাপ, শোক দূর করেন এবং তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। শীতলা পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্যে হলো রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করা। শীতলা পূজা করলে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে সকলকে শীতল করেন। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা সেবামূলক কাজে উদ্‌বুদ্ধ হই। উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নানা প্রকার রোগব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ ও সুখী সমৃদ্ধ জীবনযাপন করাই শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্য।

**প্রশ্ন ▶ ০৫**

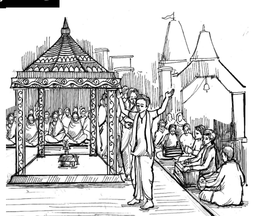
চিত্র-১

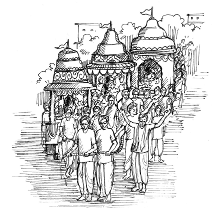
চিত্র-২

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১
খ. কোন ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এর অনুষ্ঠানটির ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি একদিকে উৎসব অন্যদিকে ব্যবসায়িক গুরুত্ব বহন করে। উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

**৫নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** যে সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে তাকে ধর্মাচার বলে।

**খ** বর্ষবরণ ধর্মাচারটি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব।
বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার মহোৎসব বর্ষবরণ। বর্ষবরণ হলো পুরোনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বছরের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। এ দিন অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতার অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

**গ** চিত্র-১ এর অনুষ্ঠানটি হলো নামযজ্ঞ।
নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহু দূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।
এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

**ঘ** চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি হলো রথযাত্রা।

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। এই রথযাত্রা শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামেই পরিচিত। উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।
রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা- জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীয় দিন সে স্থান থেকে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে রথযাত্রা পালিত হয়। তবে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব বাংলাদেশে খ্যাত।
ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার ও ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসু হয় না। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** পুলক বাবু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার গ্রামে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তার জমানো সমস্ত টাকা জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে রিপন নামে এক বালক আগুন থেকে এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।
ক. মানবতা কাকে বলে? ১
খ. কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের পুলকের চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রিপনের কর্মকাণ্ডটির শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৬নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** জীব ও মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ তাকে মানবতা বলে।

**খ** মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না।

**গ** উদ্দীপকের পুলকের চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

রন্তিবর্তা নামে এক প্রজাবৎসল ও কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক্র বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছু দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি। উনপঞ্চাশমত দিবসে একভক্ত তাকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তার উপবাস ভঙ্গ হবে। হঠাৎ তার সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতদিন কিছুই খায়নি। ক্ষুধার্ত লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন এর সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। এরই নাম মানবতাবোধ।

উদ্দীপকে পুলক বাবু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার গ্রামে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তার জমানো সমস্ত টাকা জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেন। যা পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, পুলকের চরিত্রের সাথে রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল রয়েছে।

**ঘ** সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রিপনের কর্মকাণ্ডটির তথা সৎসাহসের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

'সাহস' কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই 'সৎ সাহস' বলে। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ। উদ্দীপকে রিপন নামে এক বালক আগুন থেকে এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও অন্যের মঙ্গলের জন্য রিপন নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য সাহস প্রদর্শন করে শিশুটিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ ত্যাগ করেন। তাই বলা যায়, রিপনের কর্মকাণ্ড তথা সৎসাহস সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** সাগর বাবু একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রী পক্ষ থেকে কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ করেননি। অপরদিকে নিলয় বাবুর বাবা মারা যাওয়ার পর কিছু দিন সবজি ও ফলাহার করেন এবং সংযমী জীবনযাপন করেন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাধা হয়ে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাগর বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিলয় বাবুর পালনকৃত আচরণটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৭নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

**খ** বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাধা হয়ে থাকে।

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছেন পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। 'বিবাহ' শব্দটি বি-পূর্বক বাহ্ ধাতু ও ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে গঠিত। বহ্ ধাতুর অর্থ 'বহন করা' এবং বি উপসর্গের অর্থ বিশেষরূপে। সুতরাং 'বিবাহ' শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভারবহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

**গ** সাগর বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের পণপ্রথা অধর্ম দিকটি ফুটে উঠেছে।

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

উদ্দীপকে সাগর বাবু একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রী পক্ষ থেকে কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ করেননি। যা পণপ্রথা অধর্ম বিষয়টির সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, সাগর বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের পণপ্রথা অধর্ম দিকটি ফুটে উঠেছে।

**ঘ** নিলয় বাবু অশৌচ পালন করেন। অশৌচ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে নিলয় বাবুর বাবা মারা যাওয়ার পর কিছু দিন সবজি ও ফলাহার করেন এবং সংযমী জীবনযাপন করেন। যা অশৌচ পালনের ইঙ্গিত বহন করে। এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো –

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

**প্রশ্ন ▸ ০৮** প্রদীপ বাবু একটি সংগঠনের সভাপতি। তিনি তার পরিবার এবং সংগঠনের সকল সদস্যের সমস্যা সমাধান করেন। তিনি কোনো কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তাঁর প্রতিবেশি উজ্জ্বল বাবু একজন স্বার্থপর ব্যক্তি। তিনি ভাইদের সম্পত্তি নিজের নামে করে নেন। এতে ভাইদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল বাবু সবদিক দিয়ে পরাজিত হন।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
খ. কাকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রদীপ বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উজ্জ্বল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাই, তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**৮নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** বেদকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাকে বৈদিক সাহিত্য বলে।

**খ** উপনিষদকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়।

উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। জ্ঞানকাণ্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্যের কথা। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক অজানা রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্যবিদ্যাও বলা হয়। উপনিষদ থেকে আমরা উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করি।

**গ** প্রদীপ বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রাম চরিত্রের মিল রয়েছে।

রামায়ণ অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এ ধর্মগ্রন্থের মূল চরিত্র হলো রাম। পিতৃসত্য বা পিতার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি ১৪ বছরের জন্য বনবাসে গমন করেন। তিনি ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে কেউ যেন কখনো কোনো দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেস্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে ভালোবাসতেন। পাশাপাশি নিজ কর্তব্যবোধ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করেননি। এভাবে তার চরিত্রে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা প্রকাশ পায়। রামের রাজত্ব সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, রামের মতো রাজা কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

রামের সৎ গুণের অনুরূপ দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের প্রদীপ বাবুর কর্মকাণ্ডেও লক্ষ করা যায়। কারণ তিনি সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ পরিবারকেও ভালোবাসেন। এমনকি তিনি কোনো কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এরূপ ধর্মাচারণের কারণে বলা যায়, প্রদীপ বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রাম চরিত্রের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উজ্জ্বল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাই তা হলো– 'যথা ধর্ম তথা জয়।'

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, কুরু-পাণ্ডবদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তথা স্বার্থের দ্বন্দ্বের কথা; ক্ষমতার দম্ভ, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ের কথা। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনি-উপকাহিনি। এসব কাহিনি-উপকাহিনির একাংশে বর্ণিত হয়েছে ধর্মযুদ্ধেরও কথা। যা ছিল অধর্ম ও অসত্যের বিরুদ্ধে ধর্ম ও সত্যের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সত্য ও ধর্মের জয় হয় আর অসত্য ও অধর্মের পরাজয় হয়। মহাভারতের এ শিক্ষা উদ্দীপকেও লক্ষ্য করা যায়।

উদ্দীপকের উজ্জ্বল বাবু একজন স্বার্থপর ব্যক্তি। তিনি ভাইদের সম্পত্তি নিজের নামে করে নেন। এতে ভাইদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল বাবু সবদিক দিয়ে পরাজিত হন। এভাবে মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান ও উদ্দীপক থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, সত্যের জয় সর্বদাই হয়।

পরিশেষে বলা যায়, হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ হলো মহাভারত। এখানে কুরু-পাণ্ডবদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে এ বিষয়টি বুঝানো হয়েছে যে, অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি হয়। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের উজ্জ্বল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনায় প্রতীয়মান হয়।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** কমল গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আর্থিক সাহায্য করেন। তিনি মনে করেন, মেয়েদের শিক্ষিত করতে পারলে দরিদ্রতা দূর হবে ও দেশ উন্নত হবে। অপরদিকে মিনু দেবীর লেখাপড়া ও অন্য কিছুর প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি প্রকৃতির সাথে সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১

খ. চরক শরীরের কার্যকারিতার কয়টি উপাদানের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কমলের মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহাপুরুষের গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মিনু দেবীর চরিত্রটি নৈতিক জীবন গঠনে কতটুকু সহায়ক তা মূল্যায়ন কর। ৪

**৯নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাকে পূর্ণাবতার বলে।

**খ** চরক শরীরের কার্যকারিতার তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন।

চরকই প্রথম মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন – রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

**গ** কমলের মধ্যে আমার পাঠ্যবইয়ের স্বামী বিবেকানন্দের গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে কমল গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও আর্থিক সাহায্য করেন। তিনি মনে করেন মেয়েদের শিক্ষিত করতে পারলে দরিদ্রতা দূর হবে ও দেশ উন্নত হবে। যা স্বামী বিবেকানন্দের সাথে মিল রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারী শিক্ষাকে তিনি জোরালোভাবে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষা লাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরা তা পারবে না কেন? তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। এমনকি আধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তাঁর জন্য তিনি সারদা দেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি বলেছেন "ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।"

**ঘ** উদ্দীপকের মিনু দেবীর চরিত্রটি নৈতিক জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়ক।

উদ্দীপকে মিনু দেবীর লেখাপড়া ও অন্য কিছুর প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি প্রকৃতির সাথে সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। যা পাঠ্যবইয়ে শ্রীমার জীবনের সাথে মিল রয়েছে।

শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে ওঠে। পড়াশোনার প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। মাঝে মাঝেই ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়তেন। পরবর্তীতে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর আছেন। তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক মিলন সম্ভব। ঈশ্বরকে তিনি জ্যোতির্ময়রূপে দেখতে চান। একবার তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি যেন তাঁকে বলেছেন, ওঠ, আরো উপরে ওঠ। সবাইকে ছাড়িয়ে উপরে ওঠ, সবার মধ্যে ব্যাপ্ত করে দাও নিজের আত্মাকে। এরপর তিনি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই আশ্রমই ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা কেন্দ্র। আশ্রমের সকল কাজকর্ম দ্বারাই তিনি সাধনজীবন অতিবাহিত করেন।

তাই বলা যায়, মিনু দেবীর চরিত্রটি নৈতিক জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়ক।

**প্রশ্ন ▸ ১০** রবিন দরিদ্রতার কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি একবেলা রিকশা চালায়। একদিন এক ব্যক্তি তার মোবাইল ও মানি ব্যাগ রিকশায় রেখে চলে যান। কিছুক্ষণ পর রবিন সেগুলো দেখে ঐ ব্যক্তির মানি ব্যাগে প্রাপ্ত ঠিকানা অনুযায়ী ঐ যাত্রীকে পৌঁছে দেয়। রবিনের বোন রনিতা খুবই অমায়িক। সে পাড়ার ছোটোদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে এবং বড়োদের যথাযথ সম্মান করেন।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. বিচারের মানদণ্ড কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রবিনের চরিত্রে কোন নৈতিকতাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রনিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

**১০নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

**খ** বিচারের মানদণ্ড হলো নৈতিক মূল্যবোধ।

নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে, যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

**গ** রবিনের চরিত্রে সততা গুণটি ফুটে উঠেছে।

সততা একটি ব্যক্তির গৌরবের মুকুট স্বরূপ। সৎ ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। অসৎ ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা যে দেশে হয়, সে দেশ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে রবিন দরিদ্রতার কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি এক বেলা রিক্সা চালায়। একদিন এক ব্যক্তি তার মোবাইল ও মানি ব্যাগ রিক্সায় রেখে চলে যান। কিছুক্ষণ পর রবিন সেগুলো দেখে ঐ ব্যক্তির মানি ব্যাগে প্রাপ্ত ঠিকানা অনুযায়ী ঐ যাত্রীকে পৌঁছে দেয়। যা পাঠ্যবইয়ের সততা গুণটির সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রবিনের চরিত্রে সততা গুণটি ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে রণিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শিষ্টাচার গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

শিষ্টাচার আদর্শ জীবনের জন্য অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ গুণটি অর্জন করে মানুষ পশু থেকে আলাদা হতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তি কাউকে হেয় করে না, তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব এ সকল বিষয় তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তার কাছে সকলেই সমানরূপে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। পিতা-মাতা, পরিবারের লোকজন যেমন তার প্রিয় তেমনি আত্মীয় নয় এমন লোকও তার কাছে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত।

অনুচ্ছেদের রবিনের শিষ্টাচারের গুণে উদ্ভাসিত। পিতা-মাতাকে সে যেমন শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তেমনি সমাজের অন্য সকলের প্রতিও তার আচরণ এমনই। এমনকি সে তার সহপাঠীদের প্রতিও খুব মমতাশীল। তাদেরকে সে শুভেচ্ছা জানায়, ছোটোদেরও রবিন আদর করে। তার আচরণ থেকে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়।

তাই রবিনের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▸ ১১** **দৃশ্যকল্প-১ :** অনাবৃষ্টির কারণে অধীর বাবুদের এলাকায় ভালো ফসল হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এলাকাবাসীগণ এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন।

**দৃশ্যকল্প-২ :** পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পূজায় প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রতিমাকে ফুল দুর্বা নিবেদন করছেন।

ক. যজনাম কাকে বলে? ১

খ. "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অধীর বাবু কর্তৃক আয়োজিত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির গুণাবলির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

**১১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

**খ** এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহু নামে বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার জন্য তাঁদের পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে তাঁরা খুশি হন। মানুষ দেবতাদের কৃপা লাভ এবং সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য পূজা করে। দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বর সন্তুস্ট হন এবং ভক্তের অভীষ্ট দান করেন।

**গ** দৃশ্যকল্প-১ এ অধীর বাবু কালীপূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো –

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ অনাবৃষ্টির কারণে অধীর বাবুদের এলাকায় ভালো ফসল হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এলাকাবাসীগণ এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। যা কালী পূজার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিশেষ কিছু নিয়মকানুন মেনে এ পূজা করা হয়ে থাকে। সমাজের অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য কালীপূজা করা হয়। অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রামবাসী তাই বসন্তের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য কালীপূজার আয়োজন করে। এ পূজার পদ্ধতি হলো– দুর্গাপূজার মতো কালীপূজাও গৃহে বা মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষু দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালীপূজা শুরু হয়। দেবীর পূজার জন্য ষোলো উপচার অনুসরণ করা হয় এবং আট শক্তিকে পূজা করা হয়। তান্ত্রিক হোম করা হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

**ঘ** দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তি হলেন পুরোহিত। তার গুণাবলির যথার্থতা মূল্যায়ন করা হলো –

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ পাঁচদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত পূজায় প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রতিমাকে ফুল-দুর্বা নিবেদন করছেন। যা পুরোহিতের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরোহিতের নিম্নবর্ণিত গুণের অধিকারী হতে হয়–

১. হিন্দুধর্মাবলম্বী যেকোনো বর্ণের মানুষের পৌরোহিত্য করার সামর্থ্য।
২. সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা।
৩. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান।
৪. নিত্যকর্ম ও পূজাবিধি সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও ধারণা।
৫. ধর্মশাস্ত্রে এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও প্রথার ওপর অভিজ্ঞতা।
৬. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মানুরাগী, প্রগতিশীল ও জনসাধারণের প্রতি মমত্ববোধ।
৭. শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের দক্ষতা।
৮. বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, নিয়মনীতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।
৯. পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা।
১০. আচরণগত দিক থেকে ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং কথা ও কাজের সমন্বয় সাধন।
১১. শিষ্টাচারসম্পন্ন ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকার।

# দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

**১. 'সফলতার' দেবতা কে?**
ক) কার্ত্তিক খ) গণেশ গ) শিব ঘ) বিষ্ণু

**২. গুণাবতার নিচের কোন জন?**
ক) মহেশ্বর খ) শ্রী চৈতন্য গ) শ্রী রামকৃষ্ণ ঘ) পরশুরাম

**৩. ভগবান বিষ্ণু কোন রূপে বেদ উদ্ধার করেন?**
ক) বামন খ) নৃসিংহ গ) মৎস্য ঘ) পরশুরাম

**৪. ঈশ্বর হলেন—**
i. অনন্তরূপী
ii. সকল স্থানে অবস্থান করেন
iii. মহাবিশ্বের স্রষ্টা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

**৫. বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কয়টি ভাগ রয়েছে?**
ক) তিনটি খ) চারটি গ) দুইটি ঘ) ছয়টি

**৬. বিভীষণের পুত্রের নাম কী?**
ক) তরণী খ) আরুণি গ) স্বেতকেতু ঘ) শত্রুঘ্ন

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সদ্য বিবাহিত চয়ন শাশুড়ির নিমন্ত্রণে জৈষ্ঠ্য মাসের এক বিশেষ তিথিতে শ্বশুর বাড়ি যায়। অন্যদিকে, শ্রেয়াদের বাড়িতে নতুন ধানের চাল দিয়ে পিঠা পায়েস তৈরি করে একটি উৎসবের আয়োজন করেছে। পাড়ার সকলে মিলে এ উৎসবে মেতে উঠেছে।

**৭. চয়ন কোন অনুষ্ঠানের যোগ দেওয়ার জন্য শ্বশুর বাড়ি যায়?**
ক) সংক্রান্তি খ) বর্ষবরণ গ) জামাইষষ্ঠী ঘ) দীপাবলি

**৮. শ্রেয়াদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত উৎসবের মাহাত্ম্য হচ্ছে—**
i. সার্বজনউন উৎসব
ii. অমঙ্গাল দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা
iii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**৯. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী?**
ক) প্রশংসা করা খ) ত্যাগ করা গ) গ্রহণ করা ঘ) অর্পণ করা

**১০. পবিত্র স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে—**
i. পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়
ii. মনে শান্তি আসে
iii. দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**১১. আমরা কোন পূজার মাধ্যমে জীবনদায়ী বৃক্ষের পূজা করি?**
ক) কুমারী পূজা খ) সন্ধি পূজা
গ) নব পত্রিকা পূজা ঘ) নবমী বিহিত পূজা

**১২. নৃযজ্ঞ বলতে বোঝায়—**
ক) ভগবানের সেবা খ) পাখিদের সেবা
গ) অতিথি সেবা ঘ) মা-বাবার সেবা

**১৩. কততম মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন হয়?**
ক) পঞ্চম খ) ষষ্ঠ গ) সপ্তম ঘ) অষ্টম

**১৪. সন্ন্যাস জীবনে সন্ন্যাসী—**
i. অতীতের কথা ভুলে যান ii. ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন
iii. কর্মফলাসক্তি গ্রহণ করেন
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**১৫. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি?**
ক) দশটি খ) আটটি গ) ছয়টি ঘ) চারটি

**১৬. অশৌচ পালনের ফলে—**
i. মন ধীরে ধীরে স্থির হয় ii. মনে শান্তি ফিরে আসে
iii. মন শোকে আচ্ছন্ন হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিজন এমন একটি আসন অনুশীলন করে। অনুশীলনরত অবস্থায় তার শরীর গাছের মত দেখায়। অন্যদিকে তার বোন সুমিতা শরীরের গঠন ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে উপকৃত হয়।

**১৭. বিজন কোন আসন অনুশীলন করে?**
ক) হলাসন খ) গরুড়াসন গ) অর্ধকুর্মাসন ঘ) বৃক্ষাসন

**১৮. সুমিতার অনুশীলনকৃত আসনের মাধ্যমে—**
i. বৃক্ক সবল হয় ii. পায়ের পেশিতে খিল ধরা রোধ হয়
iii. ব্রহ্মচর্য পালন করা সহজ হয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**১৯. 'বৈসাবি' বলতে বোঝায়—**
ক) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব
খ) হিন্দুদের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উৎসব
গ) মনের অজ্ঞানতা দূর করার অনুষ্ঠান ঘ) শিক্ষাজীবনে প্রবেশের অনুষ্ঠান

**২০. বঙ্গীয় 'শব্দকোষ' গ্রন্থে কে উল্লেখ করেছেন, প্রণাম চার প্রকার?**
ক) মহর্ষি পতঞ্জলি খ) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ) দিবোদাস ঘ) কাশীরাজ

**২১. সবুজ তার দাদাকে আসতে দেখে কথা বলে মাথা নিচু করে সম্মান জানায়। সবুজের কাজের মধ্যে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?**
ক) অভিবাদন খ) উদারতা গ) মানবিকতা ঘ) সততা

**২২. আরুণি ঋষির পুত্রের নাম কী?**
ক) প্রহ্লাদ খ) শ্বেতকেতু গ) তরনী ঘ) দিবোদাস

**২৩. অদ্বৈত প্রভু কীসের দ্বারা সবতীর্থের পুণ্যজল এক করেছিলেন?**
ক) সন্যাসী বলে খ) যোগসাধনা বলে
গ) কর্ম সাধনা বলে ঘ) জ্ঞান সাধনা বলে

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তপু বিদ্যা শিক্ষা শেষে বাড়িতে আসে। তার পিতা নেই উপলক্ষে একটি সংস্কার পালন করে। অপরদিকে ধীরেন বাবু তার কন্যা রীতাকে নতুন কাপড় ও অলংকার দ্বারা সাজিয়ে প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি ছিল রীতার জীবনে বিশেষ দিন।

**২৪. তপুর জন্য তার পিতা কোন সংস্কারটি পালন করে?**
ক) জাতকর্ম খ) নামকরণ গ) অনুপ্রাশন ঘ) সমাবর্তন

**২৫. রীতার জীবনে বিশেষ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হলো—**
i. পুরুষ সন্তানের পিতা হয়ে লাভ করে পিতৃত্ব
ii. নারী মাতা হয়ে লাভ করে মাতৃত্ব
iii. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়।
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**২৬. স্বামীজীর ধর্ম সম্পর্কিত বক্তব্য হলো—**
ক) আগে খাদ্য পরে ধর্ম খ) পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন
গ) আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর ঈশ্বরকে পাওয়া যায়
ঘ) ব্রহ্ম সত্য : জগৎ মিথ্যা

**২৭. "দেহ শুদ্ধিকরণ" অনুষ্ঠান হলো—**
ক) সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন খ) সাতপাকে বাঁধা
গ) গায়ে হলুদ ঘ) মালা বদল

**২৮. রূপাদেবী ধনী পরিবারের পুত্রবধু হয়েও ধন সম্পদের উপর তার কোনো লোভ নেই। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রূপাদেবীর চরিত্রে কোন মহিয়সী নারীর মিল পাওয়া যায়?**
ক) সীমা খ) ভগিনী নিবেদিতা গ) মীরাবাঈ ঘ) গার্গী

**২৯. 'রামঠাকুরের সমাধিস্থল' তীর্থস্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক) চট্টগ্রাম জেলায় খ) পাবনা জেলায়
গ) মহেশখালী জেলায় ঘ) নোয়াখালী জেলায়

**৩০. কনিকা সন্তান লাভের আশায় বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। পূজার ফল স্বরূপ সুন্দর সন্তান লাভ করে? কণিকা কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করেছে?**
ক) ব্রহ্মার খ) বিষ্ণুর গ) শিবের ঘ) কার্তিকের

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

**[দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। বিনয় বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে একদিন সন্ধ্যায় তার দাদুর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, ভ্রমণে সর্বদা তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে স্মরণ করবে। এসময় দাদুর এক প্রতিবেশীর মেয়ে নমিতার কণ্ঠে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে গাওয়া ভক্তিমূলক গানের সুর ভেসে আসছিল।
- ক. সাকার উপাসনা কাকে বলে? ১
- খ. মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয় কাকে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বিনয়ের দাদুর উপদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট দেবতার স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. নমিতা যে কাজে রত ছিল তার প্রয়োজনীয়তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। অজয় বাবু পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সমাজে পাঠশালা ও হাসপাতাল নির্মাণে সহায়তা করেন। তাঁর বড় ভাই গোলাপ বাবু পরিবার পরিজন সবকিছু ত্যাগ করে সঙ্গীহীন জীবন-যাপন করেন এবং একমাত্র ঠাকুরের সাধনায় দেবগৃহে সময় অতিবাহিত করেন।
- ক. কর্মযোগ কাকে বলে? ১
- খ. কোন পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. অজয় বাবুর কর্মের ধরন পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. গোপাল বাবু কি ধর্ম নির্দেশিত পথে হাঁটছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। **তথ্যসূত্র-১ :** সাগরের মা বর্ষাকালে এক বিশেষ তিথিতে পুরীতে দেবতা দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগমে এক বিশাল উৎসব পালিত হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র-২ :** সজীবের মা দেব-দেবীর অধিষ্ঠিত স্থান দর্শনের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন।
- ক. ধর্মানুষ্ঠান কাকে বলে? ১
- খ. কীসের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. তথ্যসূত্র-১ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তথ্যসূত্র-২ এর গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** রিমঝিম একজন শিক্ষিত তরুণী। সে তার বাবা-মায়ের পছন্দ অনুসারে পরিমল বাবুর একমাত্র সুশিক্ষিত চাকুরীজীবী ছেলেকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পরিমল বাবু রিমঝিমের বাবার কাছে বড় অংকের টাকা দাবি করলে রিমঝিম প্রতিবাদ জানিয়ে সে বিয়ে ভেঙে দেয়।

**দৃশ্যকল্প-২ :**

- ক. সংস্কার কাকে বলে? ১
- খ. বিয়ের পরদিন কোন অনুষ্ঠান পালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত ঘটনাটির কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দৃশ্যকল্প-২ এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

চিত্র-১

চিত্র-২

- ক. পূজা কাকে বলে? ১
- খ. মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে যে পূজা করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্র-১ এ উপবিষ্ট ব্যক্তিটির গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চিত্র-২ এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মিলন বাবুর শিরদাঁড়া ও বৃক্কের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দিষ্ট একটি ব্যায়াম করছেন। অপরদিকে প্রলয় বাবু দীর্ঘদিন ধরে পরিপাকজনিত জটিলতা ও লিভারের সমস্যায় ভুগছেন এবং আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি শরীরচর্চা করছেন।
- ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১
- খ. ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে সাধক কী লাভ করেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মিলন বাবুকে চিকিৎসকের দেওয়া নির্দিষ্ট ব্যায়ামটির ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রলয় বাবুর আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে অনুশীলনকৃত শরীরচর্চার প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। **দৃশ্যকল্প-১ :** শিশির ছোট বেলা থেকেই তার মায়ের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়েছে। এভাবে সে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জেনেছে ও সৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে বিশেষবাবে লেখা বই সম্পর্কে জেনেছে।

**দৃশ্যকল্প-২ :** নীতিহীন ও ছলনাকারী তিমির বাবু তার বড় ভাই মৃত সমীর বাবুর ছেলেকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিমির বাবু মৃত সমীর বাবুর ধার্মিক ছেলের কাছে পরাজিত হয় এবং ধর্মের জয় হয়।
- ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
- খ. কোন শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ যে বই সম্পর্কে জেনেছে তার পরিচিতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৮।

| ছক-১ | ছক-২ |
|---|---|
| বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে<br>কত বীর জীবন দেন,<br>তাদের মধ্যে অন্যতম<br>প্রীতিলতা-সূর্যসেন। | পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি<br>এ জীবন মন সকলি দাও,<br>তার মত সুখ কোথাও কি আছে?<br>আপনার কথা ভুলিয়া যাও। |

- ক. সৎসাহস কাকে বলে? ১
- খ. মানবতা ধর্মের অঙ্গ।— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ছক-১ এর সারমর্মে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।৩
- ঘ. ছক-২ এর শিক্ষার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। লিটন বাবু বাসায় ফেরার সময় গৃহঋণ বাবদ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত টাকার ব্যাগ অটো রিক্সায় ফেলে এসেছে। পরিবারের সাতে আলাপ করে স্থানীয় থানার উদ্দেশ্যে রওনা হতেই ঘরের বাইরে এসে দেখেলেন সে অটো রিক্সা চালক বাসার সামনে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। লিটন বাবু তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলে চালক বললেন, তিনি টাকা ফেরত দিতে পেরেই আনন্দিত। এই বলে চলে গেলেন। লিটন বাবুর দুই সন্তান অর্পা ও অয়ন। তারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা তাদের গৃহ দেবতার সামনে হাত জোড় করে এবং মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানান।
- ক. ধর্মপথ কাকে বলে? ১
- খ. আমরা কেন ধর্ম পালন করি? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রিক্সা চালকের আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অর্পা ও অয়নের আচরণে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। পরেশ বাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি সর্বদাই সবার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ান। তাঁর প্রতি যে কেউ অন্যায়-অবিচার করুক না কেন তিনি সবাইকে মনেপ্রাণে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন। সমাজের অনেক অধার্মিক ব্যক্তিকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। অপরদিকে তাঁর গ্রামের কমল বাবু ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান। নিজের উপর ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল বিশ্বাস রেখেই তিনি যে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
- ক. অবতার কাকে বলে? ১
- খ. বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে পরেশ বাবুর মধ্যে পাঠ্যবইয়ের কার মতাদর্শের সঙ্গে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "কমল বাবুর অনুসৃত পথের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব"—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১। জ্ঞানানন্দ ও জনি দুইজন প্রতিবেশী। জ্ঞানানন্দ সমাজের একজন সম্মানিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাকে এলাকার সবাই পছন্দ করেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত সহনশীল এবং তার চোখে সবাই সমান। তিনি মনে করেন সবারই সমান অধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিষয়গুলো তিনি পার্থক্য করেন না। কিন্তু জনি অসৎ প্রকৃতির ও লোভী। তিনি সবসময় অন্যায় কাজে জড়িত থাকেন। এজন্য অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ তাকে অনেকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। কারাবাস করেও সে সংশোধন হয়নি।
- ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১
- খ. বিচারের মানদণ্ড কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জ্ঞানানন্দের চরিত্রে কোন দিকটি লক্ষ করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনির পরিণতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | L | ২ | K | ৩ | M | ৪ | N | ৫ | L | ৬ | K | ৭ | M | ৮ | L | ৯ | K | ১০ | M | ১১ | M | ১২ | M | ১৩ | L | ১৪ | K | ১৫ | N |
| | ১৬ | K | ১৭ | N | ১৮ | N | ১৯ | K | ২০ | L | ২১ | K | ২২ | L | ২৩ | L | ২৪ | N | ২৫ | N | ২৬ | K | ২৭ | M | ২৮ | M | ২৯ | N | ৩০ | N |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** বিনয় বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে একদিন সন্ধ্যায় তার দাদুর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, ভ্রমণে সর্বদা তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে স্মরণ করবে। এসময় দাদুর এক প্রতিবেশীর মেয়ে নমিতার কণ্ঠে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে গাওয়া ভক্তিমূলক গানের সুর ভেসে আসছিল।

ক. সাকার উপাসনা কাকে বলে? ১

খ. মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয় কাকে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিনয়ের দাদুর উপদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট দেবতার স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নমিতা যে কাজে রত ছিল তার প্রয়োজনীয়তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ঈশ্বরের কোনো গুণ বা আকারের উপাসনা করার পদ্ধতিকে সাকার উপাসনা বলে।

**খ** ঈশ্বরকে মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয়।
জীব ও জড়বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এ শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করেছেন। এ মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হিসেবে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। তাই ঈশ্বরকে মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয়।

**গ** বিনয়ের দাদু ব্রহ্মা দেবতাকে স্মরণ করার উপদেশ দেন। উক্ত দেবতার স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ, 'বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম'। যাঁর থেকে বড়ো কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মা শুধু প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকেই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষাও করে থাকেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। আমরা জানি, ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি যখন জীবরে মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়।
ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ এবং তিনি নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি অজম অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত। ব্রহ্মকে 'ওঙ্কার' বলা হয়। ওঙ্কার সংক্ষেপে ওঁ। এর পূর্ণরূপ অ-উ-ম। এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম।
তাই বলা যায়, বিনয়ের দাদু ব্রহ্মা দেবতাকে স্মরণ করার উপদেশ দেন।

**ঘ** নমিতা উপাসনায় রত ছিল। উপাসনার প্রয়োজনীয়তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–
দৈনন্দিন জীবনে উপাসনার গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। উপাসনা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং মনে সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে। উপাসনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে আমরা যেকোনো ভাবাবেগ দ্বারা সহজেই তাড়িত হই না। এছাড়া উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে এক অনাবিল চেতনার সৃষ্টি হয়।
উপাসনার মধ্য দিয়ে শুধু যে ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয় তা নয়। উপাসনার মধ্য দিয়ে মানুষ সত্য পথে পরিচালিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে অহং, আমিত্ব ভাব ও হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়। অপরদিকে উপাসনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মোক্ষলাভ করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির চিরমুক্তি ঘটে। তার আর পুনর্জন্ম হয় না।
তাই সার্বিক আলোচনা অন্তে বলা যায় দৈনন্দিন জীবনে উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত উপাসনা করতে হবে।

**প্রশ্ন ▶ ০২** অজয় বাবু পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সমাজে পাঠশালা ও হাসপাতাল নির্মাণে সহায়তা করেন। তাঁর বড় ভাই গোলাপ বাবু পরিবার পরিজন সবকিছু ত্যাগ করে সঙ্গীহীন জীবন-যাপন করেন এবং একমাত্র ঠাকুরের সাধনায় দেবগৃহে সময় অতিবাহিত করেন।

ক. কর্মযোগ কাকে বলে? ১

খ. কোন পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অজয় বাবুর কর্মের ধরন পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গোপাল বাবু কি ধর্ম নির্দেশিত পথে হাঁটছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত নিষ্কাম কর্মকেই কর্মযোগ বলে।

**খ** প্রাণায়াম পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।
শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন- রেচক, পূরক এবং কুম্ভক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে ধরে রাখার নাম কুম্ভক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

**গ** অজয় বাবু নিষ্কাম কর্ম করেন। পাঠ্যবইয়ের আলোকে এ কর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

কর্ম দুই প্রকারের আছে। সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মে কর্তা কর্ম করেন কোনো প্রকার ফলের আশা না রেখে। ব্যক্তি মনে করেন কর্মের কর্তা আমি নই, কর্মকাণ্ড আমার নয়। নিষ্কাম কর্মের ফল কর্মকর্তাকে স্পর্শ করে না।

নিষ্কাম কর্মই যোগসাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ। সকাম কর্মে বন্ধন হয় আর নিষ্কাম কর্মে মোক্ষ লাভ হয়। কর্মকে যোগে পরিণত করে তা অনুশীলন করলে অভীষ্ট মোক্ষলাভ সম্ভব। জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ হচ্ছে মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভ হলে জীবের আর পুনর্বার মানব শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

নিষ্কাম কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্মফল ঈশ্বরে যুক্ত করা হয়। এতে মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষলাভ সম্পর্কে বলেছেন। মোক্ষলাভ যুক্ত নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরের প্রিয়। নিষ্কাম কর্মকারী ব্যক্তির মোক্ষলাভ অর্জন হলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অজয় বাবু পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সমাজে পাঠশালা ও হাসপাতাল নির্মাণে সহায়তা করেন। যা নিষ্কাম কর্মকে নির্দেশ করে।

**ঘ** হ্যাঁ, গোপাল বাবু ধর্ম নির্দেশিত পথে হাঁটছেন। আমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হলো–

'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। একজন সন্ন্যাসীকে সংসারসহ জাগতিক প্রায় সবকিছু ছেড়ে একাকী জীবনধারণ করতে হয়। তার কোনো স্থায়ী আশ্রয় থাকে না। শুধু সীমিত সময়ের জন্য মন্দিরে আশ্রয় নিতে পারেন। শাস্ত্রীয় নির্দেশ মতে, পঁচাত্তর থেকে একশ বছর বয়সের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন কাটাতে হয়। একে সন্ন্যাস নেওয়া বলা হয়। সন্ন্যাস গ্রহণকারী ব্যক্তিকে পরিবারের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। পাশাপাশি অতীত জীবনের সকল স্মৃতি ভুলে যেতে হয়। অর্থাৎ সংসারসহ পার্থিব জগতের সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসীকে কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করতে হয়। সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– 'কর্মফলাসক্তি' বা কর্মফল এবং 'ভোগাসক্তি' বা ভোগের চিন্তা পরিত্যাগ করা। এ সম্পর্কে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়' বলা হয়েছে–

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ (৬/১)

অর্থাৎ, কর্মফল লাভের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহস্থালি বা প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম ত্যাগ করাই সন্ন্যাস নয়।

শাস্ত্রের নির্দেশনা হচ্ছে, নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছালে সন্ন্যাসী হয়ে জগতের সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে। কেননা, শুধু একজন সন্ন্যাসীর পক্ষেই জাগতিক কাজকর্ম ত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকা সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, গোপাল বাবু ধর্ম নির্দেশিত পথে হাঁটছেন। এ পথের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ▸ ০৩** **তথ্যসূত্র-১ :** সাগরের মা বর্ষাকালে এক বিশেষ তিথিতে পুরীতে দেবতা দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগমে এক বিশাল উৎসব পালিত হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র-২ :** সজীবের মা দেব-দেবীর অধিষ্ঠিত স্থান দর্শনের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন।

ক. ধর্মানুষ্ঠান কাকে বলে? ১
খ. কীসের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্যসূত্র-১ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্যসূত্র-২ এর গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ঈশ্বর এবং দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয় তাই ধর্মানুষ্ঠান।

**খ** রাখীবন্ধনের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এ দিনটি রাখীপূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

**গ** তথ্যসূত্র-১ এ রথযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। যেখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যসূত্র-১ এ দেখা যায়, সাগরের মা বর্ষাকালে এক বিশেষ তিথিতে পুরীতে দেবতা দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগমে এক বিশাল উৎসব পালিত হচ্ছে। যা রথযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের সাথে সংগতিপূর্ণ।

**ঘ** তথ্যসূত্র-২ এ তীর্থস্থানের কথা বলা হয়েছে। তীর্থস্থানের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুণ্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদগতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে স্বস্তি। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তিজীবনে তীর্থস্থান দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** **দৃশ্যকল্প-১ :** রিমঝিম একজন শিক্ষিত তরুণী। সে তার বাবা-মায়ের পছন্দ অনুসারে পরিমল বাবুর একমাত্র সুশিক্ষিত চাকুরীজীবী ছেলেকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পরিমল বাবু রিমঝিমের বাবার কাছে বড় অংকের টাকা দাবি করলে রিমঝিম প্রতিবাদ জানিয়ে সে বিয়ে ভেঙে দেয়।

**দৃশ্যকল্প-২ :**

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১
খ. বিয়ের পরদিন কোন অনুষ্ঠান পালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত ঘটনাটির কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দৃশ্যকল্প-২ এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ঐতিহ্য অনুসরণ করে সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার।

**খ** বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।
সিদুঁর দিয়ে বিবাহচিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সম্প্রদান পর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর থেকেই কন্যা, অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন, অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

**গ** দৃশ্যকল্প-১ এ বিবাহ ভেঙে দেওয়ার কারণ হলো যৌতুক প্রথা বা পণপ্রথা।
যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর কারণে এখনও অনেক পরিবারে নারীদের ওপর চালানো হয় বিভিন্ন নিপীড়ন ও মানসিক নির্যাতন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে কন্যাকে পাত্রস্থ করত চাইলে কনের বাবাকে পাত্রের বাবার সকল চাহিদা মেটাতে হয়। পণের অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে অনেক সময় কনের বাবা তার সর্বস্ব বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। বিয়ের পরও এর অবসান হয় না। বরং বিয়ের পরও বউকে বাবার বাড়ি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অর্থ-সম্পদ আনতে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের জন্য বউয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়ে থাকে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ পণপ্রথা নিন্দনীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ।
দৃশ্যকল্প-১ এ রিমঝিম একজন শিক্ষিত তরুণী। সে তার বাবা-মায়ের পছন্দ অনুসারে পরিমল বাবুর একমাত্র সুশিক্ষিত চাকরিজীবী ছেলেকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পরিমল বাবু রিমঝিমের বাবার কাছে বড় অঙ্কের টাকা দাবি করলে রিমঝিম প্রতিবাদ জানিয়ে সে বিয়ে ভেঙে দেয়। সুতরাং বলা যায়, রিমঝিম যৌতুকের কারণেই বিবাহ ভেঙে দিয়েছিল।

**ঘ** দৃশ্যকল্প-২ এ আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।
'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অণ্' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তা-ই শ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল ইত্যাদি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।
পরিশেষে বলা যায়, আদ্যশ্রাদ্ধের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

**প্রশ্ন ▸ ০৫**

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পূজা কাকে বলে? ১
খ. মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে যে পূজা করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ উপবিষ্ট ব্যক্তিটির গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তাদের কৃপা লাভ করার জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাকে পূজা বলে।

**খ** মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে কুমারী পূজা করা হয়।
অষ্টমী পূজার দিন কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

**গ** চিত্র-১ এ উপবিষ্ট ব্যক্তি হলেন একজন পুরোহিত।
পুরোহিত একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি পারিবারিক ও সামাজিক পূজা-অর্চনাদি পরিচালনা করে থাকেন।
শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরোহিতের নিম্নবর্ণিত গুণের অধিকারী হতে হয়–

১. হিন্দুধর্মাবলম্বী যেকোনো বর্ণের মানুষের পৌরোহিত্য করার সামর্থ্য।
২. সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা।
৩. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান।
৪. নিত্যকর্ম ও পূজাবিধি সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও ধারণা।
৫. ধর্মশাস্ত্রে এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও প্রথার ওপর অভিজ্ঞতা।
৬. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মানুরাগী, প্রগতিশীল ও জনসাধারনের প্রতি মমত্ববোধ।
৭. শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের দক্ষতা।
৮. বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, নিয়মনীতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।
৯. পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা।
১০. আচরণগত দিক থেকে ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং কথা ও কাজের সমন্বয় সাধন।
১১. শিষ্টাচারসম্পন্ন ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকার।

**ঘ** চিত্র-২ এ দুর্গাপূজাকে নির্দেশ করা হয়েছে। দুর্গাপূজার গুরুত্ব অপরিসীম। এ পূজার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হলো–

দুর্গাপূজার মিলন মেলার মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সম্পর্ক অটুট রাখা যায়। মা দুর্গার আবির্ভাবে সে মানসিক প্রেরণা ও উৎসাহ পাবে। মানবিকতা ও অমানবিকতার মাঝে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে দুর্গাপূজার মাহাত্ম্যে। যা আমাদেরকে নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজাসংখ্যা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, দান ও সেবামূলক কার্যক্রম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে দারুণভাবে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও বিজয়া দশমীর বিসর্জন থেকেও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা যায় যে, কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই, যা তাকে পরিবার হারানোর শোক ভুলতে সাহায্য করবে। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে দুর্গাপূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ০৬** মিলন বাবুর শিরদাঁড়া ও বৃক্কের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দিষ্ট একটি ব্যায়াম করছেন। অপরদিকে প্রলয় বাবু দীর্ঘদিন ধরে পরিপাকজনিত জটিলতা ও লিভারের সমস্যায় ভুগছেন এবং আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি শরীরচর্চা করছেন।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১

খ. ধ্যানের উত্তুঙ্গা শিখরে উঠে সাধক কী লাভ করেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিলন বাবুকে চিকিৎসকের দেওয়া নির্দিষ্ট ব্যায়ামটির ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রলয় বাবুর আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে অনুশীলনকৃত শরীরচর্চার প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগকে যোগসাধনা বলা হয়।

**খ** ধ্যানের উত্তুঙ্গা শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন তিনি মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না। কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

**গ** মিলন বাবুকে চিকিৎসকের দেওয়া ব্যায়ামটি হলো গরুড়াসন।

এ আসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিলন বাবুর শিরদাঁড়া ও বৃক্কের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এসব প্রভাব দেখা দিলে গরুড়াসন অনুশীলন করতে হয়। এ আসনের উপকারিতা অপরিসীম।

**ঘ** প্রলয় বাবু আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করেন। এ আসনের প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এ আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়। মেরুদণ্ড সতেজ হয়। পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসন অনুশীলনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়, যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয় এবং হজমশক্তি বাড়ে।

অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়। মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং মানুষ সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে। ভাবাবেগ, ভয়ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়। আসনকারীকে আস্তে আস্তে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরে উল্লিখিত উপকারিতাগুলো ছাড়াও অর্ধকূর্মাসন অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত এ আসন অনুশীলন করব।

**প্রশ্ন ▶ ০৭** **দৃশ্যকল্প-১ :** শিশির ছোট বেলা থেকেই তার মায়ের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়েছে। এভাবে সে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জেনেছে ও সৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে বিশেষবাবে লেখা বই সম্পর্কে জেনেছে।

**দৃশ্যকল্প-২ :** নীতিহীন ও ছলনাকারী তিমির বাবু তার বড় ভাই মৃত সমীর বাবুর ছেলেকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে দ্বন্ধ শুরু হয়। তিমির বাবু মৃত সমীর বাবুর ধার্মিক ছেলের কাছে পরাজিত হয় এবং ধর্মের জয় হয়।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১

খ. কোন শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ যে বই সম্পর্কে জেনেছে তার পরিচিতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

## ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার তিন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়।

**খ** উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারো সাথে কারো কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারো ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা।

**গ** দৃশ্যকল্প-১ এ উপনিষদ সম্পর্কে জেনেছে। উপনিষদের পরিচিতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

উপনিষদ হচ্ছে হিন্দুধর্মের একটি ধর্মগ্রন্থ। উপনিষদে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা

মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের কাছে এক বিরাট রহস্য, তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়। শিষ্যগণ গুরুর কাছে গিয়ে যেখানে বসতেন মূলত সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ।

জগতের সর্বকালের অধ্যাত্মভাবনার চরমরূপ হলো উপনিষদ। প্রতিটি বেদের পৃথক পৃথক উপনিষদ রয়েছে। উপনিষদের সংখ্যা দুই শতাধিক। তবে প্রধান ও প্রামাণ্য উপনিষদ বারোটি। যথা-ঐতরেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক, ঈশ, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, কেন, প্রশ্ন, মুন্ডক ও মাণ্ডূক্য। এখানেই আধ্যাত্মিক বিদ্যার মাধ্যমে বলা হয়েছে জীবনের মধ্যে ব্রহ্ম আত্মারূপে অবস্থান করেন।

**ঘ** দৃশ্যকল্প-২ এ মহাভারতের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো−

মহাভারতের শিক্ষা মানুষের মনে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এজন্য সকলেরই এ গ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। মহাভারতের ধার্মিকের জয় ও অধার্মিকের পরাজয়ের কাহিনিগুলো মানুষের মনে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে। অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনো ঘটনা নেই যা মহাভারতে বিবৃত হয়নি।

মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, কুরু-পাণ্ডবদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অর্থাৎ স্বার্থের দ্বন্দ্বের কথা, ক্ষমতার দম্ভ, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ের কথা। পাশাপাশি এটাও আছে যে, প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করলে নিজেরই ক্ষতি হয় এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে গ্রহণ করার তাগিদ। মহাভারতে উল্লিখিত বিভিন্ন উপাখ্যান থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, সত্যের জয় সর্বদাই হয়।

তাই মহাভারতের এ সকল কাহিনি বা উপাখ্যান থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে উদ্বুদ্ধ হব।

**প্রশ্ন ▶ ০৮**

| ছক-১ | ছক-২ |
|---|---|
| বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে<br>কত বীর জীবন দেন,<br>তাদের মধ্যে অন্যতম<br>প্রীতিলতা-সূর্যসেন। | পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি<br>এ জীবন মন সকলি দাও,<br>তার মত সুখ কোথাও কি আছে?<br>আপনার কথা ভুলিয়া যাও। |

ক. সৎসাহস কাকে বলে? ১

খ. মানবতা ধর্মের অঙ্গ।— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ এর সারমর্মে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এর শিক্ষার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকে সৎসাহস বলে।

**খ** মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ, এরই নাম মানবতা। জীবসেবাও মানবতার অঙ্গ।

**গ** ছক-১ এর সারমর্মে পাঠ্যপুস্তকের সৎসাহস দিকটি ফুটে উঠেছে। সৎসাহসের প্রভাবে সমাজ উপকৃত হয়। কারণ সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজের, দেশের, জাতির জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করেন।

সৎসাহস একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা কোনো ভালো কাজের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকেই সৎসাহস বলে। সৎসাহস দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয়। কেননা সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের ও জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। তারা সব সময় অন্যের জন্য কাজ করেন। অন্যের মঙ্গল চিন্তা করেন।

সৎসাহসী ব্যক্তি দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করেন এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করেন। ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। দ্বাদশবর্ষীয় বালক হয়েও বিভীষণ পুত্র তরণীসেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন।

**ঘ** ছক-২ এর শিক্ষার তথা মানবতা গুণটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো−

মানুষের মধ্যে মানবতা থাকার কারণে তাকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়।

মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য রয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে নিজেকে সার্থক করেছে, করেছে মহান। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও অনেক মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রুগ্ণকে ঔষধ, গৃহহীনকে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে মানবতার গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ০৯** লিটন বাবু বাসায় ফেরার সময় গৃহঋণ বাবদ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত টাকার ব্যাগ অটো রিক্সায় ফেলে এসেছে। পরিবারের সাতে আলাপ করে স্থানীয় থানার উদ্দেশ্যে রওনা হতেই ঘরের বাইরে এসে দেখেলেন সে অটো রিক্সা চালক বাসার সামনে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। লিটন বাবু তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলে চালক বললেন, তিনি টাকা ফেরত দিতে পেরেই আনন্দিত। এই বলে চলে গেলেন। লিটন বাবুর দুই সন্তান অর্পা ও অয়ন। তারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা তাদের গৃহ দেবতার সামনে হাত জোড় করে এবং মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

ক. ধর্মপথ কাকে বলে? ১
খ. আমরা কেন ধর্ম পালন করি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রিক্সা চালকের আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্পা ও অয়নের আচরণে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জীবনে যে পথ অনুসরণ করলে নিজের মোক্ষ বা চিরমুক্তি ঘটে এবং জগতের সকলের কল্যাণ হয় সেই পথই ধর্মপথ।

**খ** আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য ধর্ম পালন করা হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্ম পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম ও ধর্মনীতি মানুষকে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের উন্নতি এবং পরিবার ও সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে ধর্ম পালন করা প্রয়োজন। তাই পরিবার ও সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে ধর্ম পালন করা প্রয়োজন। তাই পরিবার এবং সমাজকে সুন্দর, মানবিক ও কল্যাণকর করার জন্য আমাদের ধর্ম পালন করতে হবে।

**গ** রিকশা চালকের আচরণের আচরণে সততা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। সবসময় সত্য কথা বলা এবং সৎপথে চলাকেই বলে সততা। আবার অন্য কারও জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করাও সততা। অন্য কাউকে ঠকানো বা না জানিয়ে তার জিনিস নেওয়া থেকে বিরত থাকা হচ্ছে সততা। সততা মানুষের চরিত্রের একটি বড় নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লিটন বাবু বাসায় ফেরার সময় গৃহঋণ বাবদ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত টাকার ব্যাগ অটো রিকশায় ফেলে এসেছে। পরিবারের সাথে আলাপ করে স্থানীয় থানার উদ্দেশ্যে রওনা হতেই ঘরের বাইরে এসে দেখলেন যে অটো রিকশা চালক বাসার সামনে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। লিটন বাবু তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলে চালক বললেন, তিনি টাকা ফেরত দিতে পেরেই আনন্দিত। এই বলে চলে গেলেন। তার এ কাজে সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

**ঘ** অর্পা ও অয়নের আচরণে নমস্কার শিষ্টাচারটি ফুটে উঠেছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

নমস্কার প্রণামের প্রতিশব্দ। প্রণাম চার প্রকার। যথা– অভিবাদন, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও নমস্কার। ‘প্রণাম করি’ বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলে। বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বক্ষস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় যোগে অবনত হয়ে যে প্রণাম করা হয় তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। আবার জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য ও দৃষ্টি– এই আটটি অঙ্গ ব্যবহার করে প্রণাম করাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। আর হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে যে প্রণাম তাকে নমস্কার বলে। নমস্কারের মাধ্যমে ব্যক্তির মনের সমস্ত কালিমা, অহং সয়ে মাথা নত করে অন্যকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ কারণে সকল যজ্ঞের মধ্যে নমস্কার প্রধান।

নমস্কারের মাধ্যমে অপর আত্মাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর মাধ্যমে মানব মন বিশুদ্ধতা লাভ করে। ফলে হরিকে লাভ করা সহজ হয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয়, সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই অপর একটি আত্মাকে নমস্কার জানানো মানে ঈশ্বরকে নমস্কার জানানো।

সুতরাং, নমস্কারের মাধ্যমে আমরা সহজেই ঈশ্বরকে প্রণাম জানাতে পারি।

**প্রশ্ন ▸ ১০** পরেশ বাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি সর্বদাই সবার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ান। তাঁর প্রতি যে কেউ অন্যায়-অবিচার করুক না কেন তিনি সবাইকে মনেপ্রাণে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন। সমাজের অনেক অধার্মিক ব্যক্তিকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। অপরদিকে তাঁর গ্রামের কমল বাবু ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান। নিজের উপর ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল বিশ্বাস রেখেই তিনি যে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১
খ. বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পরেশ বাবুর মধ্যে পাঠ্যবইয়ের কার মতাদর্শের সঙ্গে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “কমল বাবুর অনুসৃত পথের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব”—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

**১০নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

**খ** শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় ‘হিতসঞ্চারিণী’ নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভার সিদ্ধান্ত ছিল, যিনি যা সত্য বলে বুঝবেন, তা প্রাণপণে কাজে পরিণত করবেন। এই সভায় তিনি এক সিদ্ধান্ত নেন এবং পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন বলে তা ফেলে দিতে বলেন যা উপস্থিত ব্রাহ্মণরা শুনে সবাই পৈতা ফেলে দেন। এ সময় তাঁর ব্রাহ্মসমাজের সাথে যোগাযোগ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

**গ** উদ্দীপকে পরেশ বাবুর মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দের মতাদর্শের সঙ্গে মিল রয়েছে।

নিতাই যখন নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করে এবং কীর্তন করে বেড়াতেন তখন গৌর নিতাইয়ের প্রেমধর্ম প্রচারে কেউ কেউ বাধা দিতে লাগলেন। তখন নবদ্বীপে জগাই-মাধাই নামে দুই মদ্যপ এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সহোদর ছিলেন। তারা নগর কোতোয়াল বলে কেউ তাদের কিছু বলার সাহস পেত না। নিতাই একদিন কৃষ্ণনাম করে ফিরছেন তখন মাধাই নিতাইয়ের দিকে কলসির কানা ছুঁড়ে মারলেন, এতে নিতাইয়ের কপাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। নিতাই এক হাতে কপাল ধরে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন। পরবর্তী সময় নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের কৃষ্ণনামে দীক্ষা দেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পরেশ বাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি সর্বদাই সবার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ান। তাঁর প্রতি যে কেউ অন্যায়-অবিচার করুক না কেন তিনি সবাইকে মনেপ্রাণে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন। সমাজের অনেক অধার্মিক ব্যক্তিকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। এসব বৈশিষ্ট্য প্রভু নিত্যানন্দের মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

**ঘ** "কমল বাবুর অনুসৃত পথের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব"– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের কমল বাবু ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। নিজের উপর ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল বিশ্বাস রেখেই তিনি তার যেকোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কমল বাবুর ভাবনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের স্বামী বিবেকানন্দের মিল রয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সনে বিএ পাস করেন। তারপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা নেন। তখন তার নাম হয় বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন এবং নিজের চোখে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখলেন। কীভাবে এ দেশ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন ও মানবধর্ম সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন।

প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে আসেন। এবং সমস্ত অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার কাছে কোনো জাতিভেদ ছিল না। তিনি বললেন– নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। বিবেকানন্দ নারী শিক্ষাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। তিনি দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কথাও ভাবতেন। সমাজের দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং খাদ্যের অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার এবং দেশের উন্নয়নের কথাও ভেবেছেন।

**প্রশ্ন ▸ ১১** জ্ঞানানন্দ ও জনি দুইজন প্রতিবেশী। জ্ঞানানন্দ সমাজের একজন সম্মানিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাকে এলাকার সবাই পছন্দ করেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত সহনশীল এবং তার চোখে সবাই সমান। তিনি মনে করেন সবারই সমান অধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিষয়গুলো তিনি পার্থক্য করেন না। কিন্তু জনি অসৎ প্রকৃতির ও লোভী। তিনি সবসময় অন্যায় কাজে জড়িত থাকেন। এজন্য অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ তাকে অনেকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। কারাবাস করেও সে সংশোধন হয়নি।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. বিচারের মানদণ্ড কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জ্ঞানানন্দের চরিত্রে কোন দিকটি লক্ষ করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনির পরিণতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**১১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

**খ** নৈতিক মূল্যবোধ বিচারের মানদণ্ড।

নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে, যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

**গ** জ্ঞানানন্দের চরিত্রে ধার্মিকের স্বরূপ দিকটি লক্ষ করা যায়।

ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ, প্রভৃতি) যার মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন। তার প্রজ্ঞা তাকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্যশক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী ও বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনো সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না বা দুঃখে ভেঙে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জ্ঞানানন্দ ও জনি দুইজন প্রতিবেশী। জ্ঞানানন্দ সমাজের একজন সম্মানিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাকে এলাকার সবাই পছন্দ করেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত সহনশীল এবং তার চোখে সবাই সমান। তিনি মনে করেন সবারই সমান অধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিষয়গুলো তিনি পার্থক্য করেন না। এসব বৈশিষ্ট্য একজন ধার্মিকের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, জ্ঞানানন্দের চরিত্রে ধার্মিকের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে জনির কার্যকলাপে অধার্মিকের পরিচয় পাওয়া যায়। জনির পরিণতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

অধার্মিক ব্যক্তি কখনো সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে না। সে শুধু নিজেরই জীবনকে ধ্বংস করে না সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিকেউ খারাপের দিকে নিয়ে যায়।

অধার্মিক সবসময় অতৃপ্ত থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ন থাকেন। কাম তাকে তাড়িত করে, ক্রোধ তাকে উত্তেজিত করে, লোভ তাকে আকর্ষণ করে ও তার অধঃপতন ঘটায়। ইহলোকে তিনি কুকর্মে লিপ্ত থাকেন। কখনো কখনো কৃত কুকর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ড ভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কুকর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, জনির কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে।

# ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

**সময় : ২৫ মিনিট** **পূর্ণমান : ২৫**

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১]

**প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**

১. **শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই একমাত্র সম্পদ জ্ঞান করতেন কে?**
ক দেবকর্মা খ প্রিয়বর্মা গ কান্তিবর্মা ঘ রন্তিবর্মা

২. **মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বরা হয় কেন?**
ক মানবতার জন্য খ পাশবিকতার জন্য
গ হিংসা-বিদ্বেষের জন্য ঘ আহার ও নিদ্রার জন্য

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুপ্রিয়ার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘদিন পার হলেও কোনো সন্তান না হওয়ায় একজন দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে। অন্যদিকে সুজনদের গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় একটা দেবীর পূজা করে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

৩. **সুপ্রিয়া কোন দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করেন?**
ক বিষ্ণু খ শিব গ কার্তিক ঘ গণেশ

৪. **সুজনদের গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজার মাধ্যমে—**
i. স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়
ii. জাগতিক উন্নতি হয়
iii. ভেষজ উদ্ভিদ রোপণে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. **পঞ্চাঙ্গ প্রণামের কথা কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?**
ক গীতা খ চণ্ডী গ শব্দকোষ ঘ তন্ত্রসার

৬. **ধার্মিক ব্যক্তি—**
i. বিনয়ী হন ii. অসহিষ্ণু হন iii. সমদর্শী হন
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **শ্রী শঙ্করাচার্য কোথায় সারদা মঠ স্থাপন করেন?**
ক পুরীতে খ রামেশ্বরে গ জ্যোতির্ধামে ঘ দ্বারকায়

৮. **সফলতার দেবতা কে?**
ক বিষ্ণু খ শিব গ গণেশ ঘ কার্তিক

৯. **সরস্বতী পূজার মাধ্যমে—**
ক বিদ্যা ও শিল্পকলায় পারদর্শী হওয়া যায়
খ সৌভাগ্য ও ধন সম্পদ লাভ হয়
গ আদর্শ ও সুন্দর সন্তান লাভ হয়
ঘ অন্যায় ও অশুভ ধ্বংস হয়

১০. **বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে কে বিরাজিত?**
ক দেবতা খ ঈশ্বর গ কার্তিক ঘ গণেশ

১১. **জীবসেবা বলতে কী বোঝায়?**
ক জীবের অকল্যাণ কামনা করা খ জীবকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা
গ জীবের অমঙ্গল কামনা করা ঘ জীবের পরিচর্যা করা

১২. **অতিথি সেবাকে বলা হয়—**
ক নৃযজ্ঞ খ দৈবযজ্ঞ গ ভূতযজ্ঞ ঘ ঋষিযজ্ঞ

১৩. **প্রাণায়ামের মাধ্যমে—**
ক দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় খ শরীরের রোগব্যাধি দূর হয়
গ একমনে ঈশ্বরের চিন্তা করা যায় ঘ মনোযোগ দিয়ে ঈশ্বরের কাজ করা যায়

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অমল বাবু চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সংসারের দায়িত্ব সন্তানের উপর দেন এবং গৃহ ত্যাগ করে কালী মন্দিরে পূজা অর্চনায় ব্যস্ত থাকেন। অন্যদিকে বিমল বাবু জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। মাত্র দুপুর বেলার আহার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন।

১৪. **অমল বাবু চতুরাশ্রমের কোন স্তরে অবস্থান করছেন?**
ক ব্রহ্মচর্য খ গার্হস্থ্য গ বানপ্রস্থ ঘ সন্ন্যাস

১৫. **বিমল বাবুর আচরণকৃত আশ্রমের তাৎপর্য—**
i. কর্মফলাসক্তি ত্যাগ ii. ভোগসক্তি ত্যাগ
iii. অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. **অযাচক আশ্রমকে প্রতিষ্ঠা করেন?**
ক স্বামী বিবেকানন্দ খ স্বামী স্বরূপানন্দ
গ শ্রী রামকৃষ্ণ ঘ লোকনাথ ঠাকুর

১৭. **বেদের জ্ঞানকাণ্ড কোনটি?**
ক সংহিতো উপনিষদ খ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক
গ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ঘ আরণ্যক ও উপনিষদ

১৮. **কোনটি ধর্মানুষ্ঠান?**
ক সংক্রান্তি খ দোলযাত্রা গ গৃহ প্রবেশ ঘ রাখীবন্ধন

১৯. **নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে কী হয়?**
ক জ্ঞানের উদয় হয় খ কর্মনিষ্ঠা
গ পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয় ঘ প্রেম ভক্তির পথ প্রশস্থ হয়

২০. **মাদকাসক্ত ব্যক্তির—**
i. শ্বাসকষ্ট হয় ii. চিন্তাশক্তি লোপ পায় iii. পরিবার শান্তিতে থাকে
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী?**
ক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ খ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ
গ আদ্য একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ ঘ সাংবাৎসরিক একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমন ও সোমা পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

২২. **সুমন ও সোমার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের নাম কী?**
ক ব্রাহ্ম খ আর্য গ রাক্ষস ঘ গান্ধর্ব

২৩. **সুমন এবং সোমার মধ্যে অনুষ্ঠিত সংস্কারটির মাধ্যমে—**
i. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়
ii. সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়
iii. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **অসুর বিনাশী ভয়ংরী দেবী কে?**
ক কালী খ লক্ষ্মী গ চণ্ডী ঘ শীতলা

২৫. **বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় কেন?**
ক মঙ্গল শক্তিকে আহ্বান করার জন্য খ মনের সন্দেহ দূর করার জন্য
গ মনের কুসংস্কার দূর করার জন্য ঘ ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য

২৬. **বৃক্ষাসনের ফলে কোনটি হয়?**
ক কিডনি ভালো থাকে খ শরীর অনেক শিথিল হয়
গ হাতের ও পায়ের গঠন সুন্দর হয় ঘ মেরুদণ্ডকে সুস্থ ও নমনীয় করে তোলে

২৭. **অসীম বয়সের তুলনায় অনেক খাটো। সে লম্বা হতে চায়। অসীম কোন আসনটি অনুশীলন করবে?**
ক বৃক্ষাসন খ হলাসন গ গরুড়াসন ঘ অর্ধকূর্মাসন

২৮. **বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন কে?**
ক ব্যাসদেব খ কৃত্তিবাস গ কাশীরাম ঘ তোজরাজ

২৯. **উপনিষদ পাঠ করা হয় কেন?**
ক জাগতিক উন্নতির জন্য খ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য
গ সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য ঘ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ জানার জন্য

৩০. **শেখর বাবু পিতার প্রতি একজন পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চায়। শেখর বাবু কোন গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন?**
ক পুরাণ খ রামায়ণ গ উপনিষদ ঘ মহাভারত

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর | ১ | | ২ | | ৩ | | ৪ | | ৫ | | ৬ | | ৭ | | ৮ | | ৯ | | ১০ | | ১১ | | ১২ | | ১৩ | | ১৪ | | ১৫ | |
| | ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | ১৯ | | ২০ | | ২১ | | ২২ | | ২৩ | | ২৪ | | ২৫ | | ২৬ | | ২৭ | | ২৮ | | ২৯ | | ৩০ | |

# ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

**হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)** **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান– ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমানজ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. মিন্টু তার বাবার সাথে বেড়াতে লাউয়াছড়া উদ্যানে যায়। সেখানে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। গাছপালা, জীবজন্তু, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য দেখে তার মনে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে, এর মূলে রয়েছেন সুমহান স্রষ্টা, তিনি আদি পুরুষ। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১

খ. মহাদেবকে নটরাজ বলা হয় কেন? ২

গ. প্রকৃতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মিন্টুর ধারণা তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা"– উক্তিটি তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২. নিচের ছক অনুসারে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

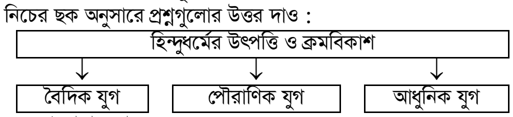


ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১

খ. স্মৃতিশাস্ত্র কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তুমি যদি জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভ করতে চাও, তাহলে কোন যুগের ধর্ম বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেবে? তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "আধুনিক যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষের উপাসনা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করছে।"– উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. রূপা প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে ভাইদের মঙ্গলার্থে হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়, এতে ভাই-বোনদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন হয়। অপরদিকে, সুমন অশান্ত মনের দুঃখ দূর করার জন্যে বারুণী স্নানে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে যায়। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. 'বর্ষবরণ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রূপার পালনকৃত ধর্মাচারটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তীর্থ ভ্রমণে সুমনের জীবনে যে গুরুত্ব ও প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের মৃত্যুর পর অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। অশৌচ পালন শেষে তিনি একাদশ দিবসে পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়।

ক. বিবাহ কাকে বলে? ১

খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা তোমার পাঠ্যবিষয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্ব পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. হিন্দুধর্মের শিক্ষক ধনঞ্জয় পণ্ডিত শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বলেন। শিক্ষার্থী প্লাবন লিখলো –

| |
|---|
| ↔ ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ↔ |
| ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা – |
| ● বেদ ● স্মৃতি ● সদাচার ● বিবেকের বাণী |

ক. ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? ১

খ. "আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যক"– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. প্লাবনের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতা গ্রন্থের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "প্লাবনের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মের বিকাশ।" – বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. মৃণাল বাবু অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পান, একটি দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদের উদ্ধার করেন। অন্যদিকে, বিথি কালীপূজা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় জীর্ণদেহী এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে।

ক. মানুষ কাকে বলে? ১

খ. মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা করে? ২

গ. মৃণাল বাবুর 'সৎ সাহস' তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিথি কী প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭. ড. রোজারী জাপান থেকে সিলেটে আসেন কাজে। এয়ারপোর্ট থেকে আম্বরখানায় টেক্সি করে আসার পথে পাসপোর্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ হ্যান্ডব্যাগটি গাড়িতে রেখেই নেমে পড়েন। বিকেল বেলায় টেক্সিচালক তার গাড়িতে হ্যান্ডব্যাগটি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন। অতঃপর চালক মাইকযোগে প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ড. রোজারী মাইকিং শুনে তার ব্যাগটি ফিরে পান। এতে খুশি হয়ে টেক্সিচালককে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১

খ. "নমস্কার প্রণামের প্রতিশব্দ"– বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. টেক্সিচালকের আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. টেক্সিচালক কি জলদেবীর প্রতিচ্ছবি? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. সুবল বাবু দুর্গা পূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, শ্রেয়া দেবী সন্তান-সন্তুতি কামনায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন। ঐ পূজার মাধ্যমে তিনি নম্র ও বিনয়ী সন্তান লাভ করেন।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শ্রেয়া দেবীর পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৯. আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন একজন ইউরোপীয় মহিলা ফ্রান্সের বেশভূষা ত্যাগ করে ভারতের একটি আশ্রমে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শেষে তাকে দেওয়া হয় ঐ আশ্রমের দায়িত্ব। নানা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রমটি। তার একান্ত প্রচেষ্টায় গুরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. নরেন্দ্র নাথ দত্তের নাম কীভাবে বিবেকানন্দ হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ত্যাগী মহিলার কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কার সাথে মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গুরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর প্রতিষ্ঠায় ত্যাগী মহিলার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১০. নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

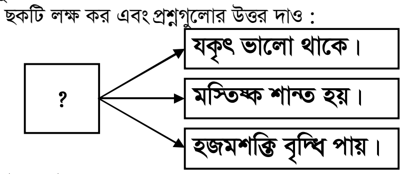


ক. আসন কাকে বলে? ১

খ. অপরিগ্রহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি যে আসনকে নির্দেশ করে, তার অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "?" চিহ্নিত আসনটির নিয়মিত অনুশীলন দেহের সুস্থতায় কী প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. সঞ্জয় বাবু ছিলেন একজন প্রভাবশালী লোক। তিনি নিজেকে অনেক বড়ো মনে করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি কিছু বোঝেন না। তিনি মনে করেন, নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তার ছেলে বিজয় ঈশ্বরভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাবা তাকে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।

ক. সদাচার কাকে বলে? ১

খ. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে সঞ্জয় বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিজয়ের বিশ্বাস "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে"– উক্তিটি 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

# উত্তরমালা

## বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

| উত্তর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | N | ২ | K | ৩ | M | ৪ | L | ৫ | N | ৬ | N | ৭ | N | ৮ | M | ৯ | K | ১০ | L | ১১ | N | ১২ | K | ১৩ | K | ১৪ | M | ১৫ | K |
| | ১৬ | L | ১৭ | N | ১৮ | L | ১৯ | N | ২০ | K | ২১ | M | ২২ | N | ২৩ | L | ২৪ | K | ২৫ | M | ২৬ | M | ২৭ | M | ২৮ | L | ২৯ | N | ৩০ | L |

## সৃজনশীল

**প্রশ্ন ▶ ০১** মিন্টু তার বাবার সাথে বেড়াতে লাউয়াছড়া উদ্যানে যায়। সেখানে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। গাছপালা, জীবজন্তু, বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য দেখে তার মনে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে, এর মূলে রয়েছেন সুমহান স্রষ্টা, তিনি আদি পুরুষ। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১

খ. মহাদেবকে নটরাজ বলা হয় কেন? ২

গ. প্রকৃতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মিন্টুর ধারণা তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা"– উক্তিটি তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগকে যোগসাধনা বলা হয়।

**খ** মহাদেব সংহার বা প্রলয়ের দেবতা। তিনি সংহার করে সমতা রক্ষা করেন। এ ছাড়াও তিনি দেবতাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা এবং প্রয়োজনে অসুরদের বিনাশ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী। নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার কারণে তাঁকে নটরাজ বলা হয়।

**গ** প্রকৃতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মিন্টুর ধারণা হলো– ঈশ্বর হলেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আমরাও তাঁরই সৃষ্টি। রাত-দিনের আবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের ঘূর্ণন, ঋতু পরিবর্তন সবকিছুই ঈশ্বরের লীলা। ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলো সৃষ্টি করেছেন। তারপর সৃষ্টি করেছেন জল, তারপর পৃথিবী। তিনি পৃথিবীকে মানবপ্রজাতি, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। আমরা এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর দেখি তা সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি।

উদ্দীপকের ঘটনায় মিন্টু সূর্য ও চাঁদের আলো, তারা, সাগরের জল, মাটি, বাতাস সম্পর্কে তার বাবার কাছে কৌতূহল প্রকাশ করে। তার বাবা যে উত্তর দেন তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার স্বরূপ প্রকাশ পায়। মিন্টু জানতে পারে ঈশ্বর এক মহান সত্তা, যিনি উল্লিখিত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

**ঘ** 'জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা'– উক্তিটিতে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ভগবান, অবতার, পরমাত্মা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত ঈশ্বরের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর এসব নাম নির্ধারণ করা হয়। আমরা জানি, যিনি সব কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সব কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন জীবজগতের ওপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। আবার ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণসম্পন্ন ঈশ্বরই ভক্তের কাছে ভগবান। নিরাকার ঈশ্বর যখন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় সাকার রূপে পৃথিবীতে আসেন তখন তাঁকে অবতার বলে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাঁকে পরমাত্মা বলে।

উদ্দীপকের মিন্টু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বাবার কাছে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানতে চায়। তার বাবা জবাবে ঈশ্বরের স্বরূপ তুলে ধরে বলেন, 'ঈশ্বর এক মহান সত্তা। তিনি জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।' মিন্টুর বাবার এ উপলব্ধি সঠিক।

পরিশেষে বলা যায়, হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে সম্বোধন করে থাকেন। বস্তুত প্রতিটি নামের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। এ কারণে উদ্দীপকে বর্ণিত 'জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা'– উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ০২** নিচের ছক অনুসারে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
↓ বৈদিক যুগ
↓ পৌরাণিক যুগ
↓ আধুনিক যুগ

ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১

খ. স্মৃতিশাস্ত্র কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তুমি যদি জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভ করতে চাও, তাহলে কোন যুগের ধর্ম বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেবে? তোমার পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "আধুনিক যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষের উপাসনা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করছে।"– উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার।

**খ** ধর্মাধর্ম নির্ণয় বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান। বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে স্মৃতিশাস্ত্রগুলো দ্বিতীয় প্রমাণ।

**গ** জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভের জন্য আমি আধুনিক যুগের ধর্মবৈশিষ্ট্যকে বেছে নেব।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম প্রাচীন এবং নবীন ধর্ম। তবে সময়ের অগ্রগতিতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনার নতুনত্বের সংযোজন ঘটে।

হিন্দুধর্মে বৈদিক, পৌরাণিক ও আধুনিক এই তিনটি যুগ বিভাগ রয়েছে। বৈদিক যুগের ঋষিদের চিন্তা-চেতনায় জাগতিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক যুগে ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী, জীবনবাদী। তবে এ যুগে সন্ন্যাসবাদের আবির্ভাব ঘটে। পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

আধুনিক যুগকে বলা হয় ধর্মসংস্কারের যুগ। উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তা-চেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ সময় সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা মনে করেন যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজন। আধুনিক যুগের ধর্মসংস্কারকগণ ধর্মের সাথে কর্মের সংযোগ ঘটান। তারা ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে গার্হস্থ্য জীবনের ওপর জোর দিয়েছেন। তাই আমিও জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভের জন্য আধুনিক যুগের ধর্মবৈশিষ্ট্যকে বেছে নেব। তাহলে আমার জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় কল্যাণ লাভ হবে।

**ঘ** 'আধুনিক যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষের উপাসনা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করেছে' উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিক যুগে হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ যুগের মহাপুরুষ ও ধর্মসংস্কারকগণ বিভিন্নভাবে ধর্মীয় তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায় বলেন, সব উপাস্য একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এক ব্রহ্মের সাধনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য এবং হিন্দুরা একেশ্বরবাদী। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ একেশ্বরবাদী ধারণা এবং বহু দেব-দেবীরূপে ঈশ্বর আরাধনার কথা বলেছেন। তার উপদেশ হলো- 'যত মত, তত পথ'; 'যত্র জীব, তত্র শিব'।

হরিচাঁদ ঠাকুর হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তার মতে, হরিনামই জগতে কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ। চৈতন্য মহাপ্রভুর হিন্দুধর্ম চেতনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারীদের বিদ্বেষ এবং বর্ণভেদ দূর করতে প্রেমভক্তি মতবাদের প্রচলন করেন। তিনি বলেন, প্রেমপূর্ণ ভক্তি দিয়েই ভগবানকে লাভ করা যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজসংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের জন্য স্বামী স্বরূপানন্দ 'অযাচক আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী প্রণবানন্দ সেবাদর্শের কথা প্রচার করেছেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী লোকসেবা বা লোকশিক্ষার কথা প্রচার করেছেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা ছিল তার নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র। উপরে আলোচনায় হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনায় বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই ভিন্ন মত ও পথগুলোর মধ্যে এক মহামিলন লক্ষ করা যায়। আর তা হলো, মানব জীবনের ব্যবহারিক সমৃদ্ধিসহ আধ্যাত্মিক জীবনের পরম কল্যাণ তথা ঈশ্বরলাভ।

**প্রশ্ন ▸ ০৩** রূপা প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে ভাইদের মঙ্গলার্থে হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়, এতে ভাই-বোনদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন হয়। অপরদিকে, সুমন অশান্ত মনের দুঃখ দূর করার জন্যে বারুণী স্নানে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে যায়। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. 'বর্ষবরণ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রূপার পালনকৃত ধর্মাচারটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তীর্থ ভ্রমণে সুমনের জীবনে যে গুরুত্ব ও প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

**খ** বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে।

**গ** রূপার পালনকৃত ধর্মাচারটি হলো রাখীবন্ধন।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামের একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভাইবোনের আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয়, বিধায় এ দিনটি রাখীপূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

উদ্দীপকে রূপা প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ তিথিতে ভাইদের মঙ্গলার্থে হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়, এতে ভাই-বোনদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন হয়। একমাত্র রাখীবন্ধন ধর্মাচার পালনের মাধ্যমে এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই রূপার ধর্মাচারটি হলো রাখীবন্ধন।

**ঘ** সুমনের জীবনে তীর্থ ভ্রমণের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

তীর্থস্থান হলো পুণ্যস্থান। স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। ঐতিহাসিক স্থান দর্শনে ও ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। তীর্থদর্শন ও ভ্রমণ পুণ্যের কাজ । ধর্মপালন করার মতো ভ্রমণও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থ ভ্রমণে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্‌গতি হয়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে স্বস্তি আসে। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্‌বুদ্ধ করে। তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দর্শনের কারণে মানুষের জীবনে এর ভালো প্রভাগুলোর ক্রিয়াশীল হবে।

সুতরাং বলা যায়, সুমনের জীবনে তীথ ভ্রমণের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▸ ০৪** দীপক চক্রবর্তীর মায়ের মৃত্যুর পর অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। অশৌচ পালন শেসে তিনি একাদশ দিবসে পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়।

ক. বিবাহ কাকে বলে? ১
খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা তোমার পাঠ্যবিষয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্ব পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৪নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** যৌবনে বেদ ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বর ও বধূর মিলনরূপে যে সংস্কার করা হয়, তাকে বিবাহ বলে।

**খ** বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয় কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

**গ** দীপক চক্রবর্তীর মায়ের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা রয়েছে।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। যেমনটি করেছেন উদ্দীপকের দীপক চক্রবর্তী। এ কারণে আমি মনে করি, তার মায়ের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা রয়েছে।

**ঘ** দীপক চক্রবর্তীর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অণ্' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তা-ই শ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল ইত্যাদি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

উদ্দীপকে অশৌচ পালন শেষে দীপক একাদশ দিবসে পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আদ্যশ্রাদ্ধের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

**প্রশ্ন ▶ ০৫** হিন্দুধর্মের শিক্ষক ধনঞ্জয় পণ্ডিত শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বলেন। শিক্ষার্থী প্লাবন লিখলো –

> ↔ ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ↔
> ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা –
> ● বেদ ● স্মৃতি ● সদাচার ● বিবেকের বাণী

ক. ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? ১
খ. "আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যক"– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. প্লাবনের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতা গ্রন্থের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "প্লাবনের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মের বিকাশ।" – বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৪]

## ৫নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ।

**খ** ধর্মগ্রন্থে থাকে ধর্মের কথা, হাজার বছরের লব্ধ জ্ঞানের কথা, ঐশ্বরিক তত্ত্ব, ইহলোক ও পারলৌকিকের কথা; যা মানুষকে নৈতিক ও আদর্শবান করে গড়ে তোলে। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, কী করলে মানুষের কল্যাণ এবং নৈতিক উন্নতি হবে। এ কারণে ধর্মগ্রন্থ পাঠে মানুষ ধর্মাচারণে উদ্বুদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে মানবিকতা ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করে নিজেকে জনসেবায় নিয়োজিত করার প্রয়াস পায়। তাই বলা যায়, আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যক।

**গ** প্লাবনের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতা গ্রন্তের আলোকে বর্ণনা করা হলো –

মনুসংহিতায় বর্ণিত,
'বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ (মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ।

সনাতন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে বেদ। এটি হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদের পর সব রকমের কর্তব্য কর্মের উপদেশ নিয়ে রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে যদি ধর্মাধর্ম নির্ণয় দুরূহ হয় তখন সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম। তবে সর্বক্ষেত্রে ধর্মনির্দেশ মেনে চলা সম্ভব হয় না। তাই বিবেকের বাণীর আশ্রয় নিতে হয়। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।

**ঘ** "ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ"– এ উক্তিটি যথার্থ।

বেদ হিন্দুদের আদি ও মূল ধর্মগ্রন্থ। এ কারণে হিন্দুধর্ম বিকাশে বেদের অবদান সবচেয়ে বেশি। বৈদিক যুগে ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে মুনি-ঋষিরা বেদের শ্লোক বা মন্ত্রগুলো রচনা করেন। শ্লোকগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্মের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– ধর্মীয় আদর্শ, দার্শনিক ধারণা, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বেদে হিন্দুধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এখানে হিন্দুধর্মীয় কর্ম, যজ্ঞ, ধর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দার্শনিক ধারণা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বেদে আলোচনা রয়েছে। ঈশ্বর কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আত্মার ধারণা, মৃত্যুর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেদে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন— পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষের উৎপত্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আয়তন, অবস্থা, স্থায়িত্ব ইত্যাদি। বেদে সামাজিক ব্যবস্থার ওপর যেসব আলোচনা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো হলো— বর্ণ ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজ গঠন, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি।

পরিশেষে বলা যায়, বেদে হিন্দুধর্মের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনা হিন্দুধর্মকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাই বলা যায়, "ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ।"

**প্রশ্ন ▸ ০৬** মৃণাল বাবু অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পান, একটি দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদের উদ্ধার করেন। অন্যদিকে, বিথি কালীপূজা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় জীর্ণদেহী এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে।

ক. মানুষ কাকে বলে? ১
খ. মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা করে? ২
গ. মৃণাল বাবুর 'সৎ সাহস' তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বিথি কী প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৬নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

**খ** সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপনের উপায় বর্ণনা থাকায় মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা করে।

যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান ধর্মের মাধ্যমে জানা যায়। এ কারণে ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে।

**গ** মৃণাল বাবুর সৎসাহস আমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো –

সৎসাহসের প্রভাবে সমাজ উপকৃত হয়। কারণ সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজের, দেশের, জাতির জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করেন।

সৎসাহস একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা কোনো ভালো কাজের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকেই সৎসাহস বলে। সৎসাহস দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয়। কেননা সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের ও জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। তারা সব সময় অন্যের জন্য কাজ করেন। অন্যের মঙ্গল চিন্তা করেন।

সৎসাহসী ব্যক্তি দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করেন এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করেন। ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। দ্বাদশবর্ষীয় বালক হয়েও বিভীষণ পুত্র তরণীসেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন।

উদ্দীপকে মৃণাল বাবু অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পান একটি দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদের উদ্ধার করেন। এ কাজে জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি অন্যের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন। তার এই চেষ্টার নামই হলো সৎসাহস।

**ঘ** হ্যাঁ, বিথি প্রকৃতপক্ষে একজন মানব প্রেমিক।

আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য।

মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে সার্থক করেছে, করেছে মহান। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্ণকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম।

উদ্দীপকে বিথি কালীপূজা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় জীর্ণদেহী এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে। তার এই দান মানবতার দৃষ্টান্ত। কারণ সে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে। এরূপ নিঃস্বার্থ দান অবশ্যই মানবতার দৃষ্টান্ত।

উপযুক্ত দৃষ্টান্তের কারণে বলা যায় যে, বিথি প্রকৃতপক্ষে একজন মানব প্রেমিক।

**প্রশ্ন ▸ ০৭** ড. রোজারী জাপান থেকে সিলেটে আসেন কাজে। এয়ারপোর্ট থেকে আম্বরখানায় টেক্সি করে আসার পথে পাসপোর্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ হ্যান্ডব্যাগটি গাড়িতে রেখেই নেমে পড়েন। বিকেল বেলায় টেক্সিচালক তার গাড়িতে হ্যান্ডব্যাগটি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন। অতঃপর চালক মাইকযোগে প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ড. রোজারী মাইকিং শুনে তার ব্যাগটি ফিরে পান। এতে খুশি হয়ে টেক্সিচালককে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১
খ. "নমস্কার প্রণামের প্রতিশব্দ"– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. টেক্সিচালকের আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. টেক্সিচালক কি জলদেবীর প্রতিচ্ছবি? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৭নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

**খ** প্রণাম বলতে বোঝায় প্রকৃষ্টরূপে নমন বা নমস্কার।
প্রণাম চার প্রকার। যথা : অভিবাদন, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও নমস্কার। নমস্কারের মাধ্যমে ব্যক্তির মনের সমস্ত কালিমা, অহং সরিয়ে মাথা নত করে অন্যকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ কারণে সকল যজ্ঞের মধ্যে নমস্কার প্রধান। নমস্কারের মাধ্যমে অন্যকে প্রণাম জানানো হয়। তাই বলা হয় নমস্কার প্রণামের প্রতিশব্দ।

**গ** টেক্সিচালকের আচরণে সততা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।
সততা একটি ব্যক্তির গৌরবের মুকুট স্বরূপ। সৎ ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। অসৎ ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা যে দেশে হয়, সে দেশ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে।
উদ্দীপকের ডঃ রোজারী জাপান থেকে সিলেটে আসেন কাজে। এরয়ারপোর্ট থেকে আম্বরখানায় টেক্সি করে আসার পথে পাসপোর্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ হ্যান্ডব্যাগটি গাড়িতে রেখেই নেমে পড়েন। বিকেল বেলায় টেক্সিচালক তার গাড়িতে হ্যান্ডব্যাগটি দেখতে পেয়ে মাইক যোগে প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ডঃ রোজারী মাইকিং শুনে তার ব্যাগটি ফিরে পান। এভাবে অন্যের হারানো জিনিস কোনো হঠকারিতা না করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে টেক্সিচালকের আচরণে সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

**ঘ** না, টেক্সিচালক জলদেবীর প্রতিচ্ছবি নয়।
পাঠ্যবইয়ে জলদেবী ও কাঠুরিয়ার সততার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনায় বলা হয়েছে, একবার এক গরিব কাঠুরিয়া নদীর তীরে এসে কাঠ কাটছিল। এ সময় কাঠুনিয়ার অসতর্কতায় তার কুঠারটা নদীতে পড়ে যায়। এতে কাঠুরিয়া মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। তার দুঃখ দেখে জলদেবীর দয়া হয়। দেবী নদীর জল থেকে উঠে এলেন। তিনি সোনা ও রূপার কুঠার দেখিয়ে কাঠুরিয়াকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু সৎ কাঠুরিয়া সোনার বা রূপার কুঠার নিজের না হওয়ায় এগুলো নিজের বলে দাবি করলেন না। যখন জলদেবী কাঠুরিয়ার লোহার কুঠার নিয়ে এলেন তখন সে এটিকে নিজের বলে দাবী করেন। এভাবে কাঠুরিয়া তার সততার পরিচয় দেন। তার সততায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবী তাকে সোনার ও রুপার কুঠার দুটিও দিয়ে দেন।
পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ ঘটনা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। যেখানে ডাঃ রোজারী তার পাসপোর্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ একটি হ্যান্ডব্যাগ গাড়িতে রেখেই নেমে পড়েন। পরে টেক্সিচালক মাইক যোগে প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ডঃ রোজারীকে তার ব্যাগটি ফিরিয়ে দেন। এতে খুশি হয়ে টেক্সিচালককে তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেন। এখানে টেক্সিচালক ও পাঠ্যবইযের কাঠুরিয়ার দৃষ্টান্ত একইরকম হলেও টেক্সিচালকের সাথে জলদেবীর দৃষ্টান্ত অনুরূপ নয়। এ কারণে বলা যায়, টেক্সিচালক জলদেবীর প্রতিচ্ছবি নয়।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের টেক্সিচালক ও পাঠ্যবইয়ের কাঠুরিয়া উভয়ে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে, ডঃ রোজারী ও জলদেবী উভয়ে সততার পুরস্কার দিয়েছেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করার কারণে টেক্সি চালক ও জলদেবী এক নয়।

**প্রশ্ন ▸ ০৮** সুবল বাবু দুর্গা পূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, শ্রেয়া দেবী সন্তান-সন্তুতি কামনায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন। ঐ পূজার মাধ্যমে তিনি নম্র ও বিনয়ী সন্তান লাভ করেন।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. শ্রেয়া দেবীর পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

**৮নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর**

**ক** পুরাণে যেসকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পৌরাণিক দেবতা বলে।

**খ** ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাকে দেব-দেবী বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

**গ** উদ্দীপকে কালীপূজা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।
অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুবল বাবু দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রাহায়ণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সমাজের অশুভ শক্তির বিনাশ, বিভিন্ন মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সমাজের অশুভ শক্তির বিনাশ, বিভিন্ন ধরনের মহামারি (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব), ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য শ্যামা বা কালীপূজা করা হয়।

এ পূজার পদ্ধতি হলো– দুর্গাপূজার মতো কালীপূজাও গৃহে বা মন্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষু দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালীপূজা শুরু হয়। দেবীর পূজার জন্য ষোলো উপচার অনুসরণ করা হয় এবং আট শক্তিকে পূজা করা হয়। তান্ত্রিক হোম করা হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

**ঘ** শ্রেয়া দেবী কার্ত্তিক পূজা করেন। উক্ত পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।
কথায় বলে কার্ত্তিকের মতো চেহারা, অর্থাৎ কার্ত্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।
কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবেও পূজা করা হয়।
কার্ত্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্ত্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।
আমাদের সকলকেই কার্ত্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

**প্রশ্ন ▸ ০৯** আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন একজন ইউরোপীয় মহিলা ফ্রান্সের বেশভূষা ত্যাগ করে ভারতের একটি আশ্রমে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শেষে তাকে দেওয়া হয় ঐ আশ্রমের দায়িত্ব। নানা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রমটি। তার একান্ত প্রচেষ্টায় গুরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. নরেন্দ্র নাথ দত্তের নাম কীভাবে বিবেকানন্দ হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ত্যাগী মহিলার কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কার সাথে মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গুরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর প্রতিষ্ঠায় ত্যাগী মহিলার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

### ৯নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

**খ** বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

তিনি ১৮৮৪ সনে বিএ পাস করার পর কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ইশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন তাঁর মনকে আন্দোলিত করে। একসময় কৌতূহলী নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। এরপর নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

**গ** উদ্দীপকের ত্যাগী মহিলার কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত সাধিকা শ্রীমার কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে ওঠে। পড়াশোনার প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। মাঝে মাঝেই ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়তেন। পরবর্তীতে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর আছেন। তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক মিলন সম্ভব। ঈশ্বরকে তিনি জ্যোতির্ময়রূপে দেখতে চান। একবার তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি যেন তাঁকে বলেছেন, ওঠ, আরো উপরে ওঠ। সবাইকে ছাড়িয়ে উপরে ওঠ, সবার মধ্যে ব্যাপ্ত করে দাও নিজের আত্মাকে। এরপর তিনি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই আশ্রমই ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা কেন্দ্র। আশ্রমের সকল কাজকর্ম দ্বারাই তিনি সাধনজীবন অতিবাহিত করেন।

**ঘ** উদ্দীপকে ধর্মীয় শিক্ষক সাধিকা শ্রীমার কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। একটি আদর্শ নগর প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম।

শ্রীমার অভাবনীয় পরিকল্পনা ছিল শ্রীঅরবিন্দের নামে অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ পরিকল্পনা করেছিলেন। এর জন্য পন্ডিচেরীর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ছয় মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে ১৫ বর্গমাইল ভূমি সংগ্রহ করা হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারি এর ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ভিত্তিমূলে পৃথিবীর ১২৬টি দেশের মাটি এনে জড় করা হয়। ঐসব দেশের তরুণ-তরুণীরা এ মাটি নিয়ে আসেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের শুভ জন্মদিনে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

মায়ের পরিকল্পনা ছিল, অরোভিল হবে একটি আধুনিক নগর। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করবে। সবাই হবে এক পরিবারের সদস্য। এখানে আধুনিক নগরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনা সব কিছুর চর্চা হবে এখানে। অরোভিল হবে সমগ্র বিশ্বমানবের। আন্তর্জাতিক মানব-ঐক্যের জীবন্ত ল্যাবরেটরি। এটি হবে একটি আত্মনির্ভরশীল জনপদ। এখানকার সকলেই হবে এর জীবনযাত্রা ও উন্নতির অংশীদার। তারাই নানাভাবে এর সকল কাজ করবে। কাউকে খাজনা দিতে হবে না। কাউকে খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না। সকলকে খাওয়াবার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করবে। সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার ও খাদ্যরীতি সম্পূর্ণই বজায় রাখা হবে। অরোভিল হবে সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে একমাত্র সত্যের সেবা।

**প্রশ্ন ▶ ১০** নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

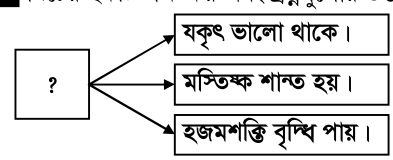


ক. আসন কাকে বলে? ১

খ. অপরিগ্রহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি যে আসনকে নির্দেশ করে, তার অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "?" চিহ্নিত আসনটির নিয়মিত অনুশীলন দেহের সুস্থতায় কী প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১০নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** দেহমনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থান তাকে আসন বলে।

**খ** অপরিগ্রহ মানে গ্রহণ না করা। অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা যেমন তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও গ্রহণ না করা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুষ্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

**গ** ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি অর্ধকূর্মাসনকে নির্দেশ করে এ আসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো –

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।

হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও ঊরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

**ঘ** অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়, মেরুদণ্ড সতেজ হয়, পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়। যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয়। হজমশক্তি বাড়ে। পেটে বায়ু থাকলে তার প্রকোপ কমে। হাঁপানি ও ডায়াবেটিসের উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেটের ও নিতম্বের চর্বি কমে। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়।

অর্ধকূর্মাসনের কারণে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। শারীরিক সুস্থতার কারণে মানসিক শান্তিও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই আসন অনুশীলনে মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ সমানভাবে গ্রহণ করার উপযোগিতা অর্জন করে। এ আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আসনকারী আস্তে আস্তে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়, ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অর্ধকূর্মাসনের সঠিক অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▸ ১১** সঞ্জয় বাবু ছিলেন একজন প্রভাবশালী লোক। তিনি নিজেকে অনেক বড়ো মনে করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি কিছু বোঝেন না। তিনি মনে করেন, নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তার ছেলে বিজয় ঈশ্বরভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাবা তাকে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।

ক. সদাচার কাকে বলে? ১

খ. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে সঞ্জয় বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিজয়ের বিশ্বাস "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে"– উক্তিটি 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১১নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

**ক** আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার।

**খ** 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'– কথাটির অর্থ হচ্ছে, আমরা ধর্ম পালন করি মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য।

মানব জীবনের পরম প্রাপ্তি হচ্ছে মোক্ষলাভ। কিন্তু শুধু নিজের কল্যাণ সাধন করলেই চলবে না। জীব ও জগতের কল্যাণ সাধনও করতে হবে। কারণ জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বাস করেন। তাই নিজের মোক্ষলাভ ও জগতের কল্যাণের জন্য আমরা ধর্ম পালন করি।

**গ** পাঠ্যবইয়ের আলোকে হিরণ্যকশিপু চরিত্রের সাথে সঞ্জয় বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।

উপরের আলোচনা শেষে দেখা যায়, হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, সঞ্জয়ের মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে সঞ্জয় বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

**ঘ** বিজয়ের বিশ্বাস "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে" – উক্তিটি 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো –

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী দাম্ভিক হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। হরিনাম জপ ছাড়া সে কিছুই বোঝে না। তাই নিজের পুত্রের পরিপ্রেমে আকুলতা দেখে হিরণ্যকশিপু অনেক ক্ষিপ্ত হলো। পুত্রের মন থেকে হরিনাম দূর করার জন্য নানা রকম শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু প্রহ্লাদের মন থেকে হরিনাম দূর করতে পারে না। প্রহ্লাদের মন হরিনামে পবিত্র ছিল। শ্রীহরিই সবসময় প্রহ্লাদকে রক্ষা করত। আর এর মূলে ছিল হরির প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাসই ধর্মের মূল। তাই তো শত চেষ্টা করার পর প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু হত্যা করতে পারেনি। ধার্মিকের জয় হয়েছে। ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকলে ধর্মের জয় হয়। সাথে ধার্মিকেরও জয় হয়।

'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের অনুরূপ ঘটনা উদ্দীপকের বিজয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। কারণ সেও ছিল ঈশ্বরভক্ত। এ কারণে তার বাবা তাকে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করেন। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে। এ কারণে ধর্মের জয় সবসময় হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক বিপদে ধার্মিক কষ্ট পান কিন্তু পরিণামে ধর্ম এবং ধার্মিক জয় লাভ করে। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপকে ও 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানে পরিলক্ষিত হয়।